বিলাতী সমাজচিত্র

প্রথম পর্ব্ব।

বঙ্গানুবাদ

কলিকাতা

৯।৩ নং নন্দকুমার চৌধুরির লেন,

আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কলিকাতা

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

আষাঢ ১৩০০। আষাঢ়

আমারও ছুটি!

পাঠক পাঠিকা! উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষকগণ! মেরীর বাক্যের প্রতিধ্বনিতে আমিও বলি, আপাততঃ আমারও ছুটি! আশা যা থাকে, তা কিছু পূর্ণ হয় না। লোকে আশা করে বিস্তর, কিন্তু আশানুরূপ ফল পায় অতি অল্প লোকেই। আমার আশা তেমন অসম্ভব নয়, আমার আশা তেমন গুরুতর নয়, অতি সামান্য আশা আমার। সে আশাও তবে কি পূর্ণ হবে না? সে আশা কি?—মাসান্তে একবার একবার দর্শন দান। এ আশা পূর্ণ কোত্তে কোন বাধা আছে কি? চিন্তা কোরে দেখেছি, আমার এ আশায় হতাশ হবার কিছু নাই।—তাই বলি, আপনাদের এ অনুগ্রহ প্রদানে কোন বাধা নাই। সেই জন্যই এ অনুরোধ।

কলিকাতা,
শুভ ১লা বৈশাখ,
১৩০০ সাল।

আমি সেই
আপনাদের অনেকেরই পরিচিত
অনুবাদক।

একটু নোট।

কোন মৌলিক ভাষাই ভাষান্তরিত হইতে পারে না। সুতরাং ইংরাজি ভাষাও বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইতে পারে না। কেন পারে না, সে অনেক কথার কথা। সে জন্য অনুবাদ কালে বড়ই ভয়ে ভয়ে বড়ই সতর্ক হইতে হইয়াছিল। ইংরাজি যদিও তর্জ্জমা হয় মন্দের ভাবরূপে, কিন্তু ইংরাজি নাম স্থানাদির তর্জ্জমা ত দূরের কথা, বাঙ্গালা বর্ণমালায় লিখিতেই পারা যায় না।

বিলাতি গ্রন্থের স্ত্রীগণ প্রায়ই পুংলিঙ্গাত্মক, স্ত্রীত্বপ্রকাশ কেবল "মিস্" আর "মিসেস্"। পুস্তক সুখপাঠ্য করিবার জন্য ঐ সকল নামের পরিবর্ত্তে (অবশ্য মৌলিকতা রক্ষা করিয়া) বাংলা লিঙ্গ প্রত্যয়াদির যোগে গড়িয়া দেওয়া গিয়াছে। ইংরাজির সহিত যাহারা মিলাইয়া পড়িবেন, তাঁহাদের জন্য নিম্নে উহার একটা তালিকা দিলাম।

স্ত্রী

	ইংরাজি নাম	গঠিত নাম
Mrs	Twisden	শ্রীমতী ত্রিসদনা
,,	Whitefild	হোয়াইট ফিল্‌দ
,,	Messiter	নিশিতারা
,,	Betsy	বেত্সী
,,	Margaret	মার্গরেতা
,,	Jemima	জমিমা
,,	Isabella	ঈশবালা
,,	Clementina	
,,	Byles	
,,	Timbuctoo	
,,	Gipsy queen	
,,	Trevelyan	
,,	Maddox	
,,	Davenport	
,,	Bagshot	
,,	Jerden	
,,	Doncaster	
,,	Kingston	
,,	Mardyn	
,,	Ellen	
,,	Baker	
,,	Ferguson	
,,	Hilton	
,,	Calder	
,,	Morrison	
,,	Nibkin	
,,	Nubley	
,,	Sarah Briggs	

পুরুষ

	ইংরাজিনাম	গঠিত নাম
Mr.	Quentin	কাণ্ডিন
	Trips	ত্রিপস
	Gustavus	গস্তবশা
	Biggleswade	বিকল স্বত
	Miessiter	মিশিতর
	Harlesdon	হার্লসদন
	Byles	বিলাস
	Long joe	লঞ্জ
	Lavender	লবন্দার
	Bergamot	বর্গমঠ
	O'shrughnessy	সঘনিশি
	Gravesend	গ্রবসন্দ
	Octavious	অক্টবশ
	Trevelyan	ত্রিবলিন
	Miltown	মিলটোন বা মিলট
	Lumberton	লম্বর্ত্তন
	Percival	পার্শ্ববল
	Calder	কলদার

স্থান।

Snargate St.	স্নরগেটষ্ট্রীট
Dover	দোবর
Balyshot	বক্‌শট
Merton House	মর্ত্তন অট্টালিকা
Montpillier House	মণ্ডপলীলাকুটির

দুঃসাহসিকতার কৈফিয়ৎ

বহুদিনের আশা, অনেক দিনের বাসনা, আজ পূর্ণ হইতে চলিল! আট বৎসর পূর্ব্বে, যখন রেণল্ডস্‌কে লইয়া বঙ্গের কয়েকজন অপরিণামদর্শী গ্রন্থকার ও প্রকাশক ছকড়া নকড়া করিতেছিল, রেণল্ডসের নামে বঙ্গের পাঠকসাধারণ মোহিত হইয়া রেণল্ড-স্‌কে যে ভাবে দেখা আবশ্যক—তাহা দেখিতে চাহিয়াও আশার অনুরূপ বস্তু না পাইয়া যখন ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন, রেণল্ডসের স্বহস্ত গঠিত শিব যখন বানর মূর্ত্তিতে পাঠকের সম্মুখে আত্মপরিচয় দিতেছিল, এমন কি ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠকগণ যখন রেণল্ডসের প্রকৃতি মধুর উপন্যাসের প্রতিই অন্যায় রূপে দোষারোপ করিতেছিলেন, তখন মনে হইয়াছিল, যথাসাধ্য যথাবুদ্ধি রেণল্ডস্‌কে একবার বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করি। মনে হইয়াছিল, আমি রেণল্ডস্‌কে যে ভাবে দেখিয়াছি, রেণল্ডসের মধুর উপন্যাস আমি যতটা যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া তাহার যে সকল চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি, সেই সব চিত্র, সমাজের সেই সব ভাল মন্দ দৃশ্যপট একবার পাঠক-গণকে দেখাই। কিন্তু তখন সে আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই। আশা পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যত্নচেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই ৮ বৎসর ব্যাপী যত্নচেষ্টার ফল, দরিদ্রের উপহার রূপে হস্তে লইয়া আমি আজি বঙ্গীয়পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত। প্রার্থনা, কৃপাকটাক্ষ!

উপন্যাস পাঠের ফল অসাধারণ, সুতরাং উপন্যাস পাঠের আবশ্যকতাও অসাধারণ। বিশেষতঃ সামাজিক উপন্যাস। মানব যখন সংসারে প্রথম প্রবেশ করিতে যায়, শিক্ষা ছাড়িয়া মানব যখন সংসারের কাছে দীক্ষা লইতে অগ্রসর হয়, পথের মানুষ যখন ঘর পাতিয়া গৃহস্থ হয়, তখন কত বাধা, কত অসুবিধা, কত প্রলোভন প্রতারণা, কত বিবাদ বিসম্বাদ যে তাহাকে আকুলিত করে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। মানুষ সুখের আশায় সংসারে আসিয়াছিল, আশ্রয়হীন মানব আশ্রয়ের আশায় আসিয়াছিল, সম্মুখে দেখে অসুখের বেড়া আগুন! সংসারের ছায়াময় আশ্রয় লইতে আসিয়া দেখে, এ সংসার ছায়াহীন মরুভূমি! চারিদিকে দেখে হিংসার শোণিত স্রোত, নির্দ্দয়তার প্রখর রৌদ্র, অশান্তির বিষ-নদী! কেন এমন হয়? না সকল মানুষ ত সংসার চিনে না! সংসার না চিনিয়া সংসারী হইলে

হয়, এদেশে শত বাধা থাকিতেও সেই খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সেই ।৴৹ পাঁচ আনার মূল্যেই আমরা বিক্রয় করিব। প্রতি মাসে ।৴৹ আনা মাত্র ব্যয় করিলেই এক এক খণ্ড বিলাতী উপন্যাসের সম্পূর্ণ অনুবাদ গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন। বিলাতে কাগজ, কালী, ছাপাখানা, সকলই সুবিধা। আর সেই বিলাতী জিনিস বিলাতের মূল্য অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে ব্যবহার করিয়াও বিলাতের দরে আমরা তাহাই বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছি। এখন পাঠকগণের কৃপা আর ভগবানের দয়া, এই দুইয়ের উপরই আমাদের কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণতঃ নির্ভর করিতেছে।

গ্রন্থে অনুবাদকের নাম নাই। আবশ্যকও নাই। তবে এই মাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে, অনুবাদক আপনাদিগের অপরিচিত নহেন। পাঠকের অনুগ্রহ লাভ তাঁহার ভাগ্যে অনেকবার ঘটিয়াছে; তাই সাহস আছে, তিনি এ মহাব্রত উদ্যাপনে সাধারণের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া হতাশ হইবেন না।

কি সৎ কি অসৎ, সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান মাত্রেই বিস্তর বাধাবিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। এ নিয়ম সংসারের চিরন্তন সুতরাং আমরাও যে বাধা পাইব না, এমন আশা করি না। তবে ভরসার মধ্যে ভগবান। যাঁহার প্রতি সংসারের মঙ্গলের ভার, আমাদের তাবত কৃতকার্য্যতার ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছি। যদি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে শত বাধাতেও আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবে না।—ইহা স্থির নিশ্চয়। অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা
শুভ ১লা বৈশাখ। ১৩০০

কৃপাপ্রার্থী
শ্রী—অনুবাদক
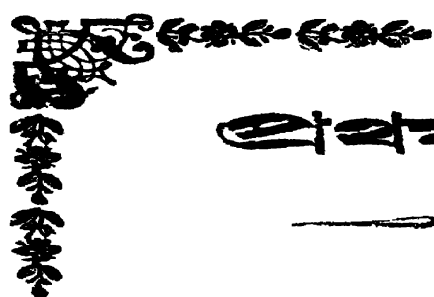
প্রথম পর্ব।

মেরীপ্রাইস্

বিলাতী সমাজচিত্র

প্রথম পর্ব্ব।

প্রথম লহরী।

মাতার গুপ্তকথা।

বাল্যকালে আমি পিতা মাতার স্নেহ আদরেই প্রতিপালিত হয়েছিলেম। পিতা দরিদ্র ছিলেন, সূত্রধরের কাজ কোত্তেন, কিন্তু সম্ভ্রম সম্মানের ত্রুটী ছিল না। বাল্য কালে যতটা জ্ঞান লোকের হয়, আমি তাতেই জান্‌তে পেরেছিলেম, পিতা ধীর, শান্ত এবং পরিশ্রমী ছিলেন। আমার পিতা মাতা, পরস্পরের ভালবাসায় এতদূর মুগ্ধ ছিলেন যে, দরিদ্র হলেও, এমন সুখী পরিবার আমাদের পল্লিতে আর ছিল না। মা যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী ছিলেন। পুত্রকন্যাগণের শিক্ষাবিষয়ে নীতি উপদেশে তাঁর সমধিক দৃষ্টি ছিল। মাতার সদ্‌গুণে বিমোহিত হয়ে পল্লির সকলেই সুদৃষ্টান্ত দিবার সময় "শ্রীমতী প্রাইস্" বা সূত্রধরের গুণবতী স্ত্রীর নাম কত্তে ভুল্‌তেন না।

মা আমাদের শিক্ষা দিতে, আমাদের ভবিষ্য উন্নতির পথ প্রসস্ত কর্ত্তে বিস্তর কষ্ট স্বীকার কোরেছিলেন। আমাদের শিক্ষার জন্য কোন দাতব্য বিদ্যালয়ের আশ্রয় নিতে হয় নাই। তিনি স্বয়ং সে ভার সহস্তে গ্রহণ কোরেছিলেন। বাল্যজীবন আমরা এইরকম সুখে সচ্ছন্দে অতিবাহিত কোরেছিলেম। কর্ম্মের অবকাশ কালে পিতা আমাদের কত নীতি উপদেশ দিতেন, কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা কোত্তেন, সদুত্তর শুনে কোলে তুলে নিতেন। মা যে

এমন সৎশিক্ষায় আমাদের শিক্ষিত কোরেছেন, তাই ভেবে পিতার হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হতো। আমরা সকলেই এত সুখে ছিলেম; কেবল মধ্যে মধ্যে মা যেন ম্লান হ'তেন, কি ভেবে জানি না, তিনি যেন সময়ে সময়ে কাঁদতেন, থেকে থেকে চোখের পাতা দুটি যেন ভিজে ভিজে আস্তো। মাতার এই বিষণ্ণভাব দেখলে পিতার বুকে যেন শেলের আঘাত বাজতো! তিনি বারম্বার তাঁর বিষণ্ণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা কোত্তেন, মা তার উত্তরই দিতেন না। পিতার কণ্ঠবেষ্টন কোরে—বিষাদের হাসি হাস্তে হাস্তে বোল্তেন "প্রিয়তম! এমন গুণবান স্বামী যার, তার আবার দুঃখ কিসের?"

পিতা প্রত্যহ প্রত্যুষেই কাজে বেরুতেন এবং কোন দিন মধ্যাহ্নে আবার কোন দিন বা সন্ধ্যার সময় ফিরে আস্তেন। পিতার মনিব মাননীয় ম্যাথু মধ্যে মধ্যে আমাদের দেখতে আস্তেন, মাতার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য কতই প্রসংশা কোত্তেন। আয় অল্প, কিন্তু মাতার ব্যবস্থা গুণে সে কথা কেহ জন্তেই পারতো না। রবিবারে রবিবারে আমরা উপাসনা মন্দিরে যেতেম, দরিদ্র হলেও আমরা সেখানে সম্মান পেতেম। অনেক ধনবান ব্যক্তিও আমাদের প্রতি স্নেহদয়া কোত্তে ক্রটী কোত্তেন না।

কিন্তু এই রকমেই আমার এবং আমার ভ্রাতাভগ্নীদের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় নাই। আমরা ভ্রাতা ভগ্নীতে পাঁচটি। দুটি ভাই আর তিনটি ভগ্নী। রবার্ট পিতার সর্ব্বপ্রথম সন্তান, তার পর আমি, উইলিয়ম তৃতীয়, সারা চতুর্থ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ জেন। রবার্ট হ'তে জেন পর্য্যন্ত আমরা প্রত্যেকে দুই দুই বৎসরের ছোটবড়। সেই হিসাবে রবার্ট এখন তের বৎসরের এবং জেন পাঁচ বৎসরের।

একদিন ১০টার সময় পিতা কাজে গেছেন, আমরা পাঠ অভ্যাস কোচ্চি, মাতা কাছেই বসে আছেন। আমরা আপনমনে পাঠ অভ্যাস কোচ্চি, এমন সময় একটা শব্দ শুন্তে পেলেম! ভয় পেলেম! ভয়ে ভয়ে মাতার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্লেম! দেখ্লেম, জানালার দিকে তিনি সভয়দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন! আমরা সেই দিকে চাইতেই মা ধমক দিয়ে বোল্লেন "আপন আপন কেতাব দেখ।" আমরা সকলেই মায়ের আদেশ প্রতিপালন কোল্লেম। যেমন আগে পোড়ছিলেম, সেই রকম পোড়তে লাগ্লেম। যখন আমরা জানালার দিকে চেয়ে দেখি, সেই সময় আমি আর রবার্ট জানালার ধারে একটি মানুষের মূর্ত্তি দেখ্তে পেয়েছিলেম। মনে মনে ভাবলেম, একে দেখেই বোধ হয় মা ভীত হয়েছেন। এই সামান্য কারণে ধমক খেয়ে আমার বড় রাগ হলো, দুঃখ হলো, প্রকাশ কোল্লেম না। কিন্তু আমার এ রাগ বা দুঃখ অপ্রকাশ রইলনা। মা আমার মুখ চুম্বন কোরে বোল্লেন, "মেরি! আমি ত তোমাকে ধমক দিই নাই। তোমাদের কাকেও ত কিছু বলি নাই?" এই বোলে মা তাড়াতাড়ি উঠ্লেন এবং আমাদের পাঠ

অভ্যাসের আদেশ দিয়ে—শীঘ্রই আবার ফিরে আস্‌বেন বোলে তখনি সে ঘর হতে প্রস্থান কোল্লেন। কাপড় ছাড়বারও অবসর হলো না।

এই ঘটনায় আমার যেন কেমন একটা ধাঁধা লেগে গেল! এগার বৎসরের তখন আমি, তত ত বুদ্ধি ছিলনা, কিন্তু এটুকু বুঝ্‌তে পাল্লেম যে, এর মধ্যে অবশ্যই কোন রহস্য আছে। রবার্ট বোল্লে "মেরি! দেখেছ কি? মা যখন চোলে গেলেন, তখন তাঁকে কত বিশ্রী দেখিয়েছিল?"

রবার্টের প্রশ্নের উত্তরে আমি বোল্লেম "চুপ কর। এসব কথায় আমাদের কি আবশ্যক? তুমি জান, মা আমাদের উঠতে কি কোথাও যেতে নিষেধ কোরে গেছেন?"

অপ্রস্তুত হয়ে—আপনার আসনে উপবেশন কোত্তে কোত্তে রবার্ট বোল্লে "কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, শীঘ্রই একটা দুর্ঘটনা ঘোট্‌বে। জান্‌লার ভিতর দিয়ে সেই লোকটিকে কি তুমি দেখেছিলে?"

"হাঁ।" রবার্টের কথায় আমি বোল্লেম "হাঁ, দেখেছিলেম। তার সেই ভাব ভঙ্গি দেখেই হয় ত মা ভয় পেয়েছেন!"

"না না।" বিস্ময় বিমিশ্র স্বরে রবার্ট বোল্লে "না না, তুমি জান না। আর এক দিন আমি দেখেছিলেম। এই জানালা দিয়েই আমি দেখেছিলেম। আজ যেমন গেলেন, সে দিনও মা তেমনি গিয়েছিলেন।"

হটাৎ দরজা খোলার শব্দ হলো। রবার্ট তার আসনে ঠিক হয়ে বোস্‌তে না বোস্‌তে মা ঘরের মধ্যে এসে পোড়লেন! মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আমার প্রাণ যেন কেঁপে উঠ্‌লো। চোক দিয়ে যেন আগুণের শিখা বেরুচ্চে, ঘন ঘন নিশ্বাস পোড়ছে, চোক মুখ সব লাল হয়ে উঠেছে, দেখেই ত আমি অবাক!—আর চাইতেও পাল্লেম না। ভয়ে ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেম। কেতাবের দিকে চেয়ে কতই ভাবতে লাগ্‌লেম।

একটু বিশ্রাম কোরে মা আমাদের পড়া নিলেন। পাঠ শেষ হলে উইলিয়ম, সারা ও জেন বাইরে খেলা কোর্ত্তে ছুটী পেলে। থাকলেম কেবল আমি আর রবার্ট। মা আমাদের দুজনকে নিকটে বসিয়ে স্নেহমাখা কথায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমি তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই, সত্য বল।" এই পর্য্যন্ত বোলেই একটু থামলেন, কি ভেবে আবার বোল্লেন "রবার্ট! তুমি কি কোচ্ছিলে? তোমার আপন স্থান ছেড়ে কেন উঠেছিলে? আমি গেলে তুমি মেরীকে কি কি কথা বোল্‌ছিলে? সত্য বল। আমার বিশ্বাস, তুমি আমার সম্মুখে কখনই মিথ্যা বোল্‌বে না।"

রবার্ট অম্লানবদনে উত্তর কোল্লে "কৈ, কিছুই ত আমি জানি না? মেরীকে আমি ত কোন কথাই বলি নাই?" রবার্ট স্পষ্টই মিথ্যা কথা বোল্লে! মা যেন একটু ক্ষুন্ন

হ'লেন, তিনি বোল্লেন "রবার্ট, এ তোমার মিথ্যা কথা। তুমি এমন মিথ্যাবাদী হয়েছ ?" এই পর্য্যন্ত বোলে আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মেরি! তুমি কখন মিথ্যা বোলবে না। বল ত মা, রবার্ট তোমাকে কি বোলেছে ?"

আমি মিথ্যা বোল্লেম না। মিথ্যা বলায় দরকার কি আমার ? সমস্তই অকপটে প্রকাশ কোল্লেম। রবার্ট আরও যে দুই একবার জানালার পাশে ঐ লোকটিকে দেখেছিল, লোকটিকে দেখে মায়ের যে ভাবান্তর হয়েছিল, সমস্তই বোল্লেম। রবার্টের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কোল্লেম। বিষাদিনী জননী আমার বিষণ্ণ ভাবেই বোল্লেন "না মা, রবার্টকে আমি কিছু বোলছি না। সে ক্ষমতাও আমার নাই। শোন। সেই ভদ্রলোকটি—" মা যেন ক্রমেই বেশী বেশী কাতর হ'চ্ছেন, কথা সোরছে না ; অতি কাতরে বোল্লেন "সেই ভদ্রলোকটি একটা সংবাদ দিতে এসেছিল। সামান্য সংবাদ, গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু এ কথা তোমরা যেন তোমাদের পিতার কাছে প্রকাশ কোরো না। প্রতিজ্ঞা কর, একথা কারও কাছে তোমরা প্রকাশ কোরবে না, কোন কালে কখনো এ কথার ঘুণাক্ষরও কেহ জান্তে পাবে না ? আমি তোমাদের মা, মায়ের কথা রাখ্তে হয় ; বল, একথা গোপনে রাখবে ?"

আমি সানন্দে তখনি উত্তর কোল্লেম "আমি একথা এখনি ভুলে যাব। এসব কথা আমি মনেই রাখবো না।" রবার্টও প্রতিজ্ঞা কোল্লে। মিথ্যা কথার জন্য রবার্ট কতই অনুতাপ কোল্লে। মা আমাদের দুজনকে কোলে তুলে নিলেন।—স্নেহভরে বারম্বার মুখচুম্বন কোল্লেন।—শান্তি পেলেন।

প্রতিজ্ঞা কোল্লেম ভুলে যাব, কিন্তু কেন জানিনা, এঘটনা আমার হৃদয়ে যেন চিরদিনের মত অঙ্কিত হয়ে রইল। রবার্টের দৃষ্টি মন্দের দিকেই কিছু বেশী বেশী পড়ে। তার চরিত্র এখন হ'তেই যেন কেমনতর বোধ হয়। আমি একদিন জিজ্ঞাসা কোরে জেনেছি, সে মাতার অনুরোধ রাখবে না। রবার্টের হৃদয়হীনতার পরিচয় অসচ্চরিত্রতার নিদর্শন আমি অনেক পেয়েছি। ভয়ও হয়েছে,—দুঃখও হয়েছে। রবার্ট বলে, 'হাঁ, মা যে সব কথা বোলতে নিষেধ কোরেছেন, সে সব মিথ্যা কথা। আমি যা ভাল বুঝি, তাই কোর্ব্বো।' এ উত্তরে আমার ভাবনা চিন্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতার ভাবনা আমি কতই যে ভেবেছি,—কতই সে ভাবছি, তা আমি মুখে প্রকাশ কোত্তে পারি না। মনে মনে ভাবি, 'মা কি এমন কোন মন্দকাজ কোর্ব্বেন, যা পিতা শুন্লে তাঁর কোন অনিষ্ট হবে ? মা কখনই ত সে চরিত্রের নন। পাড়ার সকলেই যে তাঁর প্রশংসা করে। এসব কথা মনেও স্থান দিতে নাই।' স্থান দিতে নাই সত্য, কিন্তু কিছুতেই এঘটনা ভুল্তে পারি না। চেষ্টা কোরেছি,—পারি নাই। যখন যখন আমি

মাতার সেই পবিত্র মুখের দিকে চাই, তখনি আমার মনে হয়, মা কখনই গর্হিত কাজ কৌর্ব্বেন না। এত লোকে শতমুখে যাঁর প্রসংশা করে, তিনি কখনই মন্দ কাজ কোত্তে পারেন না। বেশ জানি, আমার মাতার চরিত্র আজও নিষ্কলঙ্ক—আজও পবিত্র ; এখনো তিনি দয়াময়ী ! হয় ত এ সবই মিথ্যা কল্পনা।

দ্বিতীয় লহরী

শীলকরা চিঠি !

আমি এখন পনের বৎসরের। রবার্টের বয়স সুতরাং সতের। এত অল্পবয়সে রবার্ট আপনার চেহারাটি নষ্ট কোরে ফেলেছে। চোকের তেমন তেজ নাই, চেহারার লালিত্য নাই, মুখে আনন্দের হাসি নাই, সর্ব্বদাই কেমন খিট্‌খিটে ! চেহারাই যে কেবল নষ্ট হয়েছে তা নয়, বাল্যকালের দুশ্চরিত্রতা এখন আরও ভয়ানক বৃদ্ধি পেয়েছে। বদমায়েসীর তরজমা ভিন্ন আর বড়একটা কিছু তার মাথায় স্থান পায় না। তার প্রত্যেক কার্য্যে কেবল ফেরেবী আর মিথ্যার অভিনয়। ভুলেও রবার্ট সত্যকথা জানে না। পিতা তাঁর মনিব ম্যাথুর কারখানায় শিক্ষানবিশীকার্য্যে ভর্ত্তি কোরে দিয়েছিলেন, তাতে রবার্টের মন উঠ্‌লো না। কতকগুলো বদমায়েসের দলে মিশে রবার্ট একবারে অধঃপাতে যেতে বোসেছে।

উইলিয়মের বয়স ১৩ বৎসর। সে ধীর, শান্ত, নম্র এবং সত্যবাদী। তার সরলতা মাখা চোক দুটি দেখ্‌লেই স্বভাবটি পর্য্যন্ত বুঝতে পারা যায়। দেখতে যেমন, স্বভাবও ঠিক তার উপযুক্ত। অনেকেই উইলিয়মের প্রসংশা করে।

সারা এখন ১১ বৎসরের। সারা কি স্বভাবে কি সৌন্দর্য্যে, সকল বিষয়েই আমাদের মাতার অনুরূপ। সারার কাল কাল চুলগুলিতে যে কত শোভা, তা বলা যায় না। কৃষ্ণবর্ণ চোকদুটি যেন ঢল ঢল কোচ্চে, মুখে সর্ব্বদাই যেন হাসি লেগে আছে।

জেন আমাদের সকলের ছোট। তার উপর আমাদের সকলেরই—সমস্ত পরিবারেরই যত্ন আদর অধিক। বয়সের হিসাবে জেন ৯ বৎসরের, কিন্তু সে এত মোটা হয়ে গেছে, যে তার বয়স জানা না থাক্‌লে অনুমানে আন্‌তে কষ্ট হয়। নিজের দিকে এই অল্প বয়সেই জেনের বেশী বেশী টান।

সকলের পরিচয়ের পর এখন আমার আত্ম পরিচয় চাই। তা না হলে আমার এ আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকে ; কিন্তু নিজে কি কখনও নিজের রূপ বর্ণনা করা যায় ? তবে লোকে

বলে 'মেরী সৌন্দর্য্যে ও স্বভাবে তার মাতার অনুরূপ। এমন সুন্দরী প্রায় দেখা যায় না।' একথা কতদূর সত্য মিথ্যা তা ঈশ্বর জানেন, তবে লোকে যা বলে, তাই বোল্লেম।

একদিন ১১টার সময় বারান্দায় বোসে আছি, সারা আর আমি দুজনে সূচের কাজ কোচ্চি, উইলিয়ম পোড়ছে, মা আমাদের সকলকেই যা না পারি, না জানি, তাই বোলে বোলে দিচ্চেন। এমন সময় বাড়ীর বাইরে রবার্টের আওয়াজ শুনতে পেলেম। রবার্ট যেন বোল্‌ছে 'দেবে না? চিঠি আমার হাতে তুমি দেবে না?' এই কথা শুনেই মা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে গেলেন। ৮' গ্রীষ্মকাল, দরজা খোলা ছিল, মা দরজার কাছে যেতে না যেতে রবার্ট আর একটি লোককে সম্মুখে দেখতে পেলেন। রবার্ট তখনো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোলছে 'দেবে না? এখনো বোলছি, শোন্‌, দেবে না?'

মা বিরক্ত হয়ে বোল্লেন "একি রবার্ট, হাত ছেড়ে দাও। কি?—হয়েছে কি?"

রবার্ট বোল্লে "পথে এর সঙ্গে আমার দেখা। চিঠিখানি আমি নিতে চাইলেম, আমি নিজে তোমার হাতে দিব বোল্লেম, লোকটা কিছুতেই শুন্‌লে না। আমাকে অবিশ্বাস?" কারখানার পোষাকে রবার্ট যেন প্রকৃতই একটা গুণ্ডা ষণ্ডা।

রবার্টের কথায় পত্রবাহক বোল্লে "দিবই না। আর কি কোর্ব্বে? তা নয়—তা নয়।" লোকটি হাবা। কি বলে, সকল কথার অর্থ হয় না। অতি অপরিষ্কার পরিচ্ছদ পরা, নাম তামস, বয়স একুশ বাইস। লোকে আদর কোরে একটু বায়ুর ছিট দেখে স্বার্থক নাম রেখেছে, পাগ্‌লা টমী। টমীর তাতেই অপার আনন্দ।

মা সহাস্যবদনে বোল্লেন "তামস্‌! কি এনেছ তুমি, দাও।" মা পুরস্কার স্বরূপ কয়েকটি টাকা তামসের হাতে দিতে গেলেন, তামস ঘাড় নেড়ে—হেসে হেসে বেইক্তার হয়ে বোল্লে "না না, তা নয়। ভদ্রলোকে তা ত কৈ বলেন না? কেবল দিতে হবে, দিতে এসেছি, এ সকল পত্র, আর ত কিছু নয়!—কেবল দিয়ে যাওয়া, এই ত?—ভুলে যাব কেন?" হাবা লোকটি অনেক কথাই এক টানে বোল্লে। মা বোল্লেন "তবে সে চিঠিখানি আমাকে দাও?" তামস কাল শীল করা একখানি পত্র মাতার হাতে দিয়ে বোল্লে "তানয় তানয়, আমি তবে আসি। একটি পয়সাও আমি চাই না। আসি তবে—।"

তামস্‌ চোলে গেল। চিঠিখানি বামহাতে রেখে মা রবার্টকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "রবার্ট! এমন অসময়ে তুমি এলে যে?"

"অস্ত্র নিতে এসেছি। এ কার চিঠি মা?"

ভীত হয়ে মা বোল্লেন "সে কথায় তোমার আবশ্যক?"

"আবশ্যক আছে।" রবার্ট অবজ্ঞার স্বরে উত্তর কোল্লে "আবশ্যক আমার আছে। আমি জান্‌তে চাই, এ পত্র কে লিখলে।"

মা যেন আরও ভীত হ'লেন। ভয়ে ভয়ে বোল্লেন "এক জন বন্ধু এই পত্র লিখেছেন। তোমার পিতা তাতে বিরক্ত হন, এই জন্যই এ পত্রের কথা তাঁর কাছে গোপন রেখেছি। রবার্ট! তুমি কি আমার কথা শুনবে না?" মা আরও কাতর হয়ে বোল্লেন "উপযুক্ত পুত্র তুমি, তুমি আমার কথা শুনবে না? কথা রাখবে না? তুমি আমার প্রাণে কষ্ট দিবে রবার্ট?"

"কষ্ট দিতে চাই না, কিন্তু আমারও একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। আমি যখন ইচ্ছা তখনি কাজে যাব, যখন ইচ্ছা তখনি ফিরে আসবো, তুমি এ কথা বাবার কাছে বোলতে পাবে না। তিনটের সময় গেলেও—না। আমি এখন আর ছেলে মানুষ নই, এখন আমি একজন যুবা পুরুষ। সরাইখানায় যাব, তামাসা দেখতে যাব, তাতে বাধা দিলে আমি তোমার সব গুপ্তকথা প্রকাশ কোরে দিব।"

আমার আর সহ্য হলো না। চীৎকার কোরে রাগে রাগেই বোল্লেম "রবার্ট! তুমি এ কি কোচ্চ? মাঁকে কষ্ট দিতে তোমার এত আনন্দ কেন?"

মা যেন কেমন হয়ে গেলেন। উন্মত্তের মত ছুটে চোল্লেন। আমিও তাঁর পাছু পাছু ছুটে চোল্লেম। দরজা পেরিয়ে মা বাগানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। কোথায় যাবেন, তা যেন তার জ্ঞানই নাই! অজ্ঞানে অজ্ঞানেই চোলেছেন! ছুটে যেতে একখানা ইটে বেধে পোড়ে গেলেন,—অচৈতন্য হ'লেন! একেবারেই অজ্ঞান! চোক কপালে উঠে গেল, মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠতে লাগ্‌ল, দেখতে দেখতে কি একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘোটে গেল! দুঃখে অভিমানে অধীর হয়ে চীৎকার কোরে বোল্লেম "রবার্ট! তোমার এই কাজ? তুমি আজ মাতৃহত্যা কোল্লে?"

মা এখনো অচৈতন্য! ইটে মাথা কেটে গেছে, কিন্তু রক্ত পড়ে নাই। তাড়াতাড়ি মাথায় জল দিলেম, চোকে মুখে জল দিলেম, তথাপি সংজ্ঞা নাই। সারা আর জেন মায়ের এই অবস্থা দেখে কেঁদে আকুল হয়ে পোড়েছে, উইলিয়ম কি কোল্লে কিসে মা সংজ্ঞা লাভ কোর্বেন এই চেষ্টায় যখন যা দরকার, তাই এনে জুগিয়ে দিচ্চে, রবার্ট তখনো কাটের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে! অনেক চেষ্টা কোল্লেম, সংজ্ঞা হলো না। গায়ের কাপড় সব খুলে দিলেম, পকেটে পত্র খানি ছিল, কাপড় খুলতে আমার পায়ের কাছে পোড়ে গেল, ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না। মায়ের চৈতন্য হলেই তখন বাঁচি। কত চেষ্টা কোল্লেম, বুদ্ধিতে যা যোগাল তাই কোল্লেম, ফল হলো না। তখনি উইলিয়মকে ডাক্তার কলিন্সের বাড়ী পাঠালেম। রবার্টও তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

মাতার এই অবস্থা দেখে আমার যে কি কষ্ট হ'চ্চে, তা প্রকাশ কোত্তে পারি না। সম্মুখে মায়ের এমন অবস্থা দেখে কে স্থির থাকতে পারে? প্রাণপণে কত চেষ্টা কোচ্চি,

কিছুই ফল হ'চ্চে না। ক্রমেই ভয় বাড়ছে। ক্রমেই যেন অবসন্ন হয়ে পোড়ছি, নিরাশ প্রাণের আশা দীপটি নিবনিব হয়ে এসেছে।

পিতাকে সঙ্গে কোরে রবার্ট এসে উপস্থিত। পিতার বিষণ্ণবদন দেখে আমার শোকের সাগর যেন উৎলে উঠলো। কেঁদে—প্রাণের ব্যগ্রতায় আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "উইলিয়ম কৈ ? ডাক্তার কি আসচেন ?"

রবার্ট ম্লানমুখে উত্তর কোল্লে "উইলিয়ম তাঁকে ডাক্‌তে গেছে। আমি এদিকে বাবাকে ডাক্‌তে গিয়েছিলেম।"

পিতা অধৈর্য্য হোয়ে মাতার পার্শ্বে বোসে বোল্লেন "ঈশ্বর! দয়াময়! রক্ষা কর!" মাতার বুকের উপর মাথা রেখে কখনও তার মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেন "প্রিয়তমে! একবার কথা কও, একবার চেয়ে দেখ—একবার কথা কও। চেয়ে দেখ, আমি তোমার জন্য কত যন্ত্রণা পাচ্চি! একটিবার চাও, আর যাতনা দিওনা, আর কাঁদিও না। এমন কোরে ফেলে রেখে তুমি কোথায় যাও প্রিয়তমে ?" পিতা যেন ক্রমেই উন্মাদ হয়ে পোড়লেন।

আমিই কি স্থির আছি। আমারই কি জ্ঞান আছে। তবুও অতি কষ্টে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে দমন কোরে বোল্লেম "পিতা! এই রকম হলে কি জীবন পাবার আশা থাক্‌বে? যতক্ষণ ডাক্তার না আসেন, ততক্ষণ আমি মাথায় জল দি। তুমি——এই যে, তিনিও এসেছেন।"

ডাক্তার এলেন। উইলিয়মের সঙ্গে সদয়হৃদয় ডাক্তার কলিন্স এলেন। তখনি তখনি রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা কোল্লেন,—পরীক্ষা কোল্লেন, ধীরভাবে উচ্চারণ কোল্লেন, "আশা আছে।" আমরা চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালেম। সকলেই নীরবে প্রতিমুহূর্ত্তে সংজ্ঞালাভের আশা কোত্তে লাগ্‌লেম। ডাক্তার অস্ত্র চিকিৎসায় মায়ের হাত হতে রক্ত বার কোল্লেন। ধীরে ধীরে বোল্লেন "জীবনের আশা আছে। এখনি চৈতন্য হবে।"

কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে পিতা জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মেরি! বল সব। রবার্ট আমাকে যে সংবাদ দিয়েছে, তাতেই আমি অজ্ঞান হ'য়ে ছিলেম, আর কোন কথা শুনতে পারি নাই। বল তুমি।" এই মাত্র বোলতেই পিতার দৃষ্টি সেই পত্রের প্রতি পতিত হলো। পত্রখানি কুড়িয়ে নিয়ে বোল্লেন "এখানি কি?" ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাধা দিবার জন্য বোল্লেম 'পিতা, দেখবেন না, পোড়বেন না।' এই কথা উচ্চারণ কোত্তে আমার ভয় যেন আরও বৃদ্ধি হলো! পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত যেন একটা তাড়িত প্রবাহ ছুটে গেল।

"কেন দেখবো না মেরী? তুমি জান, আমরা পরস্পর পরস্পরকে কত ভালবাসি?

আমাদের মধ্যে কোন বিষয়ই ত গোপন নাই? আমি বাড়ী আসতে না আসতে এচিঠি আমাকে দেখাতেন।" এই কথা বোলতে বোলতে পিতা পত্রখানি পোড়তে লাগলেন। মা এ চিঠিখানি পিতাকে দেখাতেন কি না, তা আমি জানি, কিন্তু সে কথা আর প্রকাশ কোল্লেম না।

পিতা পত্রখানি পোড়লেন। পত্র পাঠ শেষ হলে যে ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হ'লো, তা কেমন কোরে আমি কথায় প্রকাশ কোর্ব্বো? পিতার তখনকার সেই অবস্থা আমি কেমন কোরে বর্ণনা কোর্ব্বো? পত্রখানিতে যে কি লেখা ছিল, তা আমি দেখি নাই, কিন্তু পিতার ভাব দেখে আমার প্রাণ কেঁপে উঠলো! বিপদের উপর বিপদ! করি কি? পত্রে না জানি কি রকম কথাই লেখা ছিল! পত্রখানি পাঠ কোরে পিতা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন! রক্তবর্ণ চক্ষে উদাস দৃষ্টিতে একবার আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত উচ্চারিত হলো, "হা ঈশ্বর! এসব কি?"

এই অভাবনীয় ঘটনায় এক দণ্ড অতিবাহিত হলো। পিতাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোত্তে ইচ্ছা হলো,—অগ্রসর হ'লেম, কিন্তু অবসর পেলেম না। পিতা দ্রুতপদে মাতার নিকটে এসে দাঁড়ালেন। উন্মাদের চাউনিতে মাতার মুখের দিকে চেয়ে—অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে—শেষে আত্মগ্লানীতে যেন অধীর হয়েই বোল্লেন "এও কি সম্ভব? তাও কি কখন হয়? ঈশ্বর! এও কি সম্ভব?"

উদাসভাবে উন্মাদের ন্যায় পিতা পদচারণ কত্তে লাগলেন। তাঁর প্রতিপদবিক্ষেপে আমার হৃদয় যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠলেম! সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগলো! এক দৃষ্টে কলের পুতুলের মত. পিতার সেই ভীষণ সংজ্ঞাহীন পাদ-চারণা লক্ষ্য কোরে দাঁড়িয়ে রইলেম। পিতা আবার নির্নিমেষে মাতার দিকে চাইলেন! সে দৃষ্টিতে মাতার শরীর যেন দগ্ধ হয়ে গেল! পিতার তেমন দৃষ্টি আমি আর কখনো দেখি নাই! পিতা একবার নয়ন তুলে আমাদের দিকে চাইলেন; সে দৃষ্টি যেন স্নেহ-মাখা। স্নেহের সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্রোধ! আমাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কোরে পিতা দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন। দৌড়ে পিতার সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌লেম, পিতার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে ছুটে চোল্‌লেম, ফিরাতে পাল্লেম না। দেখতে দেখতে দৃষ্টির বাইরে চোলে গেলেন; হতাশ হয়ে ফিরে এলেম। ফিরে এসে দেখলেম, মা সংজ্ঞা লাভ কোরেছেন। এসে দেখলেম, মা নয়ন উন্মিলন কোল্লেন। তাঁকে তাঁর আপন ঘরে আনা হয়েছে। শয্যায় শয়ন করান হয়েছে। শয্যায় শুয়ে শুয়ে—ধীরে ধীরে মা আমার নয়ন উন্মিলন কোল্লেন। প্রথমেই সেই দুর্ঘটনার মূল চিঠিখানির দিকে তাঁর দৃষ্টি পোড়লো। চিঠি খানি খোলা! ভাবে বোধ হলো, মা যেন বেশ বুঝতে পাল্লেন, পিতা এ চিঠি দেখেছেন।

এই ভেবেই মাতা উপাধানে মুখ লুকালেন। দেখতে দেখতে আবার সংজ্ঞাশূন্য! একবার চেয়েই আবার অজ্ঞান! ডাক্তার দেখলেন, পরীক্ষা কোরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন; "জীবনের আর কোন লক্ষণই নাই! সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত শীতল!" মা কি তবে নাই? ভয়ে শরীর কাঁপচে, তখনো চেয়ে দেখছি, অভাগিনী জননীর মৃত্যুর কারণ, অভাগা পিতার বৈরাগ্যের কারণ,—বোল্‌তে বুক ফেটে যায়, পিতামাতা হারা আমরা, আমাদের দুর্ভাগ্যজীবনের মূল কারণ,—সেই শীলকরা চিঠি!

তৃতীয় লহরী।

দুর্ভাগ্য চক্র!

তাও কি কখন হয়? এওকি কখন বিশ্বাস হয়? যিনি কেবলমাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ কোরেছেন, যিনি আধ ঘণ্টা কাল পূর্ব্বে সুস্থ ছিলেন—আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, পীড়া ছিল না, অবসন্নতা ছিল না, নীরোগ শরীরে সচ্ছন্দে সুখে ছিলেন, তিনি আর নাই! আধ ঘণ্টার মধ্যে এ ঘটনা কি কখন সংঘটিত হতে পারে? অসম্ভব! প্রকৃত যা হয়েছে তা ত হয়েই সেরেছে, কিন্তু আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না! পনের বৎসরের জ্ঞান তখন আমায় যে উপদেশ দিয়েছিল, তাতেও আমি স্থির কোল্লেম, মাতার মৃত্যু অসম্ভব! চোকের সাম্‌নে স্পষ্ট—অতি সুস্পষ্ট দেখছি মাতা নাই, ডাক্তার স্পষ্টই পরীক্ষা কোরে বোলেছেন, মাতার শরীরে জীবন্তের একটি লক্ষণও নাই, তবুও কিন্তু আমার বিশ্বাস হোচ্চে না। সত্যই মা নাই! ভাবতেও প্রাণান্তক যাতনা! কেঁদেই আকুল হয়ে গেলেম। উইলিয়মও কেঁদে কেঁদে অবসন্ন হয়ে উঠলো। রবার্টের এখন মনস্তাপের সীমা নাই। তার জন্যই এই বিপদ। রবার্টও একথা বুঝতে পেরেছে, তাই তার এত মনস্তাপ! রবার্ট কাঠের পুতুলের মত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি চক্ষের জলধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হোচ্ছে। সারা আমাদের রোদনের—আমাদের প্রাণের ব্যথার অংশ গ্রহণ কোরেছে। বালিকা জেন, আমাদের কাঁদতে দেখে সেও কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছে। বারম্বার আমাদের মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কেঁদে উঠছে। আমার কাছে এসে কাঁদ কাঁদ মুখে জেন জিজ্ঞাসা কোল্লে "এই দুষ্ট কেন মায়ের গা দিয়ে রক্ত বার কোরে দিলে?" আমি জেনকে কোলে তুলে নিলেম। স্নেহভরে বুকে চেপে বোল্লেম "জেন! আমাদের ভাগ্যে যে বিপদ ঘোটেছে, বালিকা তুমি, তার কি বুঝবে?"

পত্রখানি এখনো বিছানার উপর পড়ে আছে। রবার্ট সেই পত্রখানি নিতে গেল;

আমি সচীৎকারে বোল্লেম "রবার্ট! ও পত্রে তুমি হাত দিও না। শোন, আমার কথা শোন, নিষেধ কোচ্ছি, নিও না।" রবার্ট যেন অপ্রস্তুত হলো। আমি ডাক্তারকে বোল্লেম, 'এই পত্রে আমাদের মাতার গুপ্ত কথা লেখা আছে। সে সব কথা কি, তা তাঁর সন্তানের দেখবার নয়।—উচিতও নয়।' ডাক্তার স্বয়ং পত্রখানি কুড়িয়ে নিলেন। আপনার পকেটে রেখে বোল্লেন "মেরি! ঠিক বোলেছ তুমি। পত্রখানি আমার কাছেই তবে থাক। তোমরা অপেক্ষা কর।—কাতর হ'য়ো না! যা হবার—যা ঘটবার, তা ত ঘটে গেছে, তবে আর কেন কাতর হও? বুদ্ধিমতী তুমি। তুমি একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সকলকে প্রবোধ দাও। আমি তোমার পিতার অনুসন্ধানে চোল্লেম। সন্ধ্যার সময়ই আমি আবার ফিরে আস্‌বো।" দয়ালু ডাক্তারের কথায়, মুখে কোন উত্তর দিতে পাল্লেম না। কথা কইতেই পাল্লেম না। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে হৃদয় এতদূর আকুলিত হলো, যে কথায় তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানাতেও পাল্লেম না। কিন্তু তিনি আমার মনের ভাব বুঝলেন, সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান কোল্লেন।

এক ঘণ্টা অতীত, পিতার দেখা নাই! তাঁর কি হলো, তাও কিছু বুঝতে পাল্লেম না! তিনি কি চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন? আর কি তিনি ফিরে আস্‌বেন না? তাঁর পথের ভিকারী হতভাগ্য সন্তানগণকে আর কি তিনি সান্ত্বনা কোর্ব্বেন না? কিছুই ভেবে পেলেম না। এখন করি কি?

গ্রীষ্মকাল।—সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলে পোড়লেন। সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পোড়লো। তখনও আমরা সকলে এক স্থানে উপবেশন কোরে আপনাদের এই দুঃখের বিষয় চিন্তা কোচ্চি। ধীরে ধীরে পাগ্‌লা টমী এসে উপস্থিত। লোকটা উন্মাদ; হীতাহীত জ্ঞান নাই, মনের ঠিক নাই,—চিন্তার গভীরতা নাই! টমী অকস্মাৎ আমাদের মাথায় বজ্রের আঘাত কোল্লে! টমী অম্লানবদনে বোল্লে, "গেছে, গেছে, দুইজনেই গেছে! দু জনেই গেছে! তারা বোলেছে মা নাই, আমি দেখেছি বাবা—"

এই মাত্র শুনেই আমরা যেন যন্ত্র পরিচালিতের ন্যায় দ্রুতপদে টমীকে বেষ্টন কোরে দাঁড়ালেম। বিস্ময়বিশুষ্ক মুখে টমীকে জিজ্ঞাসা কোত্তে যাব, টমী আপনা হতেই বোল্লে "আমি গোপন কচ্ছি না। না না, এসময় তা নয়—তা নয়। আমি আপনার চোকে দেখেছি। এখনি নদীর নীচে গলা কাটা—জলে ঝাঁপ দেওয়া, ভয়ানক! ভয়ানক!" রবার্ট আর উইলিয়ম তখনি টমীর সঙ্গে ঘটনাক্ষেত্রে যেতে প্রস্তুত হলো। আলো নিয়ে, সঙ্গে যাবার জন্য একজন প্রতিবেসীকে সঙ্গে নিয়ে, তখনি প্রস্থান। আমি সারা ও জেনকে নিয়ে বাড়ী থাক্‌লেম। এই নদী আসফোর্ডের আধ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত। যেমন শোত, তেমনি গভীর। এই নদী রামজেগেটের নিকটে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে।

প্রায় দু ঘণ্টা আমি একা বোসে আছি। সারা ও জেন কেঁদে কেঁদে অনাহারেই ঘুমিয়ে পোড়েছে। বাইরের দরজা বন্ধ কোরে দেওয়া হয়েছে। রজনী ক্রমেই গভীর হয়ে আসছে। অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ কোচ্চে। এক ঘরে জীবন্ত আমি মরার মত হয়ে নীরবে বোসে কত কি ভাবছি, অন্য ঘরে প্রকৃতই শব শবের মত পড়ে আছে! কত ভাবনাই যে ভাবছি, কত চিন্তাই যে আস্‌ছে যাচ্চে, তার আর সংখ্যা নাই। অসম্ভব ভাবনাও কত ভাবছি। মনে ভাবছি, যদি মা উঠে আসেন, যদি মা আবার জীবন পান, যদি আবার তেমনি কোরে আদরে সোহাগে আমাদের মুখচুম্বন করেন, তা হলে যে কি হয়, তাই আবার ভেবে স্থির কচ্চি। এখন যেমন আমরা বিপদ সাগরে ডুবু ডুবু হয়েছি, তখন আবার, এর শতগুণ আনন্দে ভেসে যেতে পারি, কিন্তু তাও কি কখনো হয়?

দীর্ঘ দীর্ঘ দুটি ঘণ্টার পর রবার্ট ও উইলিয়ম ফিরে এলো। সব কথা শুন্‌লেম। টমী সমস্ত চিহ্নই দেখিয়েছে। রক্তের দাগ, পদচিহ্ন, সমস্ত লক্ষণই সে স্পষ্ট স্পষ্ট দেখিয়েছে। রক্ত মাখা ছুরি খানি পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে! সেই ছুরিখানি যে পিতার, তাও চিন্‌তে পারা গেছে। তবে ত পিতা নাই! নদীর শ্রোতে পিতা চিরদিনের মত ভেসে গেছেন! ভেবেচিন্তে বেশ বুঝতে পাল্লেম, পিতা জন্মের মত আমাদের পথের ভিখারী কোরে রেখে গেলেন! হায়! এমন দুর্ভাগ্য নিয়ে এ সংসারে কে জন্মগ্রহণ করে? দুর্ভাগ্য চক্রে এমন ভাবে কে নিস্পিষ্ট হয়? যাতনা শোকের এমন আগুণে কে দগ্ধ হয়? একদিনে হতভাগ্য আমরা পিতা মাতা হারালেম! কেহ দেখবার নাই, সান্ত্বনা কর্ব্বার নাই, আমাদের দুঃখে কেহ আহা বল্‌বার নাই! আশ্রয় নাই, ধন নাই, আত্মিয় নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, এখন আমরা দাঁড়াই কোথায়? ভেবে চিন্তে অধীর হলেম! কোন উপায়ই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

টমী প্রস্থান কোল্লে, আমরা তিন জনে সমস্ত রাত জেগেই কাটালেম। মাথার উপর যাদের বিপদের বোঝা চেপে পড়েছে, প্রাণের মধ্যে যাদের বিপদের ঝড় প্রবাহিত হ'চ্চে, শোকে দুঃখে যাদের মর্ম্মস্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, তাদের চক্ষে কি নিদ্রা আসে? রজনী প্রভাত হলেই যাদের দাঁড়াবার স্থান থাকবে না, ক্ষুধায় একখানি শুষ্ক রুটীও মিলবে না, তাদের চক্ষে কি নিদ্রা আসে? সমস্ত রাত তিনটিতে জেগেই কাটালেম! সকালে উঠেই মায়ের ঘরে গেলেম। তখনো মনে হতে লাগলো, মা হয় ত এতক্ষণ উঠে বোসেছেন; আমি যেতেই হয় ত তাঁকে জীবন্ত দেখতে পাব! আশায় আশায় ঘরে গেলেম। যা দেখলেম, তাতে আবার শোকের সাগর যেন উৎলে উঠলো! হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে—প্রাণের আবেগে চীৎকার কোরে কেঁদে উঠলেম। সকলেই সেই ঘরে একত্র হলেম। সকলেই কাঁদতে লাগলেম, চক্ষের সম্মুখে স্নেহময়ী জননীর শব দেখে কার চোখে না জল আসে? কে না কেঁদে থাকতে পারে?

একটি ছুটি কোরে অনেকগুলি প্রতিবেসী এলেন। ডাক্তার কলিন্‌স এলেন, মাতার সমাধীর আয়োজন হলো। যথাসময়ে আমাদের হৃদয় শোকসাগরে ভাসিয়ে মাতা সমাধী লাভ কোল্লেন। চক্ষের জল—দীর্ঘ নিশ্বাস মাতার উদ্দেশে শেষ উপহার দিয়ে আমরা ফিরে এলেম। নেত্রজলে ভেসে ভেসে আমরা ঘরে এলেম। যা কিছু ছিল, তাই বেচে কিনে দিন কাটাতে লাগলেম।

দিন আর চলে না। যা কিছু তৈজস্ পত্র ছিল সব বিক্রয় হয়ে গেছে, আর কিছুই নাই। দরিদ্র পিতামাতার সম্পত্তি বিক্রয় কোরে আর কতদিন পাঁচটি লোকের আহার চলে? পরম দয়ালু কলিন্স আমাদের ভুলে থাক্‌লেন না। তিনি আমাদের উপায়ের পথ কোত্তে—যাতে আমরা না খেতে পেয়ে মারা না যাই, সেই উপায় স্থির কোত্তে প্রাণপণে গোপনে চেষ্টা কোল্লেন।—ফলও হলো। পরদুঃখকাতর ডাক্তার কলিন্স সমস্ত বন্দোবস্তই কোরেছেন। রবার্টকে পিতার পুরাতন প্রভু ম্যাথু তাঁর কারখানায় ভর্ত্তি করে নিতে স্বীকার হ'লেন। উইলিয়ম আপাততঃ ডাক্তার কলিন্সের বাড়ী সংবাদ-বাহকের কাজ কোর্ব্বে, তারপর শিক্ষা পেলে কোন চিকিৎসালয়ের কমপাউণ্ডার হবে। হোয়াইট ফিল্ড নামে একজন বৃদ্ধা সারা ও জেনকে আশ্রয় দিতে স্বীকার পেয়েছেন, আর আমাকে একটু দূরে কোন ভদ্রপরিবারে ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত কোরে দিবার বন্দোবস্ত হয়েছে। এই সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির ক'রে ডাক্তার কলিন্স বোল্লেন "কেমন মেরি! এ প্রস্তাবে তোমাদের মত আছে ত?"

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লেম "একথা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা কি? আপনি যে আজ্ঞা কোর্ব্বেন, তাতেই আমাদের সম্মতি আছে।" ডাক্তার কলিন্স সন্তুষ্ট হ'লেন। পর দিনই আমরা পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ কোরে যাব, স্থির রইল।

সমস্ত রাত্রি তিন জনে কত কথাই হলো। এতদিনের পর আমরা পৃথক হতে চল্লেম। আর হয় ত দেখা হবে না, হয় ত জীবনে আর কখনও—কোন কালেই ভ্রাতাভগ্নীর সাক্ষাৎ সম্ভাষণ ঘোট্‌বে না, এই সব কত রকমের ভাবনা চিন্তা হৃদয়ে উঠ্‌লো। কত কথা মনে হলো। সে রাত্রিও জেগে কাটালেম।

প্রভাতেই ডাক্তার এলেন। সারা ও জেনকে তিনি স্বয়ং হোয়াইট ফিল্ডের বাড়ী নিয়ে গেলেন। ভগ্নীদুটির মুখচুম্বন কোরে—চক্ষের জলে তাদের অভিনন্দন কোরে বিদায় দিলেম। উইলিয়মকে বাড়ীতে যেতে বোলে দিয়ে ডাক্তার কলিন্স প্রস্থান কোল্লেন। আমিও রওনা হলেম। সমস্ত ঠিকানা ডাক্তার বোলে দিয়েছেন, পথ চিন্‌তে কোন কষ্ট হবে না। রবার্ট ও উইলিয়ম আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর এলো। অনেক কথার পর ইউ নগরের গাড়ীর কাছে পরস্পর বিদায় নিলেম। তিনজনেই চক্ষের জলে ভাস্‌-

লেম! জলপূর্ণ চক্ষুর যতদূর দৃষ্টি, ততদূরই চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। গাড়ী দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। অসময়ে বিধাতার নির্ব্বন্ধে এই ভ্রাতাভগ্নীর বিচ্ছেদ।

চতুর্থ লহরী।

আমার প্রথম আশ্রয়।

মাননীয় তুইসদনের প্রাসাদ ইউনগর হতে আধ মাইল মাত্র দূরে। আমি অপরাহ্ন ৪ টের সময় তুইসদন প্রাসাদে উপস্থিত হলেম। প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান। বড় বড় সিংহদ্বার, সমৃদ্ধির পরিচয় দিচ্চে। আমি দ্রুতপদে রন্ধনশালায় প্রবেশ কোল্লেম। দেখলেম, ভাণ্ডারী, পাচক, দ্বারবান, সইস, দাসী, প্রধান ধাত্রী, সকলেই সেই খানে উপস্থিত। আমি পরিচয় দিতেই সকলে সাদরে আমাকে গ্রহণ কোল্লেন। ইতপূর্ব্বেই গোপনে গোপনে আমার অসহায়ের বন্ধু ডাক্তার কলিন্স সমস্তই ঠিক ঠাক কোরে রেখেছিলেন, আমাকে অধিক পরিচয় দিতে হলো না। দাসী তখনি আমাকে শয়নঘর দেখিয়ে দিলে, আমার বাক্সটি সেই ঘরে রেখে বাগানে এলেম। মাননীয় তুইসদনের তিন সন্তান। এক পুত্র, দুই কন্যা। পুত্রের বয়স দশ, কন্যার বয়স ৬ ও এক। বালক বালিকাদের কোলে কোরে সোহাগ আদর কোল্লেম। বাড়ীর সকলের সঙ্গেই বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। তুইসদন দম্পতি বাড়ী ছিলেন না, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা এসেই আমাকে সভাগৃহে ডেকে পাঠালেন।

আমি ধীরে ধীরে সভাগৃহে প্রবেশ কোল্লেম। দেখলেম, মাননীয় তুইসদন ও শ্রীমতী ত্রিসদনা বিশ্রাম কোচ্চেন। মাননীয় তুইসদনের বয়স শ্রীমতীর প্রায় দ্বীগুণ। দেহ মোটা, মাথার চুল কটা, ছোট একটি টাক, মুখ খানা চকচকে, দৃষ্টিতে সরলতা আছে, দয়া মায়ারও ছায়া আছে। শ্রীমতীর বয়স অনুমান বত্রিশ। দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ—চঞ্চল, শরীর শীর্ণ, রং তামাটে, বেশ ভুষার পারিপাট্য কিছু বেশী বেশী।

শ্রীমতী আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "ডাক্তার কলিন্স যার জন্য অনুরোধ কোরেছেন, তুমিই কি সেই?"

"হাঁ মা! আপনার এ অনুগ্রহে আমি যার পর নাই—" আর বোল্‌তে পাল্লেম না। কণ্ঠ রোধ হ'লো, চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। অপরিসমাপ্ত কথা সমাপ্ত হালো না।

করুণাময়ী শ্রীমতী সস্নেহবচনে বোল্লেন "কেঁদ না, চুপ কর। তোমার দুর্ভাগ্যজীবনের ইতিহাস জানি আমি।"

মাননীয় তুইস্দন সহৃদয়তা জানিয়ে বোল্লেন "প্রিয়তমে! থাক, আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।"

"তুমি থাম।" কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে,শ্রীমতী তাঁর স্বামীকে আদেশ-নিষেধ কোরে বোল্লেন "তুমি থাম। এ সম্বন্ধে তোমার কোন কথা কইবার অধিকার নাই। এ সব বন্দোবস্ত আমি যা ভাল বুঝি, তাই কর্ব্বো। তুমি কেন কথা কও?"

অপ্রস্তুত হয়ে মাননীয় তুইসদন বোল্লেন "কিন্তু—আমি কেবল—"

বাধা দিয়া শ্রীমতী বোল্লেন "আবার—আবার কথা কইতে চাও? যথেষ্ট হয়েছে।" বাগে রাগে এইকথা কয়টি উচ্চারণ কোরে শ্রীমতী আবার আমার দিকে চাইলেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন "তোমার বয়স কত?"

আমি ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম "প্রায় ১৬ বৎসর।"

"আঃ!—তবে যুবতী নও, বালিকা।" মাননীয় তুইসদনের এই কথা শুনে শ্রীমতী যেন রাগে জ্বলে উঠলেন। চীৎকার কোরে বোল্লেন "আবার তুমি বিরক্ত ক'চ্চো? অনুরোধ করি, একটু চুপ কর।" শ্রীমতী আবার আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "নাম কি তোমার?" উত্তর কোল্লেম "মেরীপ্রইস্।"

আবার মাননীয় তুইসদন বোল্লেন "সকলে মেরী বোলে ডাকলেই যথেষ্ট হবে।"

বিরক্ত হয়ে—ঘরটার মধ্যে কাঁশরের মত আওয়াজ তুলে শ্রীমতী বোল্লেন "রেখে দাও তোমার বহুদর্শীতা। এ তামাসার সময় নয়। একজন চাকরের সাম্নে এ কি তামাসা তোমার?" তার পর আমার দিকে চেয়ে শ্রীমতী বোল্লেন "মেরি! সব বন্দোবস্ত আমি ডাক্তার কলিন্সের সঙ্গে কোরে রেখেছি। তোমাকে অন্য কোন কাজ কোত্তে হবে না। রন্ধনশালায় বা চাকরদের ঘরে তোমার কোন কাজ নাই, তুমি কেবল ছেলেদের নিয়ে খেলা দেবে—তাদের দেখ্বে শুন্বে। আর এক কথা, নূতন এসেছ—জেনে রাখ। আমি বকামীর উপর ভারি চটা। বোসে বোসে বকামী কোত্তে দেখ্লে আমি ভারি চটে যাই। যদি কোন আত্মিয়কে দেখ্তে ইচ্ছা হয়, দেখা কোরে এসো, তাতে আমার বাধা নাই; কিন্তু এখানে সে সব আত্মিয়ের জটলা, আমি ভালবাসি না। বুঝ্তে পেরেছ ত?"

শ্রীমতী যেন কতই বিজ্ঞ, কতই যেন তাঁর আধিপত্য, এই ভাবে লম্বা লম্বা কথায় এই সুদীর্ঘ উপদেশ দিলেন। আমি যেন তাঁর উপদেশের অন্যথা করেছি, উপদেশের ভাষাটা যেন ঠিক তেমনি কড়া। যে সব উপদেশ কখন কাজে আসবে না, এমন অনর্থক উপদেশও অনেক পেলেম। উত্তর দিলেম "হাঁ। আমি সব বুঝ্তে পেরেছি।"

"আহা! মেয়েটি বড় লজ্জাশীলা।" মাননীয় তুইসদন আমার সাপক্ষে আবার কথা কইলেন। শ্রীমতীর ক্রোধের সীমা যেন অতিক্রম হয়ে উঠলো। বিরক্তিপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে

বোল্লেন "আমি ব্যগ্রতা করি, তুমি চাকরদের কেমন কোরে তৈয়ার কোত্তে হয়, কেমন কোরে বশে রাখ্‌তে হয়, তা তুমি আদৌ জাননা। একি স্বভাব তোমার? এমন হলে সব কাজ নিজ হাতে কোত্তে হবে। সব দাসদাসী আল্‌সে হয়ে যাবে। অত দয়া কেন? তুমি জান্, তোমার আদরেই সেই শবচুলো বদমায়েস্ দাসী মাগী শেষে চুরী ক'রে সরে পোড়্‌লো। আমি তখনি বোলেছিলেম, মাগীটা ঘাগীর শেষ। কেমন, বলি নাই?"

তুইসদন মাথা চুল্‌কে—আম্‌তা আম্‌তা কোরে উত্তর দিলেন "হাঁ প্রিয়তমে, তুমি ঠিক্ বোলেছিলে। এ সম্বন্ধে তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল বুঝ। তোমার ছেলেমেয়েরাও মাতৃধারা পেয়েছে।"

মানময়ী শ্রীমতী যেন সন্তুষ্ট হোলেন। গর্ব্বিতস্বরে বোল্লেন "মেরীর সঙ্গে আমার বেশ মিল হবে। আমার মতে চল্লে, বেশ সুখে থাক্‌বে। মেরি! এখন যাও তুমি। বাড়ীর সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করগে যাও।"

এই দম্পতির প্রহসন তরঙ্গে পড়ে আমি যেন হাবা হয়ে পোড়েছিলেম। বিদায় পেয়ে—তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কোল্লেম। মনে মনে ডাক্তার কলিন্সকে শত শত ধন্যবাদ দিলেম। ভাল হোক মন্দ হোক, একটা দাঁড়াবার স্থান ত পেলেম।

ছেলেদের তত্ত্বাবধান, কাজটা কিছু কঠিন নয়, কিন্তু এমন দুষ্ট ছেলে, যে বিশ্ব সংসারে যেন তাদের আর জুড়ী নাই। সর্ব্বদাই চীৎকার, মারামারি, ছুটাছুটি, এই সব নিয়েই এরা আছে। কোলে নিলেম, এমনভাবে ঘুরে মাটীর দিকে মাথা দিলে যে, তাকে কোলে রাখা কঠিন হয়ে উঠ্‌লো। পড়লে মাথাটা ভেঙে যাবে, ছেলেদের এ জ্ঞান নাই। ডিকি, গন্তবশ ত বদ্‌মায়েসের শিরোমণি, ছোট মেয়েটি, সেটিও কম নয়। তার জ্বালাতেই জ্বালাতন হতে হয়েছে। টুপিটে ছুড়লে, কাপড় ছিঁড়লে, গলাবন্ধ ধরে টানাটানি আরম্ভ কোল্লে, করি কি, মহা বিবাদ! এমন ছেলেদের বশে রাখা কি সহজ কথা? এর আবার একটু এদিক ওদিক হলে, ছেলেটি কাঁদ্‌লে কি মেয়েটি চীৎকার কোল্লে শ্রীমতীর ভর্ৎসনা খেয়ে সারা হয়ে যেতে হয়। এমন চাকরী চেয়ে উপবাস কোরে মরাও শতগুণে মঙ্গল। ঈশ্বর! আর কত দিন?

মেয়েটি ত হা করেই আছে। কেঁদে কেঁদে তার খেদ মিটেনা। যদি কোন গতিকে তার কান্নার আওয়াজ শ্রীমতীর কাণে প্রবেশ করে, তা হলে আর রক্ষা থাকে না। তখনই রক্তমুখী শ্রীমতী রাগে স্ফীত হয়ে এসে চিৎকার কোরে বোলতে থাকেন "মেরি! তুমি ছেলেদের মেরেছ বুঝি? মেরে যে একবারে বেদম করে ফেলেছ দেখ্‌ছি। এমন স্পর্দ্ধা তোমার? এত সাহস? নিশ্চয়ই মেরেছ। তুমি কি বোল্‌তে চাও, নির্দ্দোষী? তুমি হয় ত বোলবে, তোমার টুপি ছিঁড়ে দিয়েছে, এই ত তোমার উত্তর?

টুপি ছিঁড়ে দিয়েছে, বেশ কোরেছে! তাতেই কি তুমি মারবে? এমন কোল্লে তো হবে না। আমার চাকর হয়ে আমারি ছেলে মেয়ের গায়ে হাত তোলা? আমি বুঝতে পেরেছি, এবাড়ীর মুনের বরাত তোমার উঠেছে। আমি তোমাকে একমাস সময় দিলেম, বুঝে চোল্‌তে পার থাকবে, না হয় দূর কোরে দিব।" এ সব কথার কোন উত্তর নাই। উত্তর কোল্লেও শ্রীমতীর কানে সে কথা পৌঁছিবে না। এমন দুঃখের জীবন বহন করা কি সামান্য কষ্টের কথা? নির্ব্বোধ, আহাম্মক, বাচাল, ক্রুর, এসব বিশেষণ ত আমার নামের আগে সর্ব্বদাই বিরাজ করে। এসব বিশেষণ শ্রীমতীর কণ্ঠে এমনি রংদার হয়ে ধ্বনিত হয়, যে আমি যেন মরমে মরে যাই। আমার এ দুঃখ কাহিনী আমি কতবার ডাক্তার কলিন্‌সকে লিখেছি, কোন ফল হয় নাই। উত্তর পর্য্যন্তও পাই নাই। রবার্ট, উইলিয়ম আর সারার কুশল পত্র পেয়েছি। সেই পত্র তিনখানি দেখেই আমার যা একটু আনন্দ নতুবা এই সুদীর্ঘ পূর্ণ একটি মাস আমি কেবল বিপদের ভারই বহন কোচ্চি।

একদিন সকালে বাগানে বোসে দুঃখের সাগরে ডুবে আছি, সংবাদ পেলেম, ডাক্তার কলিন্‌স এসেছেন। তাড়াতাড়ি সভাগৃহে প্রবেশ কোল্লেম, দেখলেম, ডাক্তার কলিন্‌স তুইসদন দম্পতির সঙ্গে জলযোগে বোসেছেন। শ্রীমতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেম, আজ যেন তিনি দয়া মায়ার উৎস হয়েছেন। চিরবিষণ্ণ মুখখানি আজ যেন সুখের হাসিতে ভাসছে। আমি প্রবেশ কোত্তেই উৎফুল্ল দৃষ্টিতে কলিন্‌সের দিকে চেয়ে শ্রীমতী বোল্লেন "এই যে, মেরী এসেছে।" তার পর আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন "মেরি! তোমার অসময়ের সহায় ডাক্তার কলিন্‌স এসেছেন। তুমি এখানে কেমন সুখে আছ, তাই তিনি দেখতে এসেছেন। আমি বোলেছি। তুমি যে কেমন সুখে আছ, তা আমি সব বোলেছি।"

"কিন্তু মেরি! তোমাকে যেন বড় ক্ষীণ বোলে বোধ হোচ্চে। অল্প দিনে অনেক বেড়ে উঠেছ। রংও আর তেমন নাই। চেহারা যেন কালি হয়ে গেছে! কেন এমন হয়েছ মেরী?" সহৃদয় ডাক্তার কলিন্‌স এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমার উত্তরের অবসর না দিয়ে শ্রীমতী বোল্লেন "তুমি জান না ডাক্তার। মানুষ যখন বেড়ে উঠে, তখন তার এই রকম চেহারার পরিবর্ত্তনই হয়ে থাকে।" এই উত্তরের সঙ্গে একটা হাসির ধমকে শ্রীমতী কলিন্‌সের সন্দেহটা উড়িয়ে দিলেন।

কলিন্স ধীরভাবে বোল্লেন "মেরি! তোমাকে সুখী দেখে আমি বড়ই আনন্দিত হয়েছি। বিপদে পোড়েছিলে তোমরা, তোমাদের সুখী দেখলেই আমার আনন্দ। উইলিয়ম বেশ আছে। বড় চালাক ছেলে সে, আমি তার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। সারা আর জেনও বেশ ভাল আছে।"

আমি আনন্দে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "রবার্ট?—রবর্ট কেমন আছে?"

"রবার্ট ?" দুঃখ ও ঘৃণাপূর্ণ স্বরে ডাক্তার কলিন্স বোল্লেন "রবার্ট ? তার কথা জিজ্ঞাসা কোরে আর আমাকে কষ্ট দিও না। আমি বোলে নয়, সকলেই তার উপর বিরক্ত। সে দিন দিন বড়ই বেয়াড়া হয়ে উঠছে। এমন বিপদ, সে তা গ্রাহ্যই করে না। বদমায়েসী শিক্ষায় সে একজন সর্দ্দার পোড়ো হয়ে পোড়েছে।"

আমি মর্ম্মাহত হয়ে সজলনয়নে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "রবার্ট এমন কাজ কোরেছে, যাতে আপনি হৃদয়ে আঘাত পেয়েছেন? ম্যাথুও অবশ্য তার প্রতি তবে সন্তুষ্ট নন ?"

শ্রীমতী সহাস্যবদনে কলিন্সের প্রতি কটাক্ষ কোরে উত্তর কোল্লেন "তাতে আর ততটা ভাবনা কি ? মেরী অবশ্য তার ভাইকে উপদেশ দিয়ে পত্র লিখবে ; তাতেই সে হয় ত শিক্ষা পেয়ে যাবে। উপযুক্ত ভগ্নীর অনুকরণে সে কখন অমনোযোগী হবে না।"

বৃদ্ধ তুইসদন সহাস্যবদনে বোল্লেন "একথা ঠিক! মেরীর স্বভাবও যেমন সুন্দর, দেখতেও সে তেমনি সুন্দরী।"

আমি লজ্জায় অধোবদন হলেম। শ্রীমতী রাগের হাসি হেসে বোল্লেন "ওসব কি কথা তোমার ? সুন্দরীর কথা এখানে কেন ? সুন্দরীতে তোমার কি আবশ্যক ?" তুইসদন এই কথায় যেন ম্লান হয়ে পোড়লেন। ডাক্তার কলিন্সের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হলো। অভিবাদন কোরে, যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বিদায় হলেম। এসে দেখি, বড় ছেলে আর বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে একটা ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্চে। সে ঘরে আগুণ আছে! আগুণ দেখে মেয়েটা চীৎকার কোচ্চে। এই নৃশংস বালক বালিকার আনন্দের সীমা নাই। তাড়াতাড়ি নিবারণ কোরে তিনজনকে বাইরে আন্‌লেম।

মনের মধ্যে বড় কষ্ট হয়েছে। রবার্ট এমন হয়েছে ? তখনি একখানি পত্র লিখলেম। পত্র লিখে আজই সন্ধ্যার ডাকে রওনা কোরে দিতে নাচে আস্‌ছি, শ্রীমতীর কর্কশ কণ্ঠের স্বর শুনতে পেলেম, দাঁড়ালেম। শ্রীমতী রাগে রাগে চীৎকার কোরে বোলছেন "সুন্দরীর দিকে এত নজর তোমার ? এই বৃদ্ধবয়সে এখনো সক মিটে নাই ? বদমায়েস! আবার যদি দেখি, তখনি তোমার চোখের মাথা খাব! চোক দুটো তুলে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।"

বৃদ্ধ তুইসদন যেন থতমত খেয়ে ভাঙা ভাঙা স্বরে বোল্লেন "কিন্তু প্রিয়তমে! তা— প্রিয়তমে!"—

"রেখে দাও তোমার প্রিয়তমে ; ওসব মন ভিজান কথা আমি অনেক শুনেছি। ঢেকো না, ঢাকতে চেষ্টা কোরো না।"

"কেন ? তুমিই ত ডাক্তার কলিন্সের নিকটে মেরীর অনেক প্রশংসা কোরেছ ? আমি তারই প্রতিধ্বনি কোরেছি বৈত নয়!"

"তাতে হয়েছে কি ? বন্ধুলোকের কাছে এমন কোত্তে হয়। জানাতে হয়, আমরা

চাকর লোকদের প্রতি বড় দয়ালু। চাকরেরা বেশ সুখে আছে; কিন্তু জান তুমি, আমি চাকরদের কত ঘৃণা করি?"

"হাঁ। তা আমি জানি, কিন্তু—"

বাধা দিয়া শ্রীমতী বোল্লেন "চুপ!—আর না।—বিস্তর হয়েছে। বেশী কথার কি আবশ্যক?"

আর বেশী শুনতে আমার প্রবৃত্তিও হলো না। নীচে নেমে এলেম। তখনি চিঠিখানি রওনা কোরে দেওয়া হলো। সুখ থাকুক আর না থাকুক, এই আমার প্রথম আশ্রয়!

পঞ্চম লহরী।

রবার্ট।

আজ এক বৎসরের বেশীও এখানে আছি। আছি ত আছি; কোথাও যাওয়া আসা নাই, কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই, থাট খুটি, ভৎ'সনালাঞ্ছনা ভোগ করি, আর মরমে মরে থাকি। এই সুদীর্ঘ একটি বৎসর কাল কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অবকাশ পাই নাই। অবকাশ প্রার্থনাও করি নাই। উপস্থিত থেকে—সর্ব্বদা হাজিরহুজু থেকেই এই, যদি একদিন চোক ছাড়া হই, তা হলে সেই দিনই হয় ত এখানকার বরাতে ছাই পোড়বে। এই ভয়ে ছুটীর কথা বোলতে সাহস হয় নাই।

শীতকাল। সকালে ছোট মেয়টিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। আপন মনে ভাবতে ভাবতে অনেক দূর এসেছি, চক্ষু তুলে সম্মুখেই দেখলেম, রবার্ট! রবার্টকে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বোল্লেম "রবার্ট! এসেছ তুমি?" এই মাত্র বোলেই রবার্টের দিকে একবার চাইলেম। তার মূর্ত্তি দেখে—বেশভূষা দেখে কেমন একটা যেন আতঙ্ক উপস্থিত হলো! চোক লাল, চুল ওস্কাখোস্কা, সমস্ত কাপড়ে দাগ, কথার জড়তা। মনে ভাবলেম, ডাক্তার কলিন্সের কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়। রবার্ট দ্রুতপদে আমার সম্মুখে এসে কর-মর্দ্দন কোল্লে। উগ্র মদের তীব্র গন্ধে বমী এল। করি কি? সহ্য কোল্লেম। রবার্ট আপনা হতেই বোল্লে "বুড়োটা ভারি পাজী। অনেক চেষ্টা করে একটি দিনের অবকাশ পেয়েছি, তাই তোমাকে দেখতে এলেম। বেশ আছ তুমি, নয়? মস্ত বাড়ী। তোমার মনিব খুব বড়দরের লোক, কেমন? অনেক লোক জন আছে। চাকর, দাসী, সইস, দ্বারবান, মদের ভাণ্ডারী, পাচক, সবই আছে, কেমন? সব ভারি ভারি মেজাজ! হয় ত রূপার পাত্রেই সকলের আহার হয়, "কেমন?"

আমি ধীরভাবে উত্তর কোল্লেম ‘ঠিক তাই। আমার মনিব একজন বড়লোক। চাল চলোন সব বড় লোকের মত। বড় মানুষী কায়দাকারণে তাঁরা বেশ পাকা পোক্ত। সে সব কথা থাক। রবার্ট! তুমি এমন হয়েছ? মনে করে দেখ দেখি, আমরা কেমন দুঃখের পাথারে ভাসছি? আমাদের যে মাথা রাখবার স্থান নাই। তুমি আমাদের সকলের বড়, তোমার উপরই আমাদের সকলের ভার, আর তুমিই শেষে এমন হলে?’

রবার্ট এ কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে। গ্রাহ্যই কল্লে না।—কানেই তুল্লে না। আপনার খোস্ মেজাজে আপনিই হেসে বোল্লে “মেরি! আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি। চল, তোমার ঘরে একটু বিশ্রাম করিগে চল।”

“না ভাই, তা হবে না। দেখ দেখি, কি অবস্থা আমাদের। বাড়ীর গৃহিনী তাঁর চাকরদের আত্মিয়স্বজনের যাওয়া আশা বড় ভালবাসেন না। আমি কি কোরে তোমাকে নিয়ে যাই? চল, বরং চাকরদের ঘরে যাবে চল।”

“না না। তাতে আর কাজ নাই। আমি এখনি আবার ফিরে যাব। বড় বড় কাজ আমার হাতে। আমি আসকোর্ডের এক জন প্রধান মিস্ত্রি। আমার কি আর থাকলে চলে? মেরি! ঐ বুঝি তোমার প্রভুর ঘর। ঐ না? ঐ যে হাঁ—; তিনটে জানালা, লাল রংয়ের পরদা ঝুলান? আর ঐ পাশের ঘরেই বুঝি বৈটকখানা? হাঁ ঠিক। বোধ হয় আমার অনুমানই ঠিক। কেমন?”

আমি উত্তর কোল্লেম “হাঁ। ঐ ঘরেই তাঁরা রাত্রে শয়ন করেন।”

“তুমি কোথায় থাক?”

আমি অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমার ঘর দেখালেম। রবার্ট আবার বোল্লে “সাবধান! তুমি দরজা বন্ধ কোরে শয়ন কর ত? তোমার মনিব দরজা বন্ধ করার বিষয়ে সতর্ক থাকেন ত?”

আমি উত্তরে বোল্লেম “কৈ—না। দরজা বন্ধ করার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম এ বাড়ীতে নাই। সদর দরজা অবশ্য বন্ধ করা হয়। কিন্তু আমার প্রভুর ঘর সর্ব্বদাই খোলা থাকে। এই মেয়েটি যখন সকালে কাঁদে কি চীৎকার করে, গৃহিনী তখনি সন্ধান নিতে আসেন। কন্যার খবরদারীর জন্য দুই ঘরের দরজাই খোলা থাকে। সে সব কড়া নিয়ম আমাদের এ বাড়ী নাই। গৃহিনী কেবল বড় রাগী, এই যা দুঃখ।”

রবার্ট যেন চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে “মেরি! তোমাদের এখানে বুঝি বড় বড় কুকুর আছে? কুকুরের ডাক শুন্‌তে পেলেম না?”

“কৈ?—না!” আমিও বিস্মিত হয়ে উত্তর কোল্লেম “কৈ?—না! কুকুর ত আমাদের এখানে নাই!—ভুল তোমার।”

রবার্ট আবার কতকক্ষণ চুপ কোরে রইল। পরে আপনা আপনিই বোল্লে “আমি তবে

এখন আসি। সন্ধ্যার সময় কারখানায় যাবার কথা। ঠিক সেই সময় যাওয়াই চাই। সন্ধ্যার সময় আবার উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত না হলেই নয়।"

আমি আনন্দিত হয়ে বোল্লেম "রবার্ট! আজও তুমি তবে উপাসনা-মন্দিরে যাও?"

"আমি আবার যাই না? ওহোঃ বুঝতে পেরেছি। সেই বুড়োটার কথায় বুঝি তুমি বিশ্বাস কোরেছ? ম্যাথু আর কলিন্সের কথা বুঝি তুমি মনে স্থান দিয়েছ? সব মিথ্যা কথা।—জুয়াচুরীর মতলব। ম্যাথুরই সব দোষ। একদিন শনিবারে সাপ্তাহিক বেতন পরিশোধ কোত্তে না পেরে হতভাগা এই বদনামটা তুলেছে। হয়েছিল, সে দিন সকলেই অবশ্য এক আধ গ্লাস মদ না খেয়েছিল এমন নয়, কিন্তু সেটা তত দোষের কথা নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম "রবার্ট! আজও কি তুমি মদ খেয়েছ?" রবার্ট অম্লান বদনে উত্তর কোল্লে "একটি গ্লাস মাত্র। থাক, সে সব কথায় আর কাজ নাই। আমি তবে এখন চোল্লেম। তুমি এক দিন যেও। অবসর মত ছুটি নিয়ে তুমি বরং এক দিন যেও। আজ তবে আমি আসি।" এই বোলেই রবার্ট প্রস্থান কোল্লে, আমিও তাড়াতাড়ি বাড়ী দিকে চোল্লেম। যাচ্ছি, উপরে উঠেছি, পথে দ্বারবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বড়ই সন্দেহ হলো। একটা বড়দরের কৈফিয়ৎ যে আমার উপর চেপে পোড়বে, তা আমি যেন বেশ বুঝতে পাল্লেম। কাজেও হলো তাই। কড়া হুকুম পেলেম, এখনি সভাগৃহে যেতে হবে। মেয়েটিকে প্রধান ধাত্রীর কাছে রেখে দ্রুতপদে সভাগৃহে উপস্থিত হলেম। দেখলেম, মাননীয় তুইসদন সুখপর্য্যঙ্কে শয়ন কোরে আছেন, শ্রীমতী ঘাড় বাঁকিয়ে আমার প্রতীক্ষা কোচ্চেন। আমি যেতেই শ্রীমতী নাক বাঁকিয়ে চোক ঘুরিয়ে বোল্লেন "দরজা বন্ধ কর। সত্য কথা বল, দরজায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে তুমি কথা কচ্ছিলে? অতক্ষণ ধোরে যার সঙ্গে তোমার কথা, লোকটা কে সে?"

এ রকম একটা কৈফিয়তের দায়ে যে নিশ্চয়ই আমাকে পোড়তে হবে, তা আমি পূর্ব্বেই বুঝেছিলেম; কিন্তু এর উত্তরে ত আমার লজ্জা নাই। মনে জানি আমি নির্দ্দোষী, কেন তবে আমি ভয় পাব? আমি উত্তর দিতে না দিতে শ্রীমতী গর্ব্বিতভাবে তুইসদনকে বোল্লেন "কেমন, আমার কথা ঠিক ত? আমি তোমাকে বারম্বার বোল্লেও তুমি শোন না। আমি এ সব যত বুঝি, যত জানি, তুমি তার এক পাইও জান না। দেখ দেখি, কি ভয়ানক কাণ্ড! যার প্রতি আমার বালক বালিকার চরিত্র গঠনের ভার, তারই এই চরিত্র? তাদের ধাত্রীর এই চরিত্র দেখে তারাও কি এই চরিত্রের অনুকরণ কোর্ব্বে না? তুমি কি মনে কর, উত্তর কালে তাদেরও চরিত্র ঐ রকম নষ্ট হবে না?"

আমি সকাতরে বোল্লেম "মা! শুনুন আমার কথা। কেন অন্যায় কোরে আমাকে ভর্ৎসনা করেন? যিনি এসেছিলেন, তিনি আমার ভাই। তাঁর নামই রবার্ট। আপনি

কোন আত্মীয়কে বাড়ীর মধ্যে আন্‌তে নিষেধ কোরেছেন বোলেই রাস্তা হতে দেখা করে বিদায় দিয়েছি। সত্য মিথ্যা সহজেই ত জান্‌তে পারেন। এখনি কেন পত্র লিখে—"

"ততটা মাথা ব্যথায় আমার প্রয়োজন?" আরও যেন ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীমতী উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ কোল্লেন "তাতে আমার আবশ্যক? তোমার যেমন ভাই, অমন ভাই তোমার শ্রেণীর লোকের বিস্তর আছে। আমি যত ধাত্রী, দাসী, পাচিকা, কি ঐ শ্রেণীর লোক দেখেছি, সকলেরই এক একটি পোষা খুড়া, মামা, দাদা প্রভৃতি, এই রকম গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করে। সেই জন্যই আমি চাকরদের গোপনীয় আত্মীয়স্বজনকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানাতেও আস্‌তে দিই না।"

মাননীয় তুইসদন গম্ভীরস্বরে বোল্লেন "শোন, স্থির হও। মেরী তার সততার প্রমাণ দিচ্চে। শোনই না কেন।"

শ্রীমতী আরও যেন জ্বলে উঠলেন। আবার কর্কশকণ্ঠের ঝঙ্কার উঠলো! শ্রীমতী চীৎকার কোরে বাড়ী খানা যেন মাথায় তুলে ফেল্লেন। রাগে রাগেই বোল্লেন "আবার আমাকে অপমান? তুমি বারম্বারই আমাকে অপমান কোচ্চ কেন? তুমি তোমার চাকরদের যখন ধমক দাও, বাহাল বরতরফ কর, তখন কি কখন আমাকে কোন কথা কইতে দেখেছ? এত কেন? তুমি এ সম্বন্ধে কোন কথা পুনরায় বোল্লে তোমার পক্ষে ভাল হবে না।" বৃদ্ধ তুইসদন ভীত হ'লেন। দ্বিরুক্তি কোত্তে সাহসই হলো না। শ্রীমতী ত্রিসদনা আমার দিকে চেয়ে বিরক্তিমাখা স্বরে বোল্লেন "যথেষ্ঠ প্রমাণ হয়েছে। যাও, তুমি এখন বিদায় হও।"

আমি বিদায় হলেম। দরজা পেরিয়ে যখন এসেছি, তখন শুন্‌তে পেলেম, শ্রীমতী তাঁর স্বামীকে তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে বোলছেন "আবার বদ্‌মায়েসী? আবার তার পক্ষ অবলম্বন কোরেছ? সাবধান হও—" আর শুন্‌তে ইচ্ছা হলো না।—তাড়াতাড়ি প্রস্থান কোল্লেম।

ষষ্ঠ লহরী।

ইনিই কি সেনাপতি?

আছি।—এক ভাবেই আছি। সেই পূর্ব্বের মত দুঃখের বোঝা মাথায় করে, যন্ত্রণার ভরা বুকে করে আছি।—কোন গতিকে দিন কেটে যাচ্চে। এ জীবনের কয়টা দিন এক রকমে কেটে গেলেই যথেষ্ট! এক দিন সকালেই সভাগৃহে ডাক পোড়লো। তাড়াতাড়ি হাজীর

হ'লেম। গাড়ী প্রস্তুত। মাননীয় তুইসদন স্বস্ত্রীক সহরভ্রমণে যাবেন। ছোট মেয়েটি সঙ্গে যাবে, সেই সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। তখনি প্রস্তুত হলেম। যথাসময়ে আমাদের গাড়ী রওনা হলো। এখান হতে কান্তরবরী ৪ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। আমাদের পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হলো না।

একটি সরাইয়ের সদর দরজায় আমাদের গাড়ী এসে থামলো। সরাইয়ের অধ্যক্ষকে জলযোগের আয়োজন প্রস্তুত রাখতে অনুমতি দিয়ে মাননীয় তুইসদন তাঁর মহাজনের বাড়ীতে গেলেন। আমরা দোকানের উদ্দেশে চল্লেম।

ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দোকান পরিভ্রমণ করা হলো; কেনা বেচা হলো, অতি সামান্য। এক এক দোকানে প্রবেশ কোরে—অসংখ্য জিনিস দেখে—পরীক্ষা কোরে পরিবর্ত্তন কোরে দোকানদারদের হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়ে শ্রীমতী সে দোকান হতে অন্য দোকানে প্রবেশ করেন। এই রকম কত দোকান যে ঘোরা হলো, তার সংখ্যা নাই। আমিও সেই এক-মন ওজনের মাংস পিণ্ডটি বহন কোরে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরতে লাগলেম। বিরক্ত হবার যো নাই, বলবার সাহস নাই, মনের কষ্ট মনের মধ্যে লুকিয়ে শ্রীমতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেম। যেখানে যেখানে দোকান, শ্রীমতী তার এক খানিও বাদ দিলেন না। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমরা আড্ডায় ফিরে এলেম।

মাননীয় তুইসদন আমাদের পূর্ব্বেই এসেছেন। তিনি এবং আর একটি যুবাপুরুষ অগ্নি-শেবা কোচ্চেন। আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। শ্রীমতীকে দেখেই প্রফুল্লবদনে তুইসদন বোল্লেন "প্রিয়তমে! আজ একটি নূতন বন্ধু সঙ্গে এনেছি। ইনি একজন সেনাপতি। এই সহরেই থাকেন ইনি। অতি ভাল লোক।"

শ্রীমতীও সহাস্যবদনে উপবেশন কোত্তে কোত্তে বোল্লেন "বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আপনাকে যেন কোথাও দেখেছি বোলে বোধ হোচ্চে। পরিচিত মুখ দেখ-লেই চিন্‌তে পারা যায়। নাম কি আপনার?"

আগন্তুক যুবকও ভদ্রতা জানিয়ে উত্তর কোল্লেন "নাম আমার স্যর এবরী ক্লাভারিং। আগে দর্বি সহরে আমি যখন ছিলেম, তখনকার দেখা। আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলেম, জ্ঞানই ছিল না। যা একটু ছিল, তাতেও পরিচয় দিবার সাহস ছিল না।"

"এখন আপনি তবে বড় হয়েছেন?" ব্যঙ্গস্বরে শ্রীমতী বোল্লেন "এখন আপনার বেশ জ্ঞান হয়েছে তবে? পরিচয়ের সাহস হয়েছে এখন? আপনি আগে না সহকারী সেনাপতি ছিলেন?—হাঁ! ঠিক তাই। আমার বেশ স্মরণ আছে। আমার মন তেমন নয়। কোন কথাই আমি ভুলি না। আচ্ছা! হয় না হয়, বলুন আপনি। আমি যা বোল্লেম, সেই ত ঠিক?" রহস্য বিদ্রূপ তরঙ্গের এই এক নূতন পর্য্যায়।

"হাঁ। আপনি যথার্থই জানেন। আমি পূর্ব্বে সহকারীই ছিলেম। এখন আমারি পদোন্নতি হয়েছে। পিতার মৃত্যুতে টাকাও আমি অনেক পেয়েছি। অনেক টাকা ছিল তাঁর, সবই এখন আমার হাতে এসেছে। যাক, সে সব কথায় আর কাজ নাই। আমি একদিন আপনার বাড়ী যাব। মাননীয় তুইসদন আমাকে যেমন অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাতে আমি আপনা হতেই আপনার নিমন্ত্রণটা পাকিয়ে নিলেম। নিশ্চয়ই যাব একদিন।" হাসির সঙ্গে সঙ্গে ক্লাভারিং তাঁর বাক্য সমাধা কোল্লেন।

মাননীয় তুইসদন আত্ম প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়ে বোল্লেন "অবশ্য যাবে। তোমাকে ত আমি অন্য ভিন্ন ভাবি না। অবশ্যই যাবে। বন্ধুর বাড়ী যেতে নিমন্ত্রণের আবশ্যক করে না। অবশ্যই যাবে। যদি কোন বন্ধু লোক সঙ্গে যেতে চান, নিমন্ত্রণ কোরে নিয়ে যেও। তাতে আমার অমতের কোন কারণ নাই। কবে যাবে তবে?"

"আগামী সোমবারেই যাব। অবশ্যই যাব। যদি কোন বন্ধু যান, সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব। এক সপ্তাহ কাল থাক্‌বো।" এই পর্য্যন্ত বোলে ক্লাভারিং আমার দিকে চাইলেন। সে চাউনি আমার বড় ভাল বোধ হলো না। আরও তিনি অনেক বার আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। সে দৃষ্টিতে যেন অনেক রহস্য আছে। অনেক কলকৌশলের যেন আভাস আছে!—বদমায়েসীর ছিটা ফোটা সে দৃষ্টিতে যেন বেশী বেশী লেগে আছে। সত্য কথা—আমি বড় ভীত হয়েছি। ক্লাভারিং আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন "এ মেয়েটি বুঝি ধাত্রী? এর কোলের এটিই বুঝি আপনার কনিষ্ঠা কন্যা?"

শ্রীমতীর ঈঙ্গিতে আমি অনিচ্ছা সত্বেও ক্লাভারিঙের সম্মুখে এলেম। ক্লাভারিং মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন। কোলে নিতে গিয়ে এমন ভাবে গোপনে আমার হাত চেপে ধোল্লেন যে, আমি ভীত হ'লেম। রাগে ঘৃণায়—মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় যেন অবসন্ন হয়ে পোড়লেম। ইচ্ছা হলো—ক্লাভারিং যত বড়ই লোক হোন, যত টাকারই মানুষ হোন, যত বড়ই উচ্চপদস্থ হোন,—পদাঘাতে তাঁর মাথার হাড় চূর্ণ কোরে দি, কিন্তু করি কি, উপায় নাই। ভগবানের নাম কোরে সে প্রবৃত্তি দমন কোল্লেম।

ক্লাভারিং একজন ঘোরতর খোসামুদে। তুইসদনের সেই খাঁদা বোঁচা—কাল পেঁচা মেয়েটার কতই প্রসংশা কোল্লে। এমন মেয়ে প্রায় জন্মায় না, এমন মেয়ে যেন বহু তপস্যার ফল, এই মেয়ে কালে বড় হলে লণ্ডনের সর্ব্ব প্রধান সুন্দরী বোলে পরিগণিত হতে পার্ব্বে, এমন কত কথাই বোল্লে। আনন্দে আহ্লাদে শ্রীমতী যেন দ্রব হয়ে গেলেন। চোকে মুখে যেন হাসির শ্রোত প্রবাহিত হলো।

আমার ভয় হলো! মেয়েটিকে এখনি আবার ত নিতে হবে, আবার হয় ত দুরাচার রহস্য বিদ্রুপ কোর্ব্বে. এই ভেবে আরও ভীত হোলেম। কিন্তু তখনি ভয়টা কেটে গেল। শ্রীমতী

স্বয়ং মেয়েটি ক্লাভারিঙের কোল হতে নিয়ে আমাকে দিলেন। ভয়টা কেটে গেল, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম। ক্লাভারিংকে নিয়ে তুইসদন দম্পতি জলযোগে বোসলেন। বহু আড়ম্বরে অনেক কথায় বার্ত্তায় জলযোগ সমাপ্ত হলো। ক্লাভারিং বিদায় নিলেন। ভয়ে ভয়ে আমিও ঘর হতে বেরিয়ে গেলেম। ইচ্ছা, ক্লাভারিঙের চক্ষের আন্তরালে যেতে পারলেই যেন আমি শান্তি পাই। পালিয়ে যাচ্চি,—ছুটে ছুটে চোলেছি, কিন্তু যে ভয়ে পলায়ন, সে ভয় গেল না। ক্লাভারিং আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে থম্‌কে দাঁড়ালেম। ক্লাভারিং আপন মনে বিড় বিড় কোরে বোলতে লাগলেন "কি বিশ্রী চেহারা মেয়েটার! যেন একটা মাংসপিণ্ড!" এই কথায় যেন আমার ভয় ঘুচে গেল! একটু সহানুভূতির বাতাস পেয়ে আমার মনের রাগ যেন কতকটা কেটে গেল। কিন্তু আবার— আবার সেই নরাধম দুরাচার নরপশু ক্লাভারিং আমার করমর্দ্দন কোল্লে। সহজ করমর্দ্দন নয়, ভদ্র লোক যেমন ধরণে করমর্দ্দন করে থাকেন, তা নয়; এ করমর্দ্দনের মধ্যে অনেক রহস্য অনেক বদমায়েসী! সহজেই বুঝলেম, ক্লাভারিং লম্পটের শিরোমণি!—সহজেই বুঝলেম—ক্লাভারিং বদমায়েসের টেক্কা!—অপরিচিত স্ত্রীলোকের প্রতি যাদের এতটা দৃষ্টি, তারা বদমায়েস নয় ত কি? এ ত নীচপ্রকৃতির লক্ষণ। মনের জ্বালা মনেই থাক্‌লো। ঈশ্বর দুর্ভাগ্য চক্রে ফেলেছেন, দুঃখ কষ্টের একটানা সমুদ্রে ভাসিয়েছেন, তিনিই যখন বিমুখ, তখন সংসারই যে আমার শত্রু;—তবে কার কাছে এ প্রাণের ব্যথা জানাব? কার কাছে আমার এই সহস্রমুখী দুঃখ স্রোত দেখাব? কে আমার প্রাণের ব্যথা বুঝবে? রবার্ট! প্রিয়তম ভাই আমার! তোমার ভগ্নী এক জন নরাধম—ধূর্ত্ত লম্পট কর্ত্তৃক লজ্জিত—অপমানিত? যদি তোমার ভগ্নীর একবেলা একখানি শুষ্ক রুটির সংস্থান কোত্তেও পাত্তে, তাহলেও আজ এ লাঞ্ছনা ভোগ কোত্তে হতো না। অনেক্ষণ কাঁদলেম। এদিকে যাবার আয়োজন হলো!— শ্রীমতী কখন ডেকেছেন, শুন্‌তে পাই নাই। আপন মনে চিন্তা কোচ্ছি, হঠাৎ তাঁর কর্কশ কণ্ঠের ভর্ৎসনা শুন্‌তে পেলেম! ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, শ্রীমতী! মুখ শুকিয়ে গেল;— ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেম! শ্রীমতীর কণ্ঠে যেন কাঁশর বেজে উঠেছে! খন্‌ খনে আওয়াজে শ্রীমতী বোল্লেন "এত বড় যোগ্যতা? হুকুম রদ? আমাকে অমান্য? এত ডাকে কথা নাই? এত বেয়াদবী?—অহঙ্কার হয়েছে,—বটে? যত ভাবি চাকরদের কিছু বোল্‌বোনা—যত ভাবি তাদের উপর সদয় ব্যবহার কোর্ব্ব, ততই তারা বেয়াদব হয়ে যায়! যারা পায়ের জুতার তুল্য, তারাই অপমান করে? এখনি দূর কোরে দিব,—এখনি তাড়াব।"

শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে বোল্লেম, "আমি ত কোন অপরাধ করি নাই! আমিত শুন্‌তে পাই নাই! দাসী বাঁদি আমি, আমি আপনাকে অপমান কোর্ব্বো? আমি আপনার আদেশ অমান্য কোর্ব্বো? এত যোগ্যতা আমার হবে?"

"এও তোমার অহঙ্কারের কথা!" আমার প্রাণের ব্যথা না বুঝে শ্রীমতী উত্তর কোল্লেন "এও তোমার অহঙ্কার! সমান উত্তর আর কাকে বলে? এখনি ত সমান উত্তর কোল্লে! এই ত হাতে হাতে অপমান।"

"আমি——

"আবার?" রাগে যেন ফুলে উঠে তর্জ্জনগর্জ্জন কোরে শ্রীমতী বোল্লেন "আবার? অবার মেরী সমান উত্তর কোত্তে চাও?"

আমি চুপ কোল্লেম। বুঝাতে গেলেম, বুঝলেন না। শুন্‌লেন না!—কথা কাণেই তুল্‌লেন না। বুঝাতে গেলে—প্রাণের ব্যথা জানাতে গেলে সমান উত্তর হয়, এত দিনে এই এক নূতন শিক্ষা পেলেম।

গাড়ী প্রস্তুত! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। ক্লাভারিং যা কোরেছে, সেই কথা ভেবেই বেশী কষ্ট হলো। বুঝতে পাল্লেম্, জেনে রাখ্‌লেম, ক্লাভারিং লম্পটের সর্দ্দার! সংসারের ভেকধারীরাই সর্ব্বদা উচ্চ আসন পায়! সম্মানআদর যত্নভক্তি ভেকের উপরে যেন রংদার ছাপে ছাপা থাকে! ক্লাভারিং যে চরিত্রের লোক, তা মনে হলেও ঘৃণা হয়!

সপ্তম লহরী।

এখন আমি করি কি?

ফিরে এলেম। ফিরে আস্‌তে রাত ৯টা বেজে গেল। সমস্ত দিন বেশী বেশী পরিশ্রম হয়েছে, শরীর বড় ক্লান্ত হয়েছে, তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে শয়ন কোল্লেম, শুতে না শুতে নিদ্রা! মেয়েটিও আজ বড় শান্ত বোলে বোধ হলো। সেও আমার সঙ্গে ঘুমিয়ে পোড়লো। ঘুমিয়েছি, হটাৎ একটা চীৎকারের ধমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল! শ্রীমতী চীৎকার কোরে বোল্‌ছেন "চোর!—চোর!" আমার প্রাণের মধ্যে যেন কেঁপে উঠ্‌লো! ঘুমের ঘোরে উঠে বোসলেম। ঘুম ভেঙ্গে উঠেছি!—কিছুই ঠিক কোত্তে পাচ্চি না! চার দিকে যেন ধাঁ ধাঁ লেগে গেল! করি কি, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না! বুকের মধ্যে কম্প, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল, কাঁপতে লাগলেম! চারদিকে দুম্ দাম্ শব্দ! ছুটাছুটী হুটাহুটী লেগে গেছে! দরজা খোলা ছিল, ভাল ক'রে বন্ধ কোত্তে ইচ্ছা হলো, পাল্লেম না! সাহসেই কুলাল না! ভয়েই সারা হয়ে গেলেম!

আমার দরজার সাম্‌নে শব্দ হলো! দরজায় চাবী ছিল না, ধাক্কা পেয়ে খুলে গেল!, একজন্ লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে—বুঝ্‌লেম চোর! আরও ভয় হলো!

বিছানার সঙ্গে যেন মিশিয়ে রইলেম! নিশ্বাস বন্ধ কোরে যেন মরার মত পোড়ে রই-লেম। ঘরের মধ্যে যা যা ছিল, যত্নপূর্ব্বক গুছিয়ে নিয়ে চোরটি ধীরে ধীরে—বিনা বাধায় প্রস্থান কোল্লে। বাড়ীতে একটা বড় দরের চুরী হয়ে গেল।

রাত্রির মধ্যে আর একটি বারও চোকের পাতা বুঁজলেম না। ভয়ে ভয়েই সমস্ত রাত্ত কেটে গেল। সকালেই প্রধানা-ধাত্রীর কাছে গেলেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সমস্ত ব্যাপার শুন্‌লেম, চোরে সর্ব্বনাশ কোরে গেছে। সমস্ত তৈজসপত্রের এক খানিও রেখে যায় নাই। বিনা বাধায় বিনা পরিশ্রমে চোরেরা তৈজসপত্র আত্মসাৎ কোরে প্রস্থান কোরেছে। আমা-দের মনিবের ঘরেও ঢুকেছিল,—টাকার থলি—ঘড়ি চেন নিয়েছিল, বেরিয়ে আস্‌তেই শ্রীমতী জান্‌তে পান। চীৎকার করেন!—সোর গোল হয়! চোরেরা ভয় পেয়ে সে সব ফেলে পালিয়েছে! এই সব কথা শুন্‌ছি, এমন সময় সভাগৃহে ঘণ্টাধ্বনি হলো। আমার প্রতিই সঙ্কেত ধ্বনি।—তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে সভাগৃহে হাজীর হলেম।

আমি যেতেই শ্রীমতীর কাঁসা গলা উচ্চারণ কোল্লে "ছি ছি মেরি; তুমি এমন অসাব-ধান! সর্ব্বনাশ কোরেছিলে যে!—ঘরের দরজা খোলা ছিল যে! যদি আমার ডিকিকে চোরে চুরী কোরে নিয়ে যেত,—তাহলে কি সর্ব্বনাশ হতো?" শ্রীমতী ভয়ে যেন কেমন তর হয়ে গেলেন! তাঁর ভয় দেখে—কাঁপুনি দেখে আমার এমন হাসি পেয়েছে যে, সে হাসি সম্বরণ করা কঠিন হয়ে উঠ্‌লো।—বহুকষ্টে সম্বরণ কোল্লেম।

মাননীয় তুইসদন বোল্লেন "মিছা কল্পনার বাতাসে কাতর হ'ও না। ছেলে মেয়ে চুরী করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। চোরে ছেলেমেয়ে চুরী করে না, তারা টাকা কড়ি—বাসন পত্রই চুরী করে।"

"আহা-হা, তুমি কিছুই বুঝ না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিও লোপ পেয়ে উঠেছে। যদি ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠ্‌তো—কেঁদে উঠ্‌তো, তা হলে অবশ্যই—নিশ্চয়ই তাদের হত্যা কোর্‌তো। উঃ!—কি ভয়ানক কথা! হত্যা কোরতো! প্রাণেই মেরে ফেলতো!" শ্রীমতী যেন মূর্চ্ছা গেলেন। কতক্ষণ চুপ কোরে রইলেন। শেষে আপনা আপনিই প্রবোধ পেলেন। ক্ষমা ভিক্ষা কোরে বিদায় নিলেম।

পর দিন সকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছি। সদর দরজা পার হয়ে গেছি, রাস্তায় দুটি অশ্বারোহী দেখ্‌লেম। ঘোড়া ছুটিয়ে অশ্বারোহী দুটি আমাদের দিকেই এলেন। ঘোড়া থামিয়ে একজন জিজ্ঞাসা কোল্লেন "তুইসদন প্রাসাদের কি এই পথ?" তার পর ভাল কোরে চেয়ে—হাস্যবদনে বোল্লেন "এই যে মেরী। তুইসদনের সুন্দরী ধাত্রী। এমন সুন্দরী ধাত্রীর সম্মীলনে ভাগ্যবান তুইসদন কতই না সুখী! কেমন?" হাস্যধ্বনিতে আমার বুকের মধ্যে ভয়ের তরঙ্গ উঠ্‌লো! প্রশ্নকর্ত্তা সেই পাষাণ্ড—নরপশু ক্লাভারিং!

ক্লাভারিং পাশব কটাক্ষে—সহাস্যবদনে বোল্লে "সুন্দরি! তুমি আজও তুইসদনের গৃহ আলোকিত কোচ্চ ত? তোমার সৌন্দর্য্য অপরিসীম!"

সহযাত্রী ভদ্রলোকটি বাধা দিয়ে বোল্লেন "ক্লাভারিং! একি চরিত্র তোমার? অপরিচিত—লজ্জাশীলাকে কেন তুমি লজ্জা দাও? যা জিজ্ঞাসা কোল্লে, সেই ত যথেষ্ঠ! আর কি জিজ্ঞাসা আছে তোমার?"

"হাঁ হাঁ! তা ত ঠিক—তা ত ঠিক!" এই বোলে ক্লাভারিং প্রস্থান কোল্লেন। আমরাও বাড়ীর দিকে চোল্লেম।

আমার অনুমান মিথ্যা নয়। যথার্থই আমাদের বাড়ী ক্লাভারিং আর তার বন্ধু কান্তিন্ এসেছেন। কান্তিন্ও একজন উচ্চপদস্থ—সম্ভ্রান্ত সেনাপতি। তাঁর চরিত্র—কথাবার্ত্তার আমি পক্ষপাতি হয়েছি। জানি না কেন, কান্তিনকে আমি বড় ভাল বোলে ভেবেছি। তাঁর চরিত্র দেব চরিত্র!

ক্লাভারিংকে আমার বড় ভয়! এক সপ্তাহ এখানে তাঁর থাকার কথা! এই দীর্ঘ সপ্তাহটি কি কোরে কাটাই, কি কোরে সাধ্যপক্ষে এই দুরাচারের পাপচক্ষুর অন্তরালে থাকি, তাই কেবল ভাবৃতে লাগেলেম।

একদিন বাগানে বোসে আছি। মেয়েটি আপন মনে খেলা কোচ্চে। অবসর বুঝে আমার দুঃখের ভাবনা ভাবছি!—ভাবনা সাগরে যেন ডুবে গেছি।—বাহ্যজ্ঞান নাই। কতক্ষণ পরে চেতনা পেয়ে চেয়ে দেখ্লেম, আমার পাশেই নরপশু ক্লাভারিং! ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল!—চার দিকে সভয়দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেম,—কেহ কোথাও নাই! আরও ভয় পেলেম! ভয়ে যেন জড় সড় হ'য়ে পোড়লেম! পালাবারও পথ খুজে পেলেম না! নীরবে—অধোবদনে রইলেম।

ক্লাভারিং—পাশববৃত্তির উত্তেজনায় অধীর হয়ে আমার হাত খানি ধোরে—সকাতরে বোল্লে "মেরি! সুন্দরি! প্রসন্ন হও তুমি। আমি তোমার অযোগ্য নই। টাকা, মান্, সম্ভ্রম, আমার কি নাই? মেরি! তুমি আমার হও!"

আমি নিরুত্তরে রইলেম। ক্লাভারিঙের প্রশ্নের আমি কি উত্তর দিব, তা ভেবেই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।—নীরবে রইলেম।

ক্লাভারিং আত্মজ্ঞান হারিয়েছে!—বেচারার মাথার ঠিক নাই।—প্রচণ্ড ইন্দ্রিয় লালসায় নরপশু পাশবপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। আমাকে নিরুত্তর থাক্তে দেখে ক্লাভারিং বোল্লে "কেন মেরী তুমি নীরবে রইলে? আমি কি তোমার একটি উত্তরও শুন্বার উপযুক্ত পাত্র নই? সন্দেহ রাখ কেন? মনের যে কথা, স্পষ্টই বল।—আমি তাতে কাতর হব না। সব কথা খুলে বল। সামান্য চাকরী কর তুমি!—বেশী বেশী পরিশ্রমে তোমার সোনার

দেহ কালি হয়ে গেছে। কাজ কি আর কাজে ? আমি তোমাকে সুখে রাখ্‌বো। তুমি যে কাজে এখন আছ, তোমার আবার এমন কতজন করুণা প্রতীক্ষায় হামেসা হাজির থাক্‌বে। সুখের কাননের কোকিল কোকিলা হয়ে—ছুজনে আজীবন সুখ ভোগ কোর্ব্বো। এমন সুখ তুমি ত্যাগ কর কেন ? বুঝে দেখ,—বেস কোরে ভেবে দেখ !" কতক্ষণ পরে ক্লাভারিং আবার বোল্লে "ভেবেই বা আর দেখ্‌বে কি ? ভাবনার যা, তা ত সকলই দেখ্‌তে পাচ্চ। বল মেরি ! তুমি আমার বাসনা পূর্ণ কোর্ব্বে ? বল, বল প্রাণাধিকে ! তুমি আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য কোর্ব্বে ?"

আমার বড় রাগ হলো। নীরবে থাক্‌লে পাগলের পাগলামী ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। শ্রীমতী দেখলে আমার আর নিস্তার থাক্‌বেনা। আমি সবলে হাত ছিনিয়ে নিয়ে রাগে রাগেই বোল্লেম "আমাকে আপনি ত্যাগ করুন। আমি মিনতি কোরে বোল্‌ছি, ক্ষমা করুন আপনি। দাসী আমি,—নীচ কাজ করি আমি, সম্পূর্ণই আমি আপনার অযোগ্য !—সরে যান ! ত্যাগ করুন। অযোগ্য দাসীর প্রতি এ অকারণ প্রেম সম্ভাষণ কেন ?"

"অযোগ্য ?—তুমি অযোগ্য ?" উৎফুল্ল হয়ে—উচ্চ হাসি হেসে, সরে সরে আমার কাছে ঘেঁসে বোসে ক্লাভারিং বোল্লে "তুমি অযোগ্য মেরী ? এ তোমার ভুল। তুমি ভদ্রতার অনুরোধে নিজেকে নিজে অযোগ্য বোলছ ! আমি বড় বড় ঘরের—অহঙ্কারী—বিলাসী খোস্ পোষাকী মেয়েদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। রূপ তাদের নাই, তারা কেবল বড় মানুষী আসবাবে বড় মানুষ সেজে বেড়ায় ! তাদের নিজের রূপ গুণ কিছুই নাই, রূপগুণ সেই সব বিলাস ভূষণের ! নিরভরণা সুন্দরীই সুন্দরী ! তোমার সৌন্দর্য্য জগতকে মোহিত কোরেছে। বল, বল মেরি ! তুমি আমাকে,——

"কখনই নয়। আপনার এ দুরাশায় !"আরও রাগ হলো। পাপিষ্ঠের পাপ রসনা রুদ্ধ হবার জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা কোল্লেম। তীব্রকণ্ঠে মর্ম্মান্তিক যাতনায় অধীর হয়ে বোল্লেম "কখনই নয়। এ আপনার দুরাশা ; প্রস্থান করুন। বিরক্ত কোরবেন না। বেশী কথার কি আবশ্যক ? আমি আপনার ছায়া স্পর্শ কোত্তেও কষ্ট বোধ করি।"

ক্লাভারিং আমার হস্ত ত্যাগ কোরে—অনেকক্ষণ ধরে কি ভেবে ভেবে উঠে দাঁড়ালো। যাবার সময় বোলে গেল "আচ্ছা, থাক তুমি ! যত সত্বর হয়, তোমার সঙ্গে বিরলে আমার একবার সাক্ষাৎ হবে।—মনের সাধে—তখন কথা কইব,—উত্তর নিব।"

ক্লাভারিং প্রস্থান কোল্লেন। আমিও বাড়ী এলেম। আমার মনে যে কষ্ট, তা গোপন কোত্তে পাল্লেম না। প্রধানা ধাত্রীকেপ্রাণের ব্যথা জানালেম, সে আমার দুঃখের কথা রহস্য কোরে উড়িয়ে দিলে। কত রহস্য বিদ্রূপ—রং তামাসা হলো। আমি সজল নয়নে ব্যথিত হৃদয়ে প্রস্থান কোল্লেম।

আর একটা দিন। এই একটা দিন কাটাতে পাল্লেই ভয় যায়। একটা দিন পরেই ক্লাভারিং সবান্ধবে প্রস্থান কোর্ব্বেন, আমার হাড়ে বাতাস লাগ্‌বে। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে মেয়েটিকে নিয়ে বাগানে চ'ল্লেম। মাননীয় তুইসদন সপরিবারে—সবান্ধবে বেড়াতে বেরুলেন। মনে ভাবলেম, তবে আর কোন ভয় নাই। প্রফুল্ল হয়ে মেয়েটাকে নিয়ে বাগানে এলেম। মেয়েটি খেলা কোরে বেড়াচ্ছে,—আমি একখানি লম্বা লোহার বেঞ্চে বোসে আপন মনে ভাবছি। ভাবনার ত আর সীমা নাই! একটি দুটি ভাবনা ত নয়, চিন্তা নিয়েই অভাগিনীর জন্ম, ভাবনা চিন্তা নিয়েই অভাগিনীর জীবন। আবার এই ভাবনাচিন্তাতেই দুঃখিনীর মৃত্যু। ভাবনাচিন্তা যেন অভাগিনীর হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা!

আপন মনে ভাবছি, ভাবতে ভাবতে চট্‌কা ভেঙ্গে গেল! চেয়ে দেখলেম,—সভয় সন্দেহে চেয়ে দেখলেম, আবার সেই আপদ! পাশে বোসে আবার সেই নরপশু ক্লাভারিং!

ক্লাভারিঙের মূর্ত্তি আরও ভয়ানক! ভাবে বোধ হলো, ক্লাভারিং যেন মরিয়া হয়ে এসেছে! আরও ভয় পেলেম! রাগও হলো! ক্লাভারিং আবার প্রীতিভরে যেন আমি তার কতই পরিচিত, যেন আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী, ঠিক এমনই ভাবে বোল্লে "মেরি! প্রিয়-তমে! ঈশ্বর আমাদের প্রতি বড়ই অনুকূল। দেখা কোত্তে চেয়েছিলেম, অবসর অনুসন্ধান কোচ্ছিলেম, কিন্তু এত শীঘ্র যে সে শুভ অবসর আসবে—এত শীঘ্র যে সে অবসর পাব, তা আমার জানা ছিল না। প্রিয়তমে! আজ তোমাকে বিরলে পেয়েছি। কোন চিন্তা নাই, ভয় নাই—লোকে কেহ দেখবে না, কেহ শুনবে না। বড় সুসময় আমাদের। বল মেরি! তুমি আমার! বল প্রিয়তমে! তুমি আমার বাসনা পূর্ণ কোর্ব্বে? ভয় পাও কেন?—লজ্জা কি তোমার? কাকে এত ভয়? এই ছোঁড়া গুলো? এই পেঁচা চোকো—মাংসপিণ্ড গুলো! প্রেমের এরা কি বুঝে? এস, সোরে এস, আমার বাসনা পূর্ণ কর।"

ক্লভারিং নীরব হলো। আমিও নীরবে রইলেম। নরপশু নিতান্তই হৃদয়হীন।—তা না হলে কি এমন অসহায়াকে এমন ভাবে অপমান ক'ত্তে পারে? চুপ্ কোরে থাক্‌তে দেখে ক্লাভারিং রেগে আগুণ হয়ে গেল! সদম্ভে উন্নতস্বরে আপনার ক্ষমতা জানিয়ে বোল্লে "মনে ভেব না মেরি, তুমি পালাবে। যদি পালাও, কখনই আমি তখন বল প্রয়োগে কুণ্ঠিত হব না। যদি চীৎকার কর, তবে মুখে কাপড় দিয়ে সে পথও তোমার বন্ধ কোর্ব্ব! পীড়াপীড়িতে কারই লাভ নাই। সহজে—আপন ইচ্ছায় যা হয়, তাই স্থায়ী—তাই সুখের। আমি তাতেই এখনো কিছু বলি নাই। অনুরোধ করি মেরি, স্বীকার কর।—বাসনা আমার পূর্ণ কর। তাতে তোমার ক্ষতি কি? তোমার বয়স হয়েছে!—যৌবনের সঞ্চার হয়েছে। তবে আর অমত কেন? ভয় কি তাতে?"

আর আমার ধৈর্য্য রইল না। উন্নত স্বরে বোল্লেম "আপনি না একজন পদস্থ লোক!

একজন ভদ্রলোক—সম্ভ্রান্তলোক—মানি লোক আপনি? এই কি তার পরিচয়? একজন অসহায়া—অরক্ষিতা বালিকার প্রতি অত্যাচার কোত্তে বাসনা? আপনি আমাকে মেরে ফেলুন—তবুও আমি জগতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে জগতকে সাক্ষী রেখে বোল্‌বো, আপনি ভীরু—কাপুরুষ—লম্পট! লণ্ডনের একজন জঘণ্য ঘৃণ্য কৃতদাসের যে ভদ্রতা—যে মূল্য, আপনার জীবনে তাও নাই।"

ক্লাভারিং আরও বিরক্ত হলো। আরক্তনয়নে বিদ্রূপ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বোল্লে "তা নয়। তুমি জান মেরী, আমি তোমাকে জুতা হতেও ঘৃণা করি। তুমি আমার দাসীর দাসীও নও। কিন্তু কি কোর্ব্বো, আমার হৃদয় যে আমার নয়। আমি যে তোমাকে ভালবেসেছি।—তাই দেখে বুঝি তোমার এত দর্প?—এত অহঙ্কার? তোমার সৌভাগ্য যে, আমি তোমার কাছে প্রেমভিক্ষা কোচ্চি। তোমার জানা উচিত, আমি কে!"

"জানি আমি, আপনি লম্পটের শিরোমণি। কুকুর প্রবৃত্তি আপনার!" রাগের বশে রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে আমার এই উত্তর।

নরপশু ক্লাভারিং সবলে আমার হস্ত ধারণ কোল্লে। সবলে হস্তধারণ কোরে আকর্ষণ কোল্লে। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চীৎকার কোল্লেম। অনুপায় হয়ে সাহায্য পাবার প্রত্যাশায় প্রাণপণে চীৎকার কোল্লেম। দ্রুতপদে কান্তিন্ এসে উপস্থিত হোলেন! ক্লাভারিং ভয় পেয়ে আমার হাত ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। কান্তিন্ ঘৃণায় রোষে উত্তেজিত হয়ে বোল্লেন "ক্লাভারিং! এই চরিত্র তোমার? অসহায়া অরক্ষিতা একজন বালিকার প্রতি এই অত্যাচার? বড়ই লজ্জার কথা, বড়ই পরিতাপের কথা। তুমি আমার বন্ধু, তা না হলে আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে ক্রটী কোত্তেম না। শান্তিরক্ষক আমরা, তোমার প্রতি আমার ক্ষমতা পরিচালনে অসমর্থ হয়ে বড়ই দুঃখিত হলেম।" কান্তিনের এই সুধামাখা কথায় আমার কর্ণে যেন অমৃত সিঞ্চন হলো। কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের চেষ্টা কোল্লেম—পাল্লেম না। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেবল একদৃষ্টে—কান্তিনের দিকে চেয়ে রইলেম। দৃষ্টি ফিরাতে পাল্লেম না।

ক্লাভারিং উত্তেজিত স্বরে বোল্লে "কান্তিন্! বন্ধু তুমি আমার, কিন্তু জেনে রাখ, আজ হতে আমি তোমার শত্রু হলেম। যে সুখসাধে তুমি বাধা দিয়েছ, তা আমি এজীবনে ভুল্‌তে পার্ব্ব না।—চোল্লেম আমি, তোমাকে আমার শেষ অনুরোধ, তুইসদনের নিকটে আমার জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।" এই মাত্র বোলেই দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বোল্লেম "মহাশয়! আমি আজীবন আপনার উপকার বিস্মৃত হব না। সামান্য একজন দাসী আমি, দুঃখিনী আমি, আমি এ উপকারের—এ কৃতজ্ঞতার পরিচয় কি দিব?"

সদয়হৃদয় মাননীয় কান্তিনের হৃদয়ে আঘাত লাগ্‌লো। প্রাণের ব্যথা তিনি বুঝ্‌লেন। আমার ব্যথায় ব্যথা জানিয়ে বোল্লেন "বুঝেছি আমি। বড় কষ্টেই তুমি পড়েছ। বাধ্য হয়েই হয় ত এই দুঃখের পাথারে ভেসেছ। চিরদিন হয় ত তুমি এমন ছিলে না। এমন যাবে না? আহা! বড় কষ্টই পাচ্চ তুমি।"

"আমার মা ছিলেন, আমি সুখী পিতার কন্যা ছিলেম, কিন্তু—

"তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি যে যন্ত্রণা পাচ্চ, আমি তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার জীবনী বড় রহস্যময়। সে সব আমি শুন্‌তে চাই। জানিনা কেন, তোমার জীবনের সুখদুঃখময় কাহিনী শুন্‌তে আমার বড় বাসনা হয়েছে। যদি বাধা না থাকে, তবে কাল সকালে এই খানে দেখা হবে। কালই বৈকালে আমি এখান হতে চলে যাব। সকালেই দেখা হবে। আপত্তি কিছু আছে কি? আপত্তি থাকলে সে জীবনী আমি শুন্‌তে চাই না। সে রকম প্রবৃত্তি আমার নাই।"

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লেম "না মহাশয়। কোন আপত্তিই নাই। আমার দুঃখের কথা কেহ শোনে না, শুন্‌তে চায় না, এতেই আমার বড় দুঃখ। শুন্‌তে বাসনা কোরেছেন, সে আমার সৌভাগ্য!" সন্তুষ্ট হয়ে কান্তিন্ প্রস্থান কোল্লেন। আমিও ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে এলেম। ভাবতে লাগলেম, এখন আমি করি কি? কাল দেখা করার কথা; এখন এই এক ভাবনা যে, এখন আমি করি কি?

অষ্টম লহরী।

সখের খানা।

তুইসদন প্রাসাদে আজ ধুম পোড়ে গেছে! বহুবন্ধুর সমাগম হবে। নাচ তামাসা হবে,—রহস্য বিদ্রূপ হবে,—ধুমধামের সীমা নাই! সহর হতে একজন বিখ্যাত পাচক এসেছে। প্রধান ভৃত্য জন, সহর হতে ভাল ভাল খাবার নিয়ে এসেছে। সকলেই তটস্থ।—সকলেই বিব্রত।—সকলেই ব্যস্ত! শ্রীমতী স্বয়ং সভাগৃহ সাজাচ্চেন। মাননীয় তুইসদন ছুটে ছুটে বেড়াচ্চেন! কোন বিষয়ে ত্রুটী না হয়, এই জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন হোচ্চে!—মহা সমারোহ ব্যাপার!

রাত ৯টার সময় নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হবে। তুইসদন তাঁদের অপেক্ষায় দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। যথেষ্ট সমাদরে অভ্যাগতগণকে গ্রহণ কোত্তে তিনি উন্মুখ হ'য়ে আছেন। ক্রমে এক একখানি গাড়ী সদর দরজায় লাগতে লাগলো। দেখতে দেখতে দরজা গাড়ীতে পুরে

গেল।—দেখতে দেখতে সভাগৃহ প্রায় চল্লিশটি সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিতে পূর্ণ হলো। তুইসদন ফিরে এলেন। সভায় এসে উপবেশন কোল্লেন। সভা সরগরম হয়ে উঠলো!

জন সসম্মানে চুপি চুপি মাননীয় তুইসদনকে কি জিজ্ঞাসা কোল্লে। তিনি উত্তরে বোল্লেন "তোমার কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর।" জন আদেশ প্রতিপালন কোল্লে। শ্রীমতী আপনার কর্কশকণ্ঠ যথাসাধ্য গোপন করে বোল্লেন "বিখ্যাত হাস্যরস অভিনেতা ত্রিপস্ এসেছেন। তার নিমন্ত্রণ ছিল। যথাসময়ে আসতে না পেরে লজ্জিত হয়েছেন। যদি অনুমতি হয়, তবে তিনি সভাস্থ হতে পারেন।

একজন উকীল বোল্লেন "ক্ষতি কি এমন? কিন্তু তাতে যে আইনী জনতার ত কোন সম্ভাবনা নাই?"

স্থানীয় বিচারপতি অবসর পেয়ে বোল্লেন "তা হলে অবশ্য আইন আমলে আস্‌বে। সাবধান! যেন তা না হয়।"

এক জন ডাক্তার ছিলেন, তিনি বোল্লেন "এতে স্বাস্থ্যহানীরও সম্ভাবনা। বেশী বেশী চীৎকার—কি গোলমাল হবে না ত?"

এই প্রকার বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হলো, ত্রিপস্ আসতে পারেন। জন তখনি প্রস্থান কোল্লে, আবার তখনি ত্রিপস্‌কে সঙ্গে কোরে ফিরে এলো। ত্রিপস্ সসম্মানে সকলকে অভিবাদন কোরে বোল্লে "আমি এক নূতন রহস্য অভিনয় কোত্তে চাই। সকলে অনুমতি করুন।" অনুমতি হলো। এক অলৌকিক হাস্যজনক বেশভূষায় ভূষিত হোয়ে ত্রিপস্ উঠে দাঁড়ালেন। চীৎকার কোরে নরমে,—হেসে হেসে, কেঁদে কেঁদে, কতই কথা উচ্চারণ কোল্লেন। শেষে শ্রীমতীকে লক্ষ্য কোরে বোল্লেন "খাঁদি! কাল পেঁচি! এখানে কত দিন আছিস্? বিকলহৃতের দল ছেড়ে কতদিন এসেছিস এখানে? বড় মজার কাজ কোরেছিস। বড় চালাক তুই। সে আজ ১২ বৎসর। তুইসদনের মাথাটা খেয়েছিস তুই। বড় ধড়ীবাজ, বড় জাঁহাবাজ মেয়ে তুই! বড় তাজ্জব কাজ হাত কোরেছিস।"

ত্রিপসের এই কথায় সভাস্থ সকলে ত অবাক! শ্রীমতী ত একবারে অচৈতন্য অজ্ঞান! যেন কলের পুতুল! মাননীয় তুইসদন চীৎকার কোরে বোল্লেন "কে আছিস রে এখানে? গলায় হাত দিয়ে বার কোরে দে! এই বুঝি তামাসা!—এই বুঝি রহস্য?"

জন দ্রুতপদে ত্রিপসের দিকে অগ্রসর হলো। সদয় হৃদয় কাপ্তিন বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। ত্রিপস্ প্রাণ নিয়ে দৌড়! শ্রীমতীর অসুখ হলো। শ্রীমান এই গুণবতী প্রেয়সীর অসুখ নিয়ে বিব্রত হ'লেন। সভাস্থগণ আহারাদি সেরে অগত্যা প্রস্থান কোল্লেন। হরিষে বিষাদ হলো! সে রাত্রি সেই ভাবেই গত হলো।

পর দিন সকলেই বাগানবাড়ী গেলেম। আমাদের পাচিকা ছেলেদের জন্য গত রজনীর

অবশিষ্ট খাবার দিয়ে গেল। ছেলেরা সেই খাবার নিয়ে একটা বড় দ্বরের হাঙ্গামা বাধিয়ে দিলে। বড় ছেলে ত ধনুর্দ্ধর! ভাগ কোরে দিতে গেলেম, শুনলে না। গ্রাহ্যতেই আনলে না। চীৎকার কোরে বিকট মুখভঙ্গী কোরে বোল্লে "তুই আমাকে ভয় দেখাস? তুই আমার উপর কর্তৃত্ব কোত্তে চাস্? বাঁদী তুই,—দাসী তুই,—সপ্তাহে দু শিলিং তোর আয়, তুই আমাকে ভয় দেখাস? এতবড় স্পর্দ্ধা তোর? বোলে দেব আমি। সব খাবার তুই একা খেয়েছিস। ডিকিকে তুই মেরেছিস। সব আমি মাকে বোলে দিব। মজা দেখাব আমি।"

এ ছেলে সব পারে! কাজেই ভয় পেলেম। বুঝিয়ে বোল্লেম "গস্থবশ! আমি ত কিছুই খাই নাই? কাকেও ত আমি মারি নাই। কেন তুমি মিথ্যা বোলবে?"

মিষ্ট কথায় দুষ্ট ছেলেও সময় সময় বশীভূত হয়। গস্থবশ নীরব হলো। আহার কোরে বিবাদ কোরে চীৎকার কোরে ছেলেরা বড়ই ক্লান্ত হয়েছিল। ঘুমিয়ে পোড়লো। আমি আবার ভাবনা চিন্তার খাতাপত্র খুলে বোসলেম। মাননীয় কাস্তিন আসবেন বোলে ছিলেন, আশা দিয়েছিলেন, এখনো দেখা নাই কেন? তিনি কি ভুলে গেলেন? সংসারে যাদের আশ্রয় নাই, একখানি শুষ্ক রুটীর জন্য যারা পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, একটি পেনীর জন্য যারা নয়নের জলে ভেসে ভেসে বেড়ায়, তাদের কেহ ফিরেও দেখে না! সংসারের অভিধানে মহৎ লোকের যত প্রতিশব্দ আছে, তাদের একটিও এদের দিকে চাইতে জানে না! কিন্তু কাস্তিন্ ত সে প্রকৃতির লোক নন। আমি তাঁর স্বভাব যতটা দেখেছি, তাতেই স্থির কোরেছি, তাঁর দেব চরিত্র। তিনি কি অভাগিনীকে ভুলে যাবেন?

বেলা হলো। ছেলেরা উঠলো, আর থাকতে পাল্লেম না। বাড়ী এলেম। তখনি সভাগৃহের ঘণ্টাধ্বনি হলো। সঙ্কেতে বুঝলেম, আমাকে লক্ষ্য কোরেই ঘণ্টা বেজে উঠেছে। দ্রুতপদে উপরে গেলেম। ঘরে একা তুইসদন।—গম্ভীর বদনে পাদচারণ কোচ্চেন। ভয় হলো!—আমি এতদিন আছি—এমন ভাব এক দিনও দেখি নাই। কাজেই ভয় হলো। ধীরে ধীরে মাথাটি নীচু কোরে দাঁড়ালেম। কতক্ষণ পরে তুইসদন আমার দিকে চাইলেন। সস্নেহ বচনে বোল্লেন "মেরি! কোন বিশেষ কারণে আমরা স্থানান্তরে যাব।—অগত্যা বাধ্য হয়ে তোমাদের বিদায় দিচ্ছি। মনে কিছু কোরো না। আমি এক এক মাসের অতিরিক্ত বেতন পুরস্কার দিয়ে সকলকে বিদায় দিতে মনস্থ কোরেছি। সকলের বেতনই দেওয়া হয়েছে, তুমিই কেবল বাকী। তোমার পুরস্কার আর বেতন গ্রহণ কর।" তুইস-দন তাহার টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোল্লেন। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! নিরাশ্রয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেম, সুখে হোক দুঃখে হোক মাথা রাখবার একটা স্থান ছিল, এতদিনে আমার সে আশ্রয়ও ফুরাল! কোথায় যাব, আবার কোথায় আশ্রয় পাব, এই ভাবনাতেই অধীর হলেম। অসুখে ছিলেম, কষ্টে ছিলেম, তবুও এখন ছেড়ে যেতে

কষ্ট হলো। করি কি, টাকা কয়টি তুলে নিলেম। দেখি, তার মধ্যে মোহর! ভাবলেম, ভুল হয়েছে। মাননীয় তুইসদন মনের ভুলেই হয় ত টাকা দিতে মোহর দিয়েছেন। তখনি সে কথা জানালেম, তুইসদন সহাস্যবদনে বোল্লেন "জানি আমি তা। জেনে শুনেই আমি দিয়েছি। ইচ্ছা কোরেই আমি দিয়েছি। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে আজীবন আমি এখানে রাখবো, আজীবনই তুমি এখানে থাকবে, তা হলো না।" আমি নয়নের জলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় হলেম। সকলেই প্রস্তুত। দাসদাসী, ধাত্রী, সইস, দ্বরোয়ান, সকলেরই জবাব হয়েছে। সকলেই আপন আপন দ্রব্যাদি নিয়ে প্রস্থানের উদ্যোগে আছে। আমিও বিষণ্ণ বদনে আপনার ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। আপনার বাক্সটি বাইরে রেখে একজন মুটের জিম্মা কোরে দিয়ে শ্রীমতীর নিকটে বিদায় নিতে চোল্লেম।

যাচ্ছি,—মনের দুঃখে ভাবনায় চিন্তায় অবসন্ন হয়ে যাচ্ছি;—সম্মুখে কাস্তিন্! আমাকে দেখেই বোল্লেন, "মেরি! আমি যে তোমার কাছে যাচ্ছিলেম!" আমি কোন উত্তর না দিয়ে, কি উত্তর দিব স্থির কত্তে না পেরে—নীরবে শ্রীমতীর ঘরের দরজায় উপস্থিত হলেম। দ্বার রুদ্ধ। পদশব্দ শুনেই শ্রীমতী জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কে?" উত্তর কোল্লেম "আমি।—আমি মেরী; বিদায় নিতে এসেছি।"

"আর ভিতরে আসার আবশ্যক নাই। যাও তুমি।" শ্রীমতীর এই উত্তর। এ উত্তরের কোন কারণ বুঝলেম না। যাবার সময় একবার সাক্ষাৎ কোত্তেও পেলেম না! ভাবতে ভাবতে ফিরে এলেম। তখনি দাসদাসীদের কাছে বিদায় নিয়ে ইউ সহরের দিকে রওনা হ'লেম। কাস্তিনের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ কোল্লেম না।

এক সকেরথানার সূত্রে এতটা কাণ্ড হয়ে গেল। বড় লোকের সকের থানা কি রকম, আগে তা জানতেম না; আজ বেশ জানলেম, মনের সঙ্গে গেঁথে রাখলেম, এরই নাম, বড়লোকের সকের থানা।

নবম লহরী।

আশায় মানুষ বাঁচে।

আবার আসফোর্ডে এলেম। চক্ষের জলে বিদায় নিয়েছিলেম, আবার চক্ষের জলে অভিনন্দন কোত্তে—জননী জন্মভূমিকে দুই বিন্দু অশ্রু জল উপহার দিতে আবার আসফোর্ডে এলেম। বেলা ২টা। তাড়াতাড়ি হোয়াইট ফিল্ডের বাড়ী গেলেম! সারা ও

জেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম।—সুখী হলেম। বোন্ দুটিতে বেস সুখেই আছে। কোন অভাবই নাই। করুণাময়ী শ্রীমতী হোয়াইটফিল্ড সারা ও জেনের সকল সুখেরই ব্যবস্থা কোরেছেন। আহার, পরিচ্ছদ, শিক্ষা, কোন বিষয়েরই তাদের অভাব নাই। গৃহস্বামিনী আমাকে সমাদরে গ্রহণ কোল্লেন। অনেক কথা হলো। কথা প্রসঙ্গে গৃহস্বামিনীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "আপনার কৃপায়—আপনার দয়ায় আমার ভগ্নী দুটি সুখে আছে! তাদের কোন কষ্টই নাই; আপনি উইলিয়মের কি কোন সংবাদ জানেন? রবার্ট কেমন আছে, জানেন কি আপনি?"

গৃহস্বামিনী বোল্লেন "উইলিয়ম বেশ ছেলে। সে আপনার গুণে ডাক্তার কলিন্সকে সন্তুষ্ট রেখেছে। তার জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। আমি তাকে পক্ষান্তে সাক্ষাৎ কোত্তে অনুমতি দিয়েছি। কিন্তু রবার্টকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানাও স্পর্শ কোত্তে দিই না। সেটা একেবারে অধঃপাতে গেছে। তার নাম মনে হলেও ঘৃণা হয়।"

প্রাণে বড় ব্যথা পেলেম। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা কোল্লেম "রবার্ট আজও কি তবে ম্যাথুর বাড়ীতে চাকরি কোচ্ছে?"

"হাঁ। সেই খানেই আছে, সেই খানেই তার সঙ্গী জুটেছে। রবার্ট দু জন পাকা বদ-মায়েসের দলে মিশে চরিত্রটা একবারে নষ্ট কোরে ফেলেছে।"

আমি তখনি উঠে দাঁড়ালেম। বিদায় নিয়ে বোল্লেম "আমি তবে আসি। এখনি যাব আমি। রবার্টের সঙ্গে এখনি আমি দেখা কোর্ব্বো।—বুঝিয়ে বোলবো। আমি তবে এখন আসি।—আবার দেখা হবে।"

দ্রুতপদে বেরুলেম। পথেই ডাক্তার কলিন্সের বাড়ী। আগে উইলিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। মনে কোরেছিলেম, রবার্ট আমাকে দেখে কতই সন্তুষ্ট হবে—কতই আনন্দিত হবে, কিন্তু উইলিয়মের মুখের দিকে চেয়ে—তার ভাব ভঙ্গী দেখে আমার সে আশা দূর হলো। উইলিয়মের বিষণ্ণ মুখ দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "উইলিয়ম! তোমাকে এমন বিষণ্ণ বোলে বোধ হ'চ্ছে কেন? কষ্টে পোড়েছ কি?"

"না না। কষ্ট কিছু নাই। যে কষ্ট মনের। ডাক্তার এখানে নাই—নিরুদ্দেশ! এক জন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পাওনাদারেরা সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক শীল দিয়েছে। ডাক্তারের আর কেহ ছিল না, স্ত্রী পরিবার ছিল না, ভালই হয়েছে। তা না হলে আরও বিপদে পোড়তে হতো।"

উইলিয়মের দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "রবার্টের সংবাদ কি? চার দিকে তার দুর্নামের ঝড় বয়েছে। তুমি কি তার কোন সংবাদ রাখ?" ম্লানমুখে উইলিয়ম উত্তর কোল্লে "রাখি।—সমস্ত সংবাদ আমি জানি। যে দুর্নাম রটেছে, তার এক বর্ণও

মিথ্যা নয়। বুল্‌ডগ আর সত্রিজ নামে দুজন পাকা বদমায়েসের কুমন্ত্রণায় রবার্ট নিজের সর্ব্ব-নাশ কোরেছে। আমাদের কথা ভুলে গেছে—অবস্থার কথা ভুলে গেছে। দুঃখের কথা কষ্টের কথা, কোন কথাই তার মনে নাই।"

বড়ই কষ্ট হলো। বালক উইলিয়মের যে জ্ঞান, তার শতাংশের একাংশ জ্ঞানও যদি রবার্টের থাকতো, তা হলে আর এতটা মনকষ্ট পেতে হতো না। আসন ত্যাগ কোরে উঠলেম। বোল্লেম "আমি তবে ম্যাথুর কারখানায় চোল্লেম। আমি একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে দেখি। যদি তার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়, যদি সে——" কণ্ঠরোধ হলো। কেঁদে ফেল্লেম। কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হ'লেম।

সান্ত্বনা কোরে উইলিয়ম বোল্লে "আবার এখনি আসবে ত? আজ রাত্রে এইখানেই আসবে ত?" সম্মত হয়ে বিদায় নিলেম।

মনের মধ্যে যে আগুণ জ্বলে উঠেছে, প্রাণের মধ্যে যে যন্ত্রণা হোচ্চে, তা প্রকাশ কর্ব্বার ভাষা নাই! ভুলেছিলেম, বাল্যকালের কথা,মাতাপিতার কথা,সেই দুঃখের কথা ভুলে ছিলেম, আজ রবার্টের ব্যবহারে সব কথা একে একে মনে পোড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে মাতার সমাধী-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হলেম। দেখলেম, আজ প্রায় দেড় বৎসরের পূর্ব্বে সমাধী-স্তম্ভ যে ভাবে গাঁথা হয়েছিল, আজও ঠিক সেই ভাবেই আছে! জননীর সমাধী-স্তম্ভ বারম্বার প্রদক্ষিণ কোল্লেম, কতই কাঁদলেম, মা মা বোলে কতই ডাকলেম। প্রাণের ব্যথায় পাগলের মত কত অসম্ভব কথাই জানালেম। সন্ধ্যা হলো।—বেরিয়ে এলেম।

ম্যাথুর কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। রবার্টের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ম্যাথু দুঃখিত হয়ে বোল্লেন "আর কোথায়? সরাবখানায় সন্ধান লওগে যাও। রবার্ট আমাকে হাড়েহাড়ে জ্বালাচ্চে। করি কি, কেবল তার পিতার গুণে আমি সে সব আজও সহ্য কোরে আছি। তা না হলে এত দিন তাকে ভাল রকমই শিক্ষা দিতেম।"

কারখানা বাড়ী হতে বেরুলেম। পল্লির এক পার্শ্বে সরাবখানা। দ্রুতপদে সরাব-খানার উদ্দেশে চোল্লেম। অন্ধকার পথ, জনমানবের গতিবিধি নাই! তবুও মনের কষ্টে মরিয়া হয়ে চলেছি। যাচ্চি, জ্ঞান নাই। মনের মধ্যে ভাবনা চিন্তার হাট লেগে গেছে। এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেম, একটা গোলমেলে হাসির ধমকে চট্‌কা ভেঙে গেল, চেয়ে দেখলেম, সম্মুখেই সরাবখানা। নিকটে গেলেম, সদর দরজা বন্ধ। একটি মাত্র জানালা খোলা। পা টিপে পা টিপে—গোপনে গোপনে সেই জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেম। দেখলেম, রবার্ট আর দুজন লোক একত্রে মদ খাচ্চে—রহস্য বিদ্রূপ কোচ্চে,এক একবার মদের খেয়ালে ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠছে! তিন জনের মূর্ত্তিই ভয়ানক। চোক লাল—চোক দুটি যেন ঘুরচে, চুল ওস্‌কো খোস্‌কো? কথার ভয়ানক জড়তা! এই সব দেখে মনে যে কি কষ্ট

হলো, তা আর এখন প্রকাশ কোত্তে পাচ্চি না। হায়! এ সময় আমাদের পিতা কোথায়? স্নেহময়ী মা আমার কোথায়?

দেখাই কোর্ব্বো না! রবার্ট নামে যে একটি ভাই ছিল, সে কথা আর মনেই আনবো না! এই ভেবে বেরিয়ে যাচ্চি, আড্ডাধারী চীৎকার কোরে বোল্লেন "কে যায়?" সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতালের দল ভাঙা গলায় চীৎকার কোরে বোল্লে "কে যায়?" প্রহরীরা সেই 'কে যায়' শব্দের সঙ্গে যোগ দিয়ে বোল্লে "কে যায়?" আর যেতে পাল্লেম না, দাঁড়ালেম। আড্ডাধারী আমার সম্মুখে এসে বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে চেয়ে বোল্লেন "ওঃ—মেরী প্রাইস? তুমি এখানে? রবার্টকে দেখ্‌তে এসেছ বুঝি?" আমি বোল্লেম "হাঁ।" আড্ডাধারী আমাকে সেই ঘরটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দিলেন। আমি ধীরে ধীরে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেম। মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর হয়ে বোল্লেম "রবার্ট! তুমি এমন হয়েছ? দুঃখিনীর সন্তান আমরা—পিতৃমাতৃ হীন পথের কাঙাল আমরা, সব ভুলে গেছ ভাই! বাইরে এস, শোন একটিবার, আমার একটি কথা শোন!"

রবার্ট লজ্জিত হলো! আমার কথা মত বাইরে এল, দরজা পেরিয়েছে, এমন সময় বুল্‌ডগ বোল্লে "রব! যেও না!—এখনো বলছি,—কথা শোন—যেও না! ফিরে এস!" রবার্ট দাঁড়াতে বাধ্য হলো। পাপিষ্ঠের মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে রবার্ট দাঁড়াতে বাধ্য হলো। আর এক জন মাতাল বিকট অঙ্গভঙ্গী কোরে হাসতে হাসতে বোল্লে "চমৎকার সুন্দরি! বাহবা! এমন বোন তোমার? এমন বোনের ভাই তুমি? তাজ্জব! এদিকে আনো! এই খানে বসাও! খাতির যত্ন কর! এক পাত্র দিয়ে মান রাখ। এমন সুন্দরী যদি আমার বোন হতো, তাকে আমি কখনই এমন ভাবে ছেড়ে দিতেম না। বাহবা! রব! আসতে বল! তোমার বোনকে এ দিকে নিয়ে এস তুমি! আমার কোলে বসিয়ে দাও।"

অসহ্য হলো! চীৎকার কোরে মর্ম্মান্তিক উচ্ছ্বাস ভরে বোল্লেম "রবার্ট! তোমার সম্মুখে আমার এত অপমান? তোমার সম্মুখে তোমার ভগ্নীর এমন অপমান তুমি সহ্য কোচ্চ রবার্ট? তোমার মনুষ্যত্ব কি একটুও নাই? পশু সমাজে মিশে—পশুর দলে মিশে একেবারে পশু হয়েছ তুমি?"

একটা বড় দরের ধমক দিয়ে বুল্‌ডগ বোল্লে "চুপ মাগী! জ্যাটামী রেখে দে! এক কীলে মাথার খুলি উড়িয়ে দিব। আমি বুল্‌ডগ, না চিনে কে আমাকে? ভয় না করে কে আমাকে? চুপ কোরে থাক।"

আমি আবার বোল্লেম "রবার্ট! একটিবার আমার কথা শোন,—বাইরে এস। একটি কথা বোলে যাই।"

দারুণ অনিচ্ছায় রবার্ট সরাবখানার বাইরে এলো! এসে কেবল দাড়িয়েছে, টলতে

টলতে বুল্‌ডগ এসে উপস্থিত! জড়ানে জড়ানে কথায়—বাঁকা মুখে, লাল চোক ঘুরিয়ে বোল্লে "রব! চোল্লেম আমরা। আসতে হয়, এস। ইচ্ছা না হয় যাও। কাল তোমাকে ভাল রকম বুঝে নেব।"

রবার্ট আর থাক্‌তে পাল্লে না। কাতর হয়ে বোল্লে "মেরি! যাই তবে আমি। কাল কারখানা ঘরে দেখা হবে।" এই বলেই প্রস্থান। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম।

পর দিন সকালেই কারখানায় গেলেম। রবার্ট অনুপস্থিত। ম্যাথু বোল্লেন "কাল বেশী বেশী মদ খেয়ে রবার্ট বেহেড হোয়ে পোড়েছিল। তাই এক সপ্তাহের ছুটী নিয়েছে!" তার পর কথায় কথায় আমার অবস্থার কথা উঠলো। শেষে ম্যাথু একখানি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে বোল্লেন "দেখ।" আমি আগ্রহে আগ্রহে পোড়্‌লেম। দেখলেম, লেখা আছে ;—

কর্ম্মখালি।

এক জন ধার্ম্মিক ব্যবসায়ীর কার্য্যালয়ের জন্য এক জন বিক্রেতার পদ শূন্য আছে। যিনি প্রভুকে ভয় করেন এবং বিক্রয় কার্য্যে পারদর্শী, তাঁহার আবেদনই সমধিক আদরণীয় হইবে।

আরও একটি।

একজন ধাত্রীরও আবশ্যক। শিল্প কার্য্য তাঁহার করণীয়। পরিশ্রমী, নম্র ও যুবতী হইলেই ভাল হয়। প্রসংশা পত্রের অনু-লিপি সহ (পত্র দ্বারা হইলে) নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

জঃ অঃ মঃ

স্মরগেট ষ্ট্রীট, দোবর।

বিজ্ঞাপন পাঠ শেষ হইলে ম্যাথু বোল্লেন "মিশিতর আমার পরিচিত। অতি ভদ্রলোক তিনি। বিখ্যাত মণিহারীর দোকান তাঁর। বাল্যকালের সহপাঠি তিনি আমার। আমি তোমাকে বোলে দিতে পারি। অতি সুখী পরিবার তাঁর—কোন কষ্ট হবে না। সুখে থাকবে। ইচ্ছা হয় যদি, আবশ্যক হয় যদি, বল, আমি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। তোমার পিতার গুণে আমি বড়ই মুগ্ধ। চাকর মনিব সম্পর্ক নয়, কৃতজ্ঞতা দেখানই আমার আবশ্যক।

কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে ক্রুটী কোল্লেম না। বারম্বার অভিবাদন কোরে বোল্লেম "আমার আর অমত কি ? দুঃখের পাথারে ভেসে ভেসে বেড়াচ্চি, অবলম্বন পেলেই আমার যথেষ্ট !"

ম্যাথু সন্তুষ্ট হ'লেন। তখনি তিনি একখানি পত্র লিখে দিলেন। পত্র নিয়ে আমি মিশিতারের সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেম। বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমার ভাবী প্রভু মাননীয় মিশিতার তখন সারাকানহেডে অবস্থান কোচ্ছিলেন।

সাক্ষাৎ হলো। মাননীয় মিশতরের দেহ দীর্ঘ, ক্ষীণ, ললাটে চিন্তার রেখা সর্ব্বদাই দেখা যায়, চুল গুলি কটা, বেশ ভূষায় তত যত্ন নাই। মিশিতার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কি প্রয়োজন তোমার !" অভিবাদন কোরে পত্রখানি দিলেম। পাঠ শেষ কোরে বোল্লেম "তোমারই নাম কি মেরী প্রাইস ? বেস ! থাকবে তুমি ? আমার জিজ্ঞাপন দেখেছ ত ? আমি যা চাই, তোমার দ্বারা সে সব নির্ব্বাহ হবে ত ?"

পুনর্ব্বার অভিবাদন কোরে বোল্লেম "প্রভুর আজ্ঞা যথাসাধ্য প্রতিপালনে আমি কখনই ক্ষান্ত থাকবো না ? পূর্ব্বতন স্থানে কেমন কর্ম্ম করেছি, তার প্রশংশা পত্রও আছে আমার।

"শিল্প কর্ম্ম, সন্তান পালন, এ সব জানা আছে ত ? ধর্ম্মে ত মতি আছে ?"

আমি উত্তরে বোল্লেম "জ্ঞানে আমি কখন অধর্ম্ম করি নাই, কল্পে প্রবৃত্তিও নাই। শূচী-কর্ম্ম ও সন্তান পালন আমার কতক কতক জানা আছে।"

"তবে প্রস্তুত হও। আপাততঃ বেতন প্রতি বৎসর ৫ পাউণ্ড। আমার স্ত্রী বড় দয়ালু, বড় সরল—বড় নম্র। মনোমত কাজ কোল্লে বেতন বৃদ্ধি কোরে দিবেন। বৈকালেই আমি দোবর যাত্রা কোর্ব্বো। প্রস্তুত হও। আমার সঙ্গেই যাবে তুমি।"

অভিবাদন কোরে বিদায় নিলেম। তুইসদন যে বেতন দিতেন, তা হতেও এ সামান্য, তবুও আমি স্বীকার কোল্লেম। দ্রুতপদে উইলিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে বিদায় নিলেম।

ডাক্তার কমিশনের ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখতে উপদেশ দিয়ে, সারা ও জেনকে সংবাদ দিয়ে রওনা হ'লেন। পথিমধ্যে টমীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। টমী হাসতে হাসতে বোল্লে "কি ? মেরী প্রাইস তুমি নাকি ? ভাল আছ ত তুমি ? আমিও বেশ আছি। তা নয় তা

নয়! উইলিয়ম বড় ভাললোক। দিও, কিছু কিছু দিও!" টমী আপন মনে বিড় বিড় কোরে আরও কি বোলতে বোলতে চোলে গেল।

যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছিলেম। গাড়ী প্রস্তুত ছিল, যাওয়া মাত্রই রওনা হলো। যাবার সময় দেখলেম, বুল্‌ডগ আর সব্রিজ আমার নূতন প্রভুর বাক্স প্যাটরা আমাদের গাড়ীতে তুলে দিলে। বাক্সের উপর বড় বড় কাল কাল হরপে মিশিতারের নাম লেখা। সন্দেহ হলো। আবার তখনি সে সন্দেহ দূর হলো। ম্যাথুর মুখে প্রশংসাবাদ শুনেছি, চেহারা দেখে—ধর্ম্মের ভনিতা দেখে মনের সন্দেহ দূর হলো। রওনা হলেম।

দশম লহরী

অনাথিনী!

আঁকা বাঁকা পথে—হেলতে দুলতে দ্রুতগামী আমাদের গাড়ী দোবের সহরে মিশিতারের ফটকে এসে লাগলো। একটি কৃশাঙ্গী রমণী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, বক্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে মিশিতারকে বোল্লেন "এসেছ প্রিয়তম!" মাননীয় মিশিতার গাড়ী হতে নামতে নামতে বোল্লেন "হাঁ। এসেছি আমি। এই মেয়েটিকে আমি ধাত্রীর কাজে নিযুক্ত করেছি। প্রিয় বন্ধু ম্যাথুর সুপারিস।—অতি সচ্চরিত্র, কোন দোষ নাই।" ভাবে বুঝলেম, ইনিই মাননীয় মিশিতারের গৃহিনী। অনুমানে অনুমানে অভিবাদন কোল্লেম। পতির প্রশ্নে পত্নীর উত্তর "হাঁ। মেয়েটি মন্দ নয়। কাজকর্ম্মেও বোধ হয় ভাল হবে।" গৃহিনী এই পর্য্যন্ত বলেই আবার সেইরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। মাননীয় মিশিতার সস্ত্রিক সভাগৃহে উপবেশন কোল্লেন। ঘণ্টাধ্বনি হলো! হাঁপাতে হাঁপাতে একটি মলিনবেশা স্থূলাঙ্গী সভাগৃহে দর্শন দিলেন। মিশিতার বোল্লেন "বেতসি! যাও, একে সব কাজ কর্ম্ম বুঝিয়ে দাওগে যাও। ঘর দেখিয়ে দাও।—সব কাজ কর্ম্মের কথা বেশ কোরে বোলে দিও।" আমি বেতসীর সঙ্গে বাগান বাড়ীতে এলেম। মিশিতরের সন্তানেরা তখন আপন মনে খেলা কোচ্চে। বেতসী ছেলেদের সঙ্গে আমার পরিচয় কোরে দিলেন। ছেলে মেয়ে মস্তক গণনায় ছয়টি। তিনটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। বড় ছেলের বয়স দশ, আর ছোট ছেলের বয়স ১ বৎসর। এত অল্প সময়ে এত গুলি সন্তান! আশ্চর্য্য জ্ঞান কোল্লেম। কিন্তু প্রকাশ কোল্লেম না।

বেতসীর হাতে অনেক কাজ! বড় বড় পরিশ্রমীরা ৫ জনে যে কাজ নির্ব্বাহ করে,

বেতসীর হাতে তত কাজ! বেতসী কিন্তু তাতে কাতর নয়! পাচকের কাজ, দাসীর কাজ, খিদমদগারের কাজ, রজকের কাজ, সহচরীর কাজ, সংসারের যত নামের যত কাজ আছে, এক মাত্র বেতসীই তা যেন একচেটে কোরে রেখেছে। স্বয়ং গৃহিনী বেতসীর সহকারিণী! সাপ্তাহিক ধৌত কার্য্যে—গৃহ পরিষ্কারে শ্রীমতীই বেতসীর অনেক সাহায্য করেন। এতেই বোঝা যায়, শ্রীমতীর এ সংসারে আধিপত্য অতি অল্প। অন্য লোকের সঙ্গে এ সংসারের যে সম্বন্ধ, শ্রীমতীর তদপেক্ষা আধিক কিছু নাই। তাঁর বিষণ্ণ বদনই তার পরিচয়!

মিশিতারের মণিহারী দোকানের কর্ম্মচারী দুটি। তারা পেটভাতে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করে। পাওনা অতি সামান্য!—তবুও তারা প্রভুভক্তি প্রদর্শনে আজও কাতর নয়। লোক দুটি দু রকমের। একটি লম্বা, একটি বেটে; একটি ক্ষীণ একটি মোটা, এক জন খুব চালাক, একটি বোকার শীরোমণি; প্রথমটির নাম শুনলেম, ষ্টিফেন! ছোটটির নাম এখনো শুনি নাই। ষ্টিফেন বড় চালাক। বেতসী বলে, ষ্টিফেনের জন্যই মণিহারী দোকান চোলচে। তারই মিষ্ঠ কথায়—তারই সদ্ব্যবহারে দোকানের যা পসার। ষ্টিফেনকে দেখলেও একথা বিশ্বাস হয়।

বেতসীর কাছে আরও অনেক সন্ধান পেলেম। বুঝতে পাল্লেম, মিশিতার একজন পাকা কৃপণ! ছেলেদের আহারের সময় মিশিতার স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। ছেলেরা বেশী না খায়,—বেশী খেয়ে খরচ বাড়িয়ে না ফেলে, এইটেই তাঁর এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য! ছেলেরা খেয়ে খেয়ে পেট বাড়িয়ে ফেলে, এটি তার ইচ্ছা নয়। এতে দু দিকে ক্ষতি। বেশী খেলে খোরাকী-খরচ বেশী পড়ে, অসুখ হলে ডাক্তার খরচ আছে। এই সব ভেবে চিন্তে অর্থনীতিজ্ঞ মিশিতার এই উপায় অবলম্বন কোরেছেন। আমাদের ব্যবস্থাও এই রকম। শুষ্ক রুটী, শুষ্ক মাংস, পচা পনীর, শীতল জল, আহারের এই রকম ব্যবস্থা। মিশিতারের মুখে শুনতে পাই, লোকের কাছে গর্ব্ব কোরে সর্ব্বদাই মিশিতার বোলে থাকেন, খোরাকী খরচই তাকে দেউলে কোত্তে বোসেছে।”

শ্রীমতী যেন স্বামীর কাছে জু জু! দেখলেই মুখ শুকিয়ে যায়! সাহস কোরে কোন কথা বোলতে তাঁর যেন বুক শুকিয়ে যায়! ছেলে গুলি নিয়ে শ্রীমতী যেন বিব্রত হয়ে পোড়েছেন! সদাই যেন শঙ্কা,—সদাই যেন ভয়,— সদাই যেন শঙ্কোচ।

একদিন বড় শীত, চারিদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন! দক্ষিণে বাতাস বইচে। বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্‌ কোরে উঠ্‌ছে। সে দিন রবিবার। মিশিতার ধার্ম্মিক লোক, গির্জ্জায় যাওয়া তাঁর না হলেই নয়। কিন্তু আজ বড় দুর্য্যোগ। ঘরের বার হওয়া দায়। মিশিতার ঘোষণা কোরে দিল্লেন, ভোজনাগার পরিষ্কার কোরে সেইখানেই উপাসনার স্থান স্থির কর।” এই বলেই মিশিতার দোকানে গেলেন। শ্রীমতী স্বামীর আদেশ প্রতিপালনে কাল

বিলম্ব কোল্লেন না। স্বহস্তেই ভুক্তাবশিষ্ঠ মাংসের টুক্‌রা, হাড়, রুটীর ছাল, আলুর খোসা, সব পরিষ্কার কোল্লেন। ভোজন পাত্রগুলি সব পরিষ্কার কোল্লেন। টেবিলের উপর জাজিম পাতা হলো। একে একে উপাসকগণ আসন নিলেন। উপাসকের সংখ্যা ৪ টি। আমি, শ্রীমতী, দোকানের চাকর ছুটি। ছেলেদের নিয়ে বেতসী তখন বাগান বাড়ীতে। মিশিতার এখনো আসেন নাই। আমরা তাঁর অপেক্ষায় আছি।

সহাস্য মুখে মিশিতার দর্শন দিলেন। হাসিতে নিজের বুদ্ধির প্রসংশার বুক্‌নী মিশিয়ে গর্ব্বভরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন "চমৎকার বুদ্ধি আমার!—চমৎকার ফন্দি কোরেছি। ব্যবসায়ে বুদ্ধি চাই! বুদ্ধির বলেই ব্যবসা। বড় সরেশ বুদ্ধি আমার মাথা হতে বেরিয়ে গেছে। পাঁচ পাঁচ গ্যালন বীর সরাবে এক এক গ্যালন খাঁটি—নিভাজ শীতল জল মিশিয়ে দিয়েছি। ভাল, পরিষ্কার সাদা চিনি ৪ ভাগে এক ভাগ খড়ির গুড়া মিশিয়ে দিয়েছি! এক এক শিশি পমেটমে পড়তা মত আসল পমেটম শিকি ভাগেরও কম আছে। কত লাভ, একবার ভেবে দেখ দেখি? এমন বুদ্ধি না হোলে কি ব্যবসা চলে?" মিশিতারের চোকে মুখে হাসির ফোয়ারা উঠ্‌লো! হেসে হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লেন। এমন হাসির তরঙ্গ আমি আর কখনো মিশিতারের মুখে দেখি নাই।

হাসির বেগ প্রতিরুদ্ধ হলে মিশিতার আসনে উপবেশন কোল্লেন। ছুটি স্তোত্র পাঠ হলো। মাননীয় ম্যাথুর মুখে প্রকাশ, ইনি তাঁর সহপাঠি; কিন্তু পড়ার ভাঙ্গীতে ইনি যে কখন বিদ্যালয়ের ছায়া স্পর্শ করেছেন, তা ত বোধ হয় না। যথানিয়মে উপাসনা শেষ হলো। এ উপাসনার ফল কি, তা বুঝ্‌তে পাল্লেম না। যার মাথায় এমন ধরণের জুয়াচুরী সকল সর্ব্বদাই আধিপত্য করে, যে লোকের সর্ব্বনাশ কোরে—লোক ঠকিয়ে আনন্দ লাভ করে আপনার বুদ্ধির প্রসংশা করে, উপসনায় তার কি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে? উপাসনা শেষ হতেই মিশিতার আসন ত্যাগ কোল্লেন। দোকানের চাকর ছুটিও বিদায় পেয়ে প্রস্থান কোল্লেন। মিশিতার বোল্লেন "মেরি! এস আমার সঙ্গে।" শ্রীমতী ম্লানমুখে বোল্লেন "আমি যাব কি?"

"না।" বিরক্তি মাখা ভাঙ্গীতে মিশিতার উত্তর কোল্লেন "না। তোমার যাবার আর কি আবশ্যক?"

শ্রীমতী তথাপি বোল্লেন "দোকানের একজনকে ডেকে দিব কি?"

"আঃ!—" বিরক্তির পূর্ণ নিদর্শন প্রদর্শন কোরে—উচ্চ কণ্ঠে মাননীয় মিশিতার বোল্লেন "সব কাজেই তোমার তাড়াতাড়ি! সব কাজেই উত্তর না কোরে তুমি থাক্‌তে পার না! এখি কুঅভ্যাস তোমার?" শ্রীমতী একটু অপ্রস্তুত হ'লেন। মিশিতারের সঙ্গে সঙ্গে আমি একাই চল্লেম।

একটা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। ঘরটার মধ্যে ঘোর অন্ধকার! যেন ঘুট ঘুট কোচ্চে!—একবারেই কিছু দেখা যায় না!—গেলেম!—দরজায় দাঁড়ালেম!—প্রবেশ কোত্তে সাহস হলো না।

মিশিতার আলো জ্বাল্‌লেন। আলোতে দেখ্‌লেম, ঘরের মধ্যে মাটির ভিতরে গাড়া শারি শারি ৪।৫ টা লোহার সিন্দুক। সিন্দুক গুলি পরস্পর মোটা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। মিশিতার পকেট হতে এক তাড়া চাবি বার কোরে—একটা সিন্ধুক খুলে ফেল্লেন। সিন্ধুক হতে সুতুলী দিয়ে বাঁধা—মোটা কাগজ মোড়া গোটাকতক পুলিন্দা বার কোল্লেন। আবার সিন্ধুক বন্ধ কোরে—আলো নিবিয়ে—বাইরে এলেন। পুলিন্দা গুলি আমার হাতে দিয়ে অগ্রসর হোলেন, আমি পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম। যাচ্চি,—আর আড়ে আড়ে সেই পুলিন্দা গুলির শিরোনাম দেখ্‌ছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাল একটা পুলিন্দার উপর লেখা আছে, বুল ডগ ও সত্রীজ। প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো! যে সন্দেহ কোরেছি-ছিলেম, সেই সন্দেহটা বদ্ধমূল হয়ে গেল। জেনে রাখ্‌লেম, মিশিতার এক জন পাকা বদমায়েস!—সত্রীজের দলের একজন শির সর্দ্দার।

দোকানে উপস্থিত হলেম। মাননীয় মিশিতার সহাস্তবদনে আমার হাত হতে পুলিন্দা গুলি নিলেন। শেষে আদর কোরে—যেন প্রেমভরে আমার গাল টিপে দিলেন। কটাক্ষ কোরে বোল্লেন "মেরি! চমৎকার সুন্দরী তুমি।" আমি দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেম।—মিশি-তারের ব্যবহারে আমার ক্রোধের আগুন যেন জ্বোলে উঠ্‌লো। মনের কুঅভিসন্ধি বুঝলেম। ক্রমেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, সংসার কাননে মিশিতার একটি ভয়ানক হিংস্র জন্তু!

কাঁদতে কাঁদতে এসে গৃহিণীকে সমস্ত কথা জানালেম। দুঃখিনী আমার নয়নজলের সঙ্গে যোগ দান কোল্লেন। আমার রোদনে তাঁর চক্ষেও জলধারা দেখা গেল। কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেন "মেরি! সব জানি। স্বামীর ব্যবহারে আমি যে কি মর্ম্মদাহ ভোগ কোচ্ছি, তা মুখে প্রকাশ করা যায় না। আছি, থাকি, দেখি, আর ভোগ করি; এই পর্য্যন্ত। যে স্বামীর মুখের একটি কথারও প্রত্যাশী নয়, যে স্বামীর কাছে এ পর্য্যন্ত কেবল ভর্ৎসনা সহ্য কোরে আস্‌ছে, তার মত হতভাগিনী আর কে আছে? স্বামী বর্ত্তমানেও বিধাত আমাকে অনাথিনী কোরেছেন। আমি নিজের ভাবনা ভাবি না। নিজের জন্য—নিজের জীবিকার জন্য আমি ভাবি না। যত ভাবনা—যত চিন্তা, আমার ছেলে মেয়েদের জন্য। হতভাগিনীর সন্তানেরা পথের ভিখারী! এক দিনের তরেও ত পিতৃস্নেহ লাভ তাদের ভাগ্যে ঘটে নাই! এসব ঘটনা মেরি! সবই এই হতভাগিনীর অদৃষ্ট গুণে ঘোট্‌ছে!—যদি ছেলে মেয়ে গুলি না হতো, তা হলো মেরি এতদিন,—এতদিন—কোন কালে এ যন্ত্রণার অবসানের পথ কোত্তেম।"

আমি নিজের অপমান ভুলে গেলেম। গৃহিণীর রোদন দেখে আমার কিছুই আর মনে রইল না। গৃহিণী বস্তুতই দুঃখিনী। কত বুঝালেম,—বুঝি কি আমি, তবুও যা মনে হলো, তাই বোলে বুঝালেম। বস্তুতই দেখ্‌লেম, গৃহিণী নাথ বর্ত্তমানেও অনাথিনী।

একাদশ লহরী।

নদী-তটে।

দুমাস অতীত! দীর্ঘ দীর্ঘ দুটি মাস দেখ্‌তে দেখ্‌তে অতীত হলো! তুইসদনের জীর্ণ কুটীর ত্যাগবরে—এই নির্দ্দয় নিষ্ঠুরকৃপণ মিশিতারের আশ্রয় গ্রহণ করে, দুই মাস অতীত হলো! উইলিয়মের পত্র পেয়েছি!—ডাক্তার কলিন্স তাঁর বন্ধুদিগের সাহায্যে অর্থ-দায়ে মুক্তিলাভ কোরেছেন,—আবার তিনি আপন বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। আবার তাঁর নাম পসার—সম্ভ্রম যশ সব ফিরে পেয়েছেন। উইলিয়ম সুখে আছে। সারা ও জেন পূর্ব্ব-বৎ বিবি হোয়াইট ফিল্‌ডের আশ্রয়ে আছে। তাদেরও কোন কষ্ট নাই। এদের তিনজনের জন্য আমার ভাবনা নাই, যত ভাবনা যত চিন্তা, রবার্টের জন্য। কত ভাবনাই যে ভাবছি,—কত দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রি ভাবনা চিন্তায়—জেগে জেগে কাটিয়েছি, তা গণনায় আসেনা। হত-ভাগ্য রবার্ট ম্যাথুর চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। নিজে বাসা ভাড়া নিয়েছে!—কাজ কর্ম্ম নাই। কোথায় থাকে—কি হয়, কিছুই জানি না।—বড়ই ভাবনা হয়েছে।

একদিন ছোট ছেলেটিকে নিয়ে দোবরের তটে প্রভাত বায়ু সেবনে বেরিয়েছি। আকাশ বেশ পরিস্কার, পথ দিব্যি খট্‌খটে। বড় ছেলেমেয়ে তাদের মায়ের সঙ্গে মাতামহী দর্শনে গেছে। এই দুমাসের মধ্যে এই তাদের প্রথম ছুটি। বেড়াচ্ছি, পশ্চাতে কার পদশব্দ শুন্‌তে পেলেম। ফিরে চাইলেন। আনন্দের সঙ্গে দেখ্‌লেম, কাস্তিন্! আনন্দে-লজ্জায় যেন ম্লান হয়ে পোড়লেম। লজ্জায় অধোবদন হলেম। কাস্তিন আমার হাত খানি ধোরে বোল্লেন "মেরি! তবে তুমি ভাল আছ?" উত্তর দিতে পাল্লেম না। কি উত্তর দিব, ভেবে পেলেম না!—নীরবে রইলেম। কাস্তিন আমার হাত ধরে নিকটের লৌহ আসনে বসা-লেন। কলের পুতুলের মত উপবেশন কোল্লেম। কাস্তিন সাগ্রহে সানন্দে বোল্লেন "অনেক দিনের পর দেখা। তুমি এত শীঘ্র যে তুইসদনের আশ্রয় ত্যাগ কোর্ব্বে, তা আমার জানা ছিল না। এসেছ, বেশ হয়েছ। তুইসদনের আর কিছুই নাই। লোকটা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছে!—দেশ ছেড়ে গেছে! এখানে তুমি আছ কেমন?"

ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, "দাসী-বৃত্তিই যার জীবিকা, তার আবার সুখ কোথায়? আমি এ আশ্রয় যত শীঘ্র পারি পরিত্যাগ কোর্ব্বো।"

"ত্যাগ কোর্ব্বে তুমি? আগ্রহ সহকারে কাস্তিন্ বোল্লেন "এ আশ্রয় ত্যাগ কোর্ব্বে তুমি? আঃ মেরী, তুমি জান না, তুমি হয় ত বুঝতে পার নাই, আমি তোমার জন্য কত কষ্ট সহ্য কোরেছি।—কত কষ্ট ভোগ কচ্চি। অনেক বন্ধু আমার; গর্ব্বের কথা নয়, ধনবান পিতার সন্তান আমি, মান সম্ভ্রম—খ্যাতিযশঃ, ধন মান, অভাব কি আছে? আমি সে উপায় কোর্ব্বো। তোমার জন্য—মেরি, আমি কত যন্ত্রণা—"

"আমার জন্য?" ব্যথা পেয়ে উত্তর কোল্লেম "মহাশয়! আমার জন্য—একজন দাসীর জন্য আপনার কষ্ট?"

"হাঁ মেরী। ঠিক তাই। প্রকৃতই আমি তোমার জন্য বিস্তর অসুবিধা ভোগ কোরছি। ক্লাভারিংকে পরাস্থ কর্ব্বার জন্য আমাকে তার সঙ্গে দন্দ্ব যুদ্ধ কোত্তে হয়েছিল। ঘোরতর তলোয়ার যুদ্ধ! আমি গুরুতর আঘাতই পেয়েছিলেম। সুচিকিৎসকের সাহায্য পর্য্যন্ত নিতে হয়েছিল,—এখন বেশ সেরে গেছে। এই বিবাদে আমাকে বদলী হতে হয়েছে। এই সহরেই আমি এখন আছি। অদূরেই আমার সেনা-নিবাস। মেরি! বল,—বল তুমি, আবার কখন তোমার দেখা পাব? আজ বড় সৌভাগ্য আমার! বল—বল তুমি, এই সৌভাগ্যের পুনরুদয় আবার কবে কত দিনে হবে?"

"তা আমি জানি না। পরের চাকর আমি,—কেমন কোরে বোল্‌বো? আর হয় ত দেখা না হ'তে পারে। কাজ কি আর? আপনি সম্ভ্রান্ত পদস্থ ভদ্রলোক, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে কেন আপনি সে মানসম্ভ্রম নষ্ট কোর্ব্বেন?"

"সম্ভ্রম নষ্ট হবে?" ব্যগ্রতা জানিয়ে কাস্তিন উত্তর কোল্লেন "সম্ভ্রম নষ্ট হবে? কিসের মান মেরি? আমি এখনি বিদায় নিচ্ছি। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনই আমি কোন কাজ কোর্ব্ব না। এখনি বিদায় হব আমি, কিন্তু মেরি!—সত্য বল, আমি তোমার জন্য যে যন্ত্রণা বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি, তুমি কি তা জানতে পেরেছ?"

আমি কোন উত্তর দিলেম না। দিলেম না কি, দিতে পাল্লেম না। মর্ম্মাহত হয়ে হতাশ হয়ে কাস্তিন ধীরে ধীরে শিবিরের উদ্দেশে অগ্রসর হ'লেন। যাবার সময় কাস্তিনের বিষণ্ণবদন দেখে হৃদয়ে বড় আঘাত পেলেম। নিজের ব্যবহারে শত সহস্র ধিক্কার দিলেম।

ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা হলো। তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। উপরে যাচ্ছি, পাশের ঘরে কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেম।—দাঁড়ালেম। কৌতুকের বশেই দাঁড়ালেম। একটি বামাকণ্ঠ তীব্রস্বরে বোল্‌ছে "তুমি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছ! পথে বসিয়েছ

৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তুমি! আমি আমার নিজের জন্য ভাবি না। সমস্ত দিন সূচী-কার্য্য কোরে আমি অনায়াসে জীবন কাটাতে পার্ব্ব; না জুটে, অনাহারে প্রাণত্যাগ কোর্ব্বো; কিন্তু তোমার ছেলে দুটির উপায়? তোমার ঔরসে এই হতভাগিনীর গর্ভে যারা জন্মগ্রহণ কোরেছে; তাদের উপায়? বৎসরে ১২ পাউণ্ড! এই কি তাদের পক্ষে যথেষ্ট? তারা বড় হয়েছে, শিক্ষার কাল গত হোচ্চে, তাদের প্রতি তোমার এই ব্যবহার? তুমি ঘোরতর বদমায়েস! বদমায়েসী চক্রে ফেলে আমার সর্ব্বনাশ কোরেছ!—আমার হৃদয় কাননে তুমি অনুতাপের দাবানল জ্বেলে দিয়েছ! তুমি মিশিতার, আমাকে অকূল দুঃখের পাথারে ভাসিয়েছ! বেইমান,—জুয়াচোর!—পাপিষ্ঠ! তুমি কি মনে কর, আজও আমি তোমাকে ভালবাসি? মিথ্যা কথা। আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি! আমার পোষা কুকুরের প্রতি যে ভালবাসা, আমার সে ভালবাসাও তোমাতে নাই। কুক্ষণে আমি তোমার চাকরী স্বীকার কোরেছিলেম। অন্ধ মা আমার পেটের দায়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াতেন, সেই জন্যই তোমার আশ্রয় নিয়েছিলেম। জানতেম না, আমার অদৃষ্ট-আকাশের সুখ-চন্দ্রের রাহু তুমি, আমার আশাকুসুমের হেয়তম কীট তুমি! বালিকা তখন আমি, ভালবাসা প্রণয়ের কিছুই বুঝতেম না,—তাই তোমার প্রলোভনে মুগ্ধ হয়েছিলেম। যাকে বোলেছিলে, আজীবন সুখরাজ্যের রাণী কোরে রাখবে, সে মূর্ত্তি এখন তোমার চক্ষুশূল! মনে পড়ে নরাধম, এই মূর্ত্তি তোমার মুখে পবিত্র বোলে উচ্চারিত হয়েছিল, এই মূর্ত্তি তুমি হৃদয় ফলকে আজীবন অঙ্কিত রাখবে বোলেছিলে, কৈ? তোমার সে কথা সব কোথায়? মিথ্যাবাদী তুমি। জেনে রাখ, আমি তোমার সব জানি। কালপ্রভাতেই শতকণ্ঠে সহস্র কণ্ঠে তোমার অমানুষী কীর্ত্তির ঝঙ্কার শুন্‌তে পাবে।" অভিমানে মর্ম্মদাহে অনুশোচনার তীব্র বহ্নিতে বিদগ্ধ হয়েই যেন রমণী এই কথাগুলি উচ্চারণ কোল্লেন।

সভয় জড়িত কণ্ঠে মিশিতার উত্তর কোল্লেন "কেন মার্গরেতা, তুমি এমন কথা বলচো? আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। প্রতিযোগীতায় আমি ধ্বংশ হতে বসেছি। সকল ব্যবসায়ীই আমার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন কোরেছে। তাতেই না ব্যয় সংক্ষেপ, তাতেই না কষ্ট? তা না হলে তোমাদের কেন কষ্ট দিব?"

"কেন কষ্ট দিবে?" মর্দ্দিত লাঙ্গুল ভুজঙ্গিণীর ন্যায় গর্জ্জন কোরে মার্গরেতা বোল্লেন "কেন কষ্ট দিবে? তুমি কি জানাতে চাও যে, তুমি বড় গরীব? তোমার সেই লোহার সিন্দুক সব কোথায়? বুড় বয়সে আজও সে ব্যবসা বুঝি ছাড়তে পার নাই; সে কথা যাক। তুমি আর একজনের সর্ব্বনাশ কোত্তে বোসেছ। তুমি কি বল, আমি হিংসা কোরে বোলছি? ভাল তাই স্বীকার কোল্লেম।—হিংসাই আমার হয়েছে।' হিংসা কোরেই আমি একথা বোলছি। তুমি আবার এক সুন্দরী বালিকাকে ধরে এনেছ! বড় সুন্দরী সে। তারই

এখন সর্ব্বনাশ করা তোমার অভিপ্রায়! সেই সব ষড়যন্ত্রই এখন হোচ্চে!" এই কথায় আমার বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠলো। মিশিতার বোল্লেন "প্রিয়তমে! এ তোমার ভুল। মেরীপ্রাইসের স্বভাব অতি সুন্দর। ভ্রমেও তুমি এ কথা মনে স্থান দিও না।"

"আমি জানি তার চরিত্র আদর্শ, কিন্তু সে বালিকা, তোমার মায়া ফাঁদ—প্রলোভন চক্র অতিক্রম করা কি তার সাধ্য হবে? থাক, বেশী কথা কইবার সময় আমার নাই। প্রবৃত্তিও নাই। আমি তোমাকে ভয় দেখাতে আসি নাই। শেষ সংবাদ দিতে এসেছি। কালই জান্‌তে পার্ব্বে, আমি প্রতিশোধ নিতে পারি কি না।"

ভীত হয়ে ধীরে ধীরে মিশিতার বোল্লেন "ক্ষমা কর আমাকে। আর আমাকে মজিও না। আমি তোমার বৃত্তি বাড়িয়ে দিলেম। নগদ এই বিশ পাউণ্ডের নোট নাও।"

মার্গরেতা যেন গ্রহণ কোল্লেন। উৎফুল্ল হয়ে হাসতে হাসতে মিশিতার বোল্লেন "মার্গরেতা! তোমার যৌবন-সাগরে আবার জোয়ার দেখা দিয়েছে যে। চমৎকার সেজেছ তুমি। যৌবনের সৌন্দর্য্য আবার ফিরে পেয়েছ না কি? একটি চুম্বন——"

"না না। আর না। আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।" এই বোলে মার্গরেতা দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন। মিশিতার একজন সামান্য লোক নন!

তাড়তাড়ি ঘরে এলেম। ভ্রমণবেশ পরিত্যাগ কোরে—একটু বিশ্রাম কোরে ছেলেটিকে খাবার দিচ্চি, এমন সময় সঙ্কেত ঘণ্টায় ঠং ঠং কোরে দুবার আঘাত হলো। বুঝলেম, আমাকেই লক্ষ্য কোরে ঘণ্টাধ্বনি হয়েছে। তাড়াতাড়ি ভোজনাগারে উপস্থিত হলেম। দেখলেম, মিশিতার একাকী। দোকানের কর্ম্মচারী দুটি আহার কোরে প্রস্থান কোরেছে। ঘরের মধ্যে আমি আর মিশিতার। জিজ্ঞাসা কোল্লেম "আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?"

বিলোল কটাক্ষ কোরে—রহস্য পূর্ণ স্বরে মিশিতার উত্তর কোল্লেন "হাঁ। তোমার খাবার প্রস্তুত, আহার কর।"

সভয়ে উত্তর কোল্লেম "না। আমি কিছুই আহার কোর্ব্ব না। আমার ক্ষুধা নাই।" এই বোলে প্রস্থান কোত্তে অগ্রসর হলেম। বাধা দিয়ে কথঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে মিশিতার বোল্লেন "যেও না। শোন আমার কথা। আমি এসব ভালবাসি না। খাও। সব না পার, যা পার খাও, শোন, দাঁড়াও।" মিশিতার অমার হাত ধোর্ত্তে অগ্রসর হোলেন। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল, পালালেম। এক নিশ্বাসে একেবার নীচে এসে হাঁপ ছাড়লেম। মিশিতার বারান্দায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে তখনও বোল্‌তে লাগলেন "ছুটে যাও কোথায়? ফিরে এস! কথা শোন!" কেইবা তার কথা শোনে। প্রাণপণে ছুটে রন্ধনশালায় প্রবেশ কোল্লেম। হাঁপাতে হাঁপাতে—দুঃখে কষ্টে নয়নজলে ভাসতে ভাসতে বেতসীকে দুঃখের কথা বিপদের কথা জানালেম। বোল্‌ছি, এমন সময় বাইরে দৃষ্টিপাত কোল্লেম, বিপদের উপর বিপদ!

ভয়ের উপর ভয়। দেখলেম, সব্রীজ আর বুলডগ! প্রাণের মধ্যে কেঁপে উঠলো! ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগলেম! ভয়ে ভয়ে বেতসীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "এরা কে?" বেতসা বোল্লে "কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছে। তোমার পাশের ঘরে এদের অপেক্ষা কোত্তে হুকুম হয়েছে।" এই মাত্র শুনে আরও ভয় হলো! তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ কোল্লেম। বেলা ৮ টার সময় সামান্য জলযোগ মাত্র কোরে ছিলেম, সমস্ত দিনটে মাথার উপর দিয়ে চোলে গেল। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে গেছে, সর্ব্বশরীর অবসন্ন! মুখ দিয়ে কথা সোরছে না। মাথা ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুরচে। কষ্টের সীমা নাই। মরার মত এসে বিছানায় পোড়লেম।

একটু পরেই বেতসী আমার পাশের ঘরের দরজা খুল্‌লে। ভাবে বোধ হলো, পদশব্দ শুনে জান্‌তে পাল্লেম, সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর যোগ্যসঙ্গী দুটিও এসেছে। বেতসী বা'র হতে দরজা বন্ধ কোরে চোলে গেল। বোম্বেটে দুটো, গল্প আরম্ভ কোরে দিলে।

সব্রিজ গম্ভীর স্বরে বোল্লে "বেন্! বড় মজাই হয়ে গেছে। খুব হুঁসিয়ার থাকিস্। কাজটা হাত করাই চাই।" উত্তরে বুলডগ বোল্লে "তা আর আমাকে বোলছিস্? দেখ, আমাদের রবার্টের বোন—সেই যে—কি নামটা তার ভাল, মনে কর্ না রে? ভুলে যাই সে নামটা। কি—মেরী? মেরীই বটে। এখানেই সে ছুঁড়ী আছে। চমৎকার সুন্দরী বটে; কি বলিস। মেরী ত মেরীই!"

বাধা দিয়া সব্রিজ বোল্লে "চুপ চুপ্। বুড়োটা আসছে।" মিশিতার গৃহ মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। হাসতে হাসতে বোল্লেন "কি হে, খবর কি? অনেক দিন পরে দেখা যে?"

বুলডগ বোল্লে "আপনার অনুগ্রহ নাই, কাজেই আর আসা ঘটে না। বড় বিপদে পোড়েছি আমরা। কাজ কর্ম্ম এক রকম বন্ধ! উপকার করুন। সমস্ত জিনিস পত্রই ত আপনার হাত দিয়ে বিক্রি হবে, তাতে আর ভয় কি?"

বাধা দিয়া মিশিতার বোল্লেন "ভয়ের কথা নয়। তবু কত চাই তোমার? এক গিনি হলে বেশ চোলবে বোধ হয়?"

"এক গিনি?" উপেক্ষার হাসিতে কথাটা উধাও কোরে দিয়ে বুলডগ বোল্লে "এক গিনি? বিশ গিনির দরকার। তাই চাই।—পুরাতন ঘাঁটিদার তুমি।—না দিলে ছাড়বো না। চাইই—চাই। এখনি—এই দণ্ডেই চাই।"

ক্রুদ্ধ হয়ে মিশিতার বোল্লেন "দেখ বুলডগ! তোমার চড়া কথার অমি কোন ধারই ধারি না। বেশী ফাজলুমী করোনা। এখনি পুলিশ ডেকে দিব।"

"পুলিশ? পুলিশের ভয় রাখিনা মশায়, আমি একা নই। দলের লোক জানে, আমরা কোথায় এসেছি! যদি গোল কর, পুলিশ ডাক, কাল তোমার একখানি ইটও থাকবে না।

ভাল চাওত, দাও। সোজাসুজী মানুষ আমি, অত ফের ফাঁপের বুঝিনা। এখন হতে যা হবে তোমাকেই দিব। এই টাকা তখন কেটে নিও। আর কি চাও?"

মিশিতার নরম হয়ে বোল্লেন "অত টাকা নাই, বড় জোর দুগিনি দিতে পারি।"

"আচ্ছা, তাই দাও।" সব্রিজ বিবাদ মিটাবার অভিপ্রায় কণ্ঠস্বরে প্রকাশ কোরে বোল্লে "তাই দাও, মিছে ঘরাও বিবাদে কি আবশ্যক?"

কতক্ষণ নীরবে থেকে মিশিতার বোল্লেন "এক গিনি আমার কাছে আছে, আর ৫ গিনি তোমরা আস্ফোর্ড ডাক ঘরে পাবে।"

"দাও, তাই দাও।" সব্রিজ যেন কিছু না কিছু না নিয়ে ছাড়বে না। মিশিতার তাঁর হৃদয় শোণিত তুল্য গিনিটি দিলেন কি না, জান্তে পাল্লেম না, কিন্তু বোম্বেটে দুটো তখনি বেরিয়ে গেল। ভাবে বোধ হলো, গিনিটি তারা হস্তগত কোরেছে।

এই সব ঘটনার পর শ্রীমতী নিশিতারা ছেলে পুলে নিয়ে ঘরে এলেন। সকাল সকাল আহারাদি সেরে শয়ন কোল্লেন, আমার অদৃষ্টে আজ এক রকম উপবাস। শুয়ে শুয়ে কত ভাবনাই ভাবছি। রবার্টের ভাবনা, মিশিতারের চরিত্র, বোম্বেটের কাণ্ড, ইহার উপর সর্ব্ব প্রধান ভাবনা, সেই—নদীতটে।

দ্বাদশ লহরী

আবার— আবার সেই বোম্বেটে!

শুয়েছি,—ঘুম আস্ছে না। বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়েছে! একটা বিভীষিকাময়া নিস্তব্ধতা বাড়ীর সর্ব্বত্র আধিপত্য কোচ্চে। জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই! সকলেই নিদ্রার সুখ ভোগ কোচ্চে, আমিই কেবল জেগে আছি! শুয়ে শুয়ে আপন মনে জীবনের কত ভাবনাই ভাবছি।

ভাবছি, হঠাৎ একটা কিসের শব্দ হলো!—চম্‌কে উঠ্‌লেম! কাণ পেতে শুনলেম, দরজা ভাঙ্গার শব্দ! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌লেম! সকলেই ঘুমিয়েছে, আমিই এখন জেগে, করি কি? ভেবেই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। একবার মনে কোল্লেম চেঁচাই, সকলকে ডেকে তুলি, কিন্তু তখনি আবার ভয় হলো! যদি ডাকাতের দল আমার উপরই অত্যাচার করে? কেটে ফেলে? তা হলে চেঁচালে আমার প্রাণ যায়! না চেঁচালে—না ডাক্‌লে প্রভুর যথাসর্ব্বস্ব যায়। এখন করি কি? ডেকে তোলাই স্থির কোল্লেম। সকলে জেগে উঠ্‌লে, ডাকাতেরা বেশী কিছু কোত্তে পার্ব্বে না। আবার ভাবলেম, আমার ডাকে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে যদি ডাকা-

তেরা আমাকে ধরে ফেলে, তা হলে? চুপে চুপে গিয়ে ডাকি! এই যুক্তিই সার যুক্তি। উঠ্‌লেম, বাতি জ্বাললেম। অতি আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে দরজা খুল্‌লেম। গা কাঁপতে লাগলো। কেঁপে কেঁপে বাতিটা হাত হতে পোড়ে গেল। ছুটে ঘরের মধ্যে এলেম। আবার আলো জ্বাললেম। বেরুচ্চি,—ঘরের দরজা পেরিয়েছি, একজন এসে খাঁ কোরে মুখ বেঁধে ফেল্লে! ভয়ে—প্রাণের আশঙ্কায় আমি অচৈতন্য হলেম।

যখন চৈতন্য হোলো, তখন দেখি, আমি বাড়ীর বাইরে দোবরের তীরে এক গাছ তলায়! কি কোরে আমাকে এরা এত দূর এনেছে, জানিনা। অচৈতন্যে ছিলেম, জ্ঞান ছিল না। জানি না। এখন চেতন পেয়ে আরও ভয় পেলেম! অন্য ডাকাত নয়, অপরিচিত নয়, সেই বুলডগ আর সত্রীজ! বুলডগ বড় একগাছা রুল আমার মুখের কাছে ঘুরিয়ে, চোক পাকিয়ে হেঁকে হেঁকে বোল্লে "কথা কবি যদি, তবে তোর মাথা ফাটিয়ে দিব। চুপ কোরে থাক।" এই বোলে ভয় দেখিয়ে পকেটে হাত দিলে। ছোট ছোট দুটি শিশি বার কোরে নিজে একটি খেয়ে ফেল্লে, সত্রিজকে একটি দিলে। অনুভবে বুঝলেম, মদ।

সত্রিজ বোল্লে "বেশ মতলব খাটিয়েছিস্। ছুঁড়ীটাকে এনে বড় ভাল কাজ হয়েছে। আর কেহই জানে না, সব জানে কেবল এই ছুঁড়ীটে। একে সরিয়ে দিলে আর কোন গোল থাক্‌বে না। লোকে ভাববে, এইই সব চুরী কোরেছে! মালপত্র, টাকা কড়ি, এইই সব হাত কোরে গা ঢাকা হয়েছে। চমৎকার বুদ্ধি তোর!"

আত্ম প্রসংশার তরঙ্গে হাবুডুবু খেয়ে, বিকট হাঁসিতে আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে আতঙ্কের লহরী তুলে বুলডগ বোল্লে "এই রকমই ত চাই। বুদ্ধিতে কি না হয়! এখন একে সাবাড় করার উপায় কি? যদি মেরে ফেলে এখানে কোথাও ফেলে দিয়ে যাই, তা হলেই ত কাল সকলে দেখবে। জলে ফেলে দিলে ভেসে উঠ্‌বে, করি কি তবে? এক মতলব আছে। একে টেনে নিয়ে গিয়ে স্রোতে ফেলে দি। ভেসে চলে যাগ। কথনই বাঁচাবে না, ভেসে ভেসে কোন্ দেশে চোলে যাবে। কি বলিস্?"

"তাও হয় না। তাতেও প্রকাশ হবে। এক কাজ কর, ঐ পাহাড়ের উপর হতে ছুঁড়ী-টাকে নীচে গর্ত্তের মধ্যে ফেলে দে। একবারেই কাজ নিকেশ, একবারেই দফা রফা! এক বুদ্ধিতেই ফর্সা!" সত্রিজ এই বুদ্ধির আবিস্কারে নিজেই ধন্য জ্ঞান কোল্লে।

বুলডগ বোল্লে "আর এক কথা। যদি রব জান্‌তে পারে যে, আমরা তার ভগ্নীর এই কাণ্ড কোরেছি, তা হ'লে?"

"তা হলে তোর মাথা!" রাগের ধমক দিয়ে সত্রিজ বোল্লে "কিসে সে জান্‌তে পাৰ্ব্বে? এখানে যে আমরা এসেছি, তা আর কে জানে? কে তাকে জানাতে যাবে? এ সর্ব জিনিশের ভাগ কোনও শালাকে এক শিলিঙও দিব না।"

আমার বড়ই দুঃখ হলো। উপস্থিত কষ্ট চেয়েও আমার এই কষ্ট অধিক হলো। হতভাগ্য রবার্ট এখন বোম্বেটের দলে মিশেছে? পিতার অতুল মান রবার্ট কলঙ্কসাগরে ডুবালে? এ পরিতাপ—এ যন্ত্রণা আসন্ন অপমৃত্যু হতেও আমার অধিক হলো।

বোম্বেটেরা আমাকে টেনে পাহাড়ের উপর তুল্লে। মনে মনে বেশ বুঝ্‌লেম, এই আমার জীবনের শেষ! দুঃখিত হলেম না! আমার জীবন যত শীঘ্রই শেষ হয়, এ পাপের অনুতাপের জীবন যত শীঘ্র নষ্ট হয়, ততই ভাল। তবে অপমৃত্যু,—এই যা কষ্ট! ভাবতে অবসর পেলেম না, প্রাণ ভিক্ষা চাইবার অবকাশ পেলেম না, বাঁধা মুখ আরও দৃঢ় কোরে বেঁধে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে! ফেলে দিলে জান্‌লেম, তারপর কি হলো, জান্‌তে পেলেম না! বড়ই আঘাত পেলেম! পাথরে মাথা কেটে গেল।—— অচৈতন্য হলেম!

কতক্ষণ অচেতনে ছিলেম, জানি না। ক্রমে ক্রমে চৈতন্য পেলেম। দেখলেম, সর্ব্বাঙ্গ ভিজে! সুড়ঙ্গের মধ্যে জল! জলে পোড়েছি—পড়েই আছি। বেশী জল ছিল না। কাদা ছিল! মাটি আর পাথরের গুড়া মিশান কাদা! নরম কাদা—তাই রক্ষা! প্রাণ গেল না! যন্ত্রণার প্রাণ—কষ্টের প্রাণ, তাই নষ্ট হলো না।

বড় শীত বোধ হলো। উঠ্‌বার চেষ্টা কোল্লেম, পাল্লেম না। পথ পেলেম না। অনেক চেষ্টা কোরে——অনেক কৌশলে পাথর ধোরে ধোরে উঠ্‌লেম। পাহাড়ের উপর হতে গাছের আড়াল দিয়ে নীচে এলেম, চারিদিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখলেম, বোম্বেটের দল চোলে গেছে। তখনি ছুটে ছুটে প্রাণের ভয়ে—মনের কষ্টে প্রাণপণে ছুটে বাড়ী এলেম।

তখন সকলেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন! চারদিক নিস্তব্ধ, কারও সাড়া শব্দ নাই! আমি দ্রুত পদে দরজার সম্মুখে গিয়ে ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি কোল্লেম। তিনবার সঙ্কেত ধ্বনিতে বেতসী দরজা খুলে দিলে। আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন আশ্চর্য্যজ্ঞান কোল্লে। কাতর কণ্ঠে বোল্লেম "বেতসি! আমাকে উপরে নিয়ে চল। যাই আমি! মরি আমি! মহা বিপদ সর্ব্বনাশ! সবই বোল্‌বো! বড় বিপদে পোড়েছি। সেই—সেই বোম্বেটে!"

ত্রয়োদশ লহরী।

বিলাতী বিজ্ঞাপন।

ঘরে এসেছি।—জানি। শুয়েছি, জানি। তার পর কি হয়েছে, জানি না। অচেতনে ছিলেম, জানি না। চেতনা পেয়ে দেখলেম, বেতসী ও শ্রীমতী নিশিতারা আমার পাশেই

বোসে আছেন। তীব্র ব্রাণ্ডির গন্ধ পেলেম, আধ গ্লাস ব্রাণ্ডি এখনো শ্রীমতীর হাতে, বুঝলেম, ব্রাণ্ডি খেয়েছি। বুক জ্বলছে, কষ্ট হোচ্চে, প্রকাশ কোত্তে পাচ্চি না। আগুন জ্বালা হয়েছে, সর্ব্বাঙ্গ সেঁক দিয়েছেন, সুস্থ হয়েছি। কর্ত্তা এলেন। মাননীয় মিশিতার গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "হয়েছে কি মেরী? কেন তোমার এমন হয়েছে?"

"একটু বিলম্ব কর।" কাতর স্বরে শ্রীমতী নিশিতারা বোল্লেন "একটু বিলম্ব কর। সাংঘাতিক আঘাত, একটু সুস্থ হতে দাও।"

আমি কৃতজ্ঞতায় উৎফুল্ল হয়ে বোল্লেম "সর্ব্বনাশ হয়েছে।—ডাকাতি হয়েছে। চুরী হয়েছে।"

"চুরি!" এক সময়ে তিন জনের বিস্ময়পূর্ণ স্বর ধ্বনিত হলো "চুরি? কে চুরী কোরেছে মেরী? কখন চুরী হয়েছে মেরী?"

"সেই দুজন ডাকাত। আজ সন্ধ্যার সময় যারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছিল, তারাই চোর। সব নিয়ে গেছে। রুপার বাসন, টাকাকড়ি, তৈজসপত্র, কিছুই বাকী রাখে নাই। সব নিয়ে গেছে।"

অধিকতর বিস্মিত হয়ে শ্রীমতী নিশিতারা বোল্লেন "কি সর্ব্বনাশ! আজ এ কি সর্ব্বনেশে কথা শুনালে মেরী?"

আমি সমস্ত কথাই খুলে বোল্লেম। আরও বোল্লেম, 'এখনো গাড়ী কোরে গেলে চোর ধরা পোড়লেও পোড়তে পারে। আসফোর্ডে তারা গেছে।' আমার কথা শুনে মিশিতার তখনি রওনা হোলেন। বেতসী ও শ্রীমতী আমাকে সুস্থ দেখে প্রস্থান কোল্লেন। আমি একটু ঘুমুলেম।

সকালেই ঘুম ভেঙে গেল। উঠবার শক্তি নাই। সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক ব্যথা! পাশ ফিরতে কষ্ট হয়। বিছানাতেই পোড়ে থাকলেম। ১০ টার সময় সংবাদ পেলেম, মাননীয় মিশিতার ফিরে এসেছেন, সব জিনিসই পাওয়া গেছে। শ্রীমতীর মুখে শুনলেম, চোরেরা পৌঁছিবার আগেই মিশিতার তাদের আড্ডায় পৌঁছেছিলেন। ভয় দেখিয়ে—অনেক কৌশল খাটিয়ে অপহৃত দ্রব্যাদি সব ফিরিয়ে এনেছেন। মিশিতার এ চুরীর কথা গোপনে রাখবেন, স্বীকার কোরে এসেছেন। হলোও তাই। প্রকাশ করা হলো না। আমি উইলিয়মকে সমস্ত লিখে প্রকাশ কোত্তে নিষেধ কোরে দিলেম। ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা হয়ে গেছে। দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী স্মিথসন্ কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। কেন, তা প্রকাশ নাই। কেহই তা জানে না। মাননীয় মিশিতার তার চরিত্রে সন্দেহ কোরেছেন, স্মিথসন ভয় পেয়ে পলায়ন কোরেছে!

এই ঘটনার এক পক্ষ পরে আমি ভোজনাগারে প্রবেশ কোচ্চি, দেখি, মিশিতার গম্ভীর বদনে—পদচারণ কোচ্ছেন। মুখ দেখেই বোধ হলো, মনে বড় ব্যথা পেয়েছেন। শ্রীমতী নিশিতারা জানালার ধারে বোসে আছেন। মিশিতার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে বোল্লেন "ধন্য-কাল মাহাত্ম্য! যাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন কোল্লেম্, কাজ কর্ম্ম শিখালেম্, সেই এখন বিশ্বাস ঘাতকের কাজ কোল্লে? পায়ে জুতা ছিল না, গায়ে জামা ছিল না, পেটে রুটি ছিল না। আমি পথের ভিখারীকে দয়া কোরে স্থান দিয়েছিলেম। সন্তানের মত দেখ্‌তেম, একত্রে আহার কোত্তেম, বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেম, তারই এই ফল? সেই উপকারের এই প্রত্যুপকার? এই কি সংসারের রীতি?—বিধাতার বিধান পুস্তিকার এই কি যোগ্যতম নিয়ম? বিধাতা, যিনি পাপীর প্রতিফল ও পুণ্যবানের পুরস্কার দাতা, তাঁরই কি এই জঘন্য হেয়তম বিধান হতে পারে? মনে বলে হতে পারে না, কিন্তু প্রাণে বলে হতে পারে! তা না হলে কি এমন হয়? হৃদয় শোণিতের বিনিময়ে যাকে রাখ্‌লেম, সেইই, তার একমাত্র অবলম্বন—একমাত্র আশ্রয় নষ্ট কোল্লে? পক্ষী শাবক উড়তে শিখ্‌লেই উড়ে যায়, কিন্তু সেও ত তার বাসনীড় নষ্ট করে না! মানুষ হয়ে জন্তু হতেও অধম!—ইতর জন্তু হতেও ইতর!" এক নিশ্বাসে এই মর্ম্মভেদী আক্ষেপ উক্তি পরি সমাপ্ত কোরে মর্ম্মাহত মিশিতার যেন কতকটা শান্তি পেলেন। বাস্তবিকই স্মিথসন অকৃতজ্ঞ।—বাস্তবিকই সে বিশ্বাস ঘাতক। গোপনে অনুমতির অপেক্ষা না রেখে এতদূর অনিষ্ট সাধন কৃতঘ্নতার জলন্ত দৃষ্টান্ত! স্মিথ্‌সনের চরিত্র চিন্তা কোরে বড়ই দুঃখিত হলেম।

স্বামীর বিপদে বিষাদিনী শ্রীমতী নিশিতারা বোল্লেন "ভগবান আমাদের প্রতি নির্দ্দয়, মানুষে কি কোর্ব্বে? এই রকম দুরবস্থা চক্রে আমরা যে পতিত হয়, এই রকম দুঃখের পাথারে আমরা যে ভেসে ভেসে বেড়াব, তা যেন আমি পূর্ব্বেই জান্‌তেম। স্মিথসন যে এই রকম ভাবে আমাদের সর্ব্বনাশ কোর্ব্বে, তা যেন আমি পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলেম। মনের খেয়াল—প্রাণের আশঙ্কা, তাই বলি নাই। হায়! অভাগিনীর বালক বালিকাদের হয় ত আর দুদিন পরে পথভিকারী হতে হবে। এমন ভাগ্য নিয়েও হতভাগাদের জন্ম!" কথার ভাবে বুঝ্‌লেম, স্মিথ্‌সনকে লক্ষ্য কোরেই এই কথাগুলি বলা হোচ্চে। মিশিতার আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন "দেখেছ মেরি? পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক স্মিথ্‌সনের কাজটা একবার দেখেছ?" মিশিতার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পথের অপর পার্শ্বের একটি বাড়ী দেখালেন। বাড়ীটি ৩। ৪ মাস বন্ধ ছিল, আজ দেখ্‌লেম, সেই বাড়ীতে অতি পরিপাটী সাজান গোজানো মণিহারী দোকান! আসবাব পত্র, জিনিস পত্র, সাজ সরঞ্জাম, অতি চমৎকার। সুন্দর! দেখ্‌বার জিনিস।

সমস্ত ঘটনাই বুঝ্‌লেম। মিশিতার যে জন্য এত ভাবনা ভাবছেন, তা বেশ বুঝ্‌লেম। টেবিলের উপর সুসজ্জিত, সুরঞ্জিত জমকাল ধরণের একখানি বিজ্ঞাপনও দেখ্‌লেম। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে পোড়ে দেখ্‌লেম। তাতে লেখা আছে,—

প্রতারণা প্রলোভন নাই।

জে, স্মিথসনের চা ও মণিহারীর দোকান।

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

কৃত্রিম কাফি কিনিয়া ঠকিও না।

কতকগুলি জুয়াচোর ব্যবসায়ী কৃত্রিম কাফি, অকৃত্রিম বলিয়া বিক্রয় করিতেছে, অতএব সাবধান হও। জে, স্মিথসনের আমদানী কাফি নিজের গুণে খাদকগণের মনোহরণ করিতেছে।

চা! চা!! চা!!!

সর্ব্ব জন পরিচিত চা পুঞ্জ!

জে, স্মিথসন চীন মহারাজের সহিত মাসিক সহস্র বাক্স উৎকৃষ্ট চা আমদানী করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। সকলে দেখুন, কিরূপ সুন্দর চা। অন্যান্য দোকানে যে চা আমদানী হয় তাহা কেবল জুয়াচুরী আর প্রতারণা, আমারা সে প্রবৃত্তি রাখি না।

চিনি! চিনি! চিনি!

পরিষ্কার! মিষ্ট! সুলভ!

আসল চিনি। নকল নাই? একবার পরীক্ষা করুন।

চমৎকার বিজ্ঞাপন। "প্রতারণা প্রলোভন নাই," একথা বিজ্ঞাপনে লেখা, কিন্তু এই বিজ্ঞাপনই লোক ঠকান ভেক!—প্রতারণা প্রবঞ্চনার মুখ বন্ধ! মাননীয় মিশিতার একেবারে যেন মুষড়ে পোড়েছেন। প্রতিযোগীতার যুদ্ধে তাঁকে অবসন্ন হতে

হয়েছে। মিশিতার তখনি একহাজার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত কোরে—তাঁর দোকানের সম্মুখে বিলি কোরে দিলেন। স্মিথসনও চুপ কোরে থাক্‌লেন না। তাঁরও পাল্‌টা বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হলো। বিজ্ঞাপনে লেখা হলো,—

লাভ! লাভ!! লাভ!!!

যিনি এক পাউণ্ড চা জে স্মিথসনের দোকান হইতে লইবেন, তিনি অর্দ্ধ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট চিনি বিনামূল্যে উপহার পাইবেন। যিনি এক পাউণ্ড কাফি ক্রয় করিবেন, তাঁহাকেও আধ পাউণ্ড পরিষ্কার সুমিষ্ট চিনি বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে। অধিক কি, যিনি অনধিক এক শিলিং মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিবেন, ক্রেতার ইচ্ছামত এক গ্লাস বিলাতী মদ্য অথবা হল্যাণ্ড জিন বিনামূল্যে পাইবেন।”

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতে না হতে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্মিথসনের দোকানের সম্মুখে অসংখ্য ক্রেতার হাট বেধে উঠ্‌লো। এ প্রলোভনের হাত হতে কেহই অব্যাহতি পেলেন না। অতি অল্প দিনেই স্মিথসনের পসার জেঁকে উঠ্‌লো। মিশিতারের দোকানে প্রত্যহ একটি ক্রেতাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। মিশিতার ভেবে চিন্তে পাগল হয়ে পোড়লেন! শ্রীমতী তাঁর অপগণ্ড সন্তানদের ভাবনা ভেবে কালি হয়ে গেলেন। চারিদিকে বিপদের বেড়া আগুণ!

এক দিন শ্রীমতী বোল্লেন “মেরি! এত দিনে আমাদের দাঁড়াবার স্থান গেল। আমার হতভাগ্য ছেলেমেয়েদের জন্যই আমাদের যত ভাবনা। এ সংসারে মানুষের আশা কখন পূর্ণ হয় না। আশা ছিল,—ইচ্ছা কোরেছিলেম, আজীবন তুমি এ সংসারে থাকবে; কিন্তু সে বাসনা কৈ, পূর্ণ ত হলো না। আমি তোমাকে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে চাকরী কোরে দিতে চাই। তুমি যাবে কি?”

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি উত্তর কোল্লেম “তাতে আপনি দুঃখিত হবেন না। অসময়ে আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে কৃতজ্ঞতার পরিচয়, সে উপকারের প্রত্যুপকার আমি এ জীবনে ক’ত্তে পাল্লেম না। আপনি যেখানে যেতে বোল্‌বেন, আমি সেই খানেই যাব, সেই আশ্রয়েই আশ্রয় নিব।”

শ্রীমতী তখনি একখানি পত্র লিখে ঠিকানা বোলে দিয়ে বিদায় কোল্লেন। তখনি রওনা হলেম। রাইট হোটেলে লেডী হার্লসদনের নামে চিঠি! যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হোয়ে দরোয়ান দিয়ে সংবাদ পাঠালেম। হুকুম পেয়ে লর্ড-দরবারে উপস্থিত

কোল্লে। অভিবাদন কোরে পত্র খানি দিলেন। লেডী-হার্লসদান পত্রখানি পোড়ে অবজ্ঞাভঙ্গীতে একটি বৃদ্ধকে পোড়তে দিলেন।

লেডী তেইস বৎসরের অনুপম সুন্দরী, যেমন সৌন্দর্য্য, তেমনি বেশভূষা। লেডীর উপযুক্ত বসনভূষণই পরিধান কোরেছেন। লেডী যাঁকে পত্র দিলেন, অনুমান কোল্লেম, তিনি লেডীর পিতা না হোন—পিতামহ। সন্দেহ হলো। মনে মনে তর্ক কোল্লেম, লর্ড বাহাদুর তবে কোথায় ?

লেডী যথা নিয়মে আমার পরিচয় নিলেন। সেই দস্তরমত বয়স কত, নাম কি, প্রশংসা পত্র আছে কিনা, কত দিন কাজ কোচ্চি, কি কি কাজ জানি, সবই জিজ্ঞাসা করা-হলো। আমিও যথা নিয়মে উত্তর দিলেম। লেডী বোল্লেন "তবে তোমাকে আমি নিযুক্ত কোল্লেম। বেশ সুখে থাক্‌বে তুমি। কালই তোমাকে আস্‌তে হবে। কালই আমরা যাব। কেমন প্রিয়তম! কালই আমরা যাব!" বৃদ্ধের দিকে চেয়ে লেডী জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে বোল্লেন, "কালই আমরা যাব।"

বৃদ্ধ গভীর স্বরে উত্তর কোল্লেন "হাঁ, কালই।"

এতক্ষণে ধোঁকা গেল। বৃদ্ধই লর্ড হার্লসদান। ৭০ বৎসরের বৃদ্ধের ২৩ বৎসরের যুবতী ভার্য্যা! সমাধি-শয্যাশায়ী বৃদ্ধের ভুবনমোহিনী তরুণী ভার্য্যার অভিবাদন কোরে—কাল যথাসময়ে আস্‌বো বোলে বিদায় নিলেম।

ফিরে এলেম। সংবাদ জানালেম। শ্রীমতী শুনে সুখী হোলেন, আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। সে রাত্রি অতিবাহিত হলো। পর দিন সকালেই জলযোগ কোরে—পরিচিতদের নিকটে বিদায় গ্রহণ কোরে—বালক বালিকাদের মুখ চুম্বন কোরে বিদায় নিলেম। শ্রীমতী সজল নয়নে বিদায় দিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায়ী অভিবাদন কোরে আমি হ্বাইট হোটেলে যাত্রা কোল্লেম। বেশ জান্‌লেম, আমার ইস্তফা, মিশিতার পরিবারের সর্ব্বনাশ, এ সকলেরই একমাত্র মূলিভূত কারণ—বিলাতী বিজ্ঞাপন।

চতুর্দ্দশ লহরী।

এও এক গুপ্তকথা!

বেলা ১১ টার সময় সারি সারি চার ঘোড়া-যোতা তিনখানি ডাক গাড়ী লণ্ডন সহরে রওনা হলো। এক খানিতে লেডী ও লর্ড বাহাদুর; এক খানিতে আমি, প্রধানা কিঙ্করী

সরলহৃদয়া জমিমা, আর লর্ড বাহাদুরের সন্তান তিনটি; অন্য গাড়ী খানিতে জিনিশ পত্র, দ্বারবান চাকরেরা রওনা হলো। লণ্ডন সহর আমি আর কখনও দেখি নাই। বিলাতের সর্ব্বপ্রধান সমৃদ্ধ নগর দেখ্‌তে পাব, এই ভেবে বড়ই আনন্দ হলো।

লর্ড বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৪ বৎসরের, মধ্যম আড়াই আর সর্ব্ব কনিষ্ঠ মেয়ে ঈশবালা ১ বৎসরের। লর্ড বাহাদুরের ধনের অবধি নাই। সপরিবারে—৭।৮ জন দাসদাসী নিয়ে লর্ড বাহাদুর সমস্ত শীত কালটা ইতালী-সহরে অতিবাহিত কোরেছেন!—শীতের দাপ হ্রাস হয়েছে, গ্রীষ্মের বাতাস প্রবাহিত হয়েছে, তাই এখন আবার লণ্ডনে ফিরে যাচ্চেন। শ্রীমতীর এখানে কোন আলাপী লোক আছেন, লোকটির সহিত শ্রীমতীর আত্মীয়তা আছে, তাই বহুদিনের পর সাক্ষাৎ সম্মীলনের জন্য হোটেলে এই তিন দিন অপেক্ষা।

যাচ্চি।—গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটেছে। গাড়ীতে আমরা ৫ জন। জেগে আছি কেবল দুজন। আমি আর জমিমা। এর মধ্যেই জমিমার সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়ে গেছে! বড় ভাল লোক জমিমা। যাচ্চি, জমিমা আমাকে সম্বোধন কোরে বোল্লে "জান মেরি! আমাদের কর্ত্রী কেবল ধনের লোভেই একাজ কোরেছেন। ভাল-বাসা প্রণয়—এ দম্পতির মধ্যে কিছুমাত্র নাই। কি বল? থাক্‌বেই বা কি কোরে? পিতামহের বয়সী লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে তেইশ বৎসরের যুবতীর বিবাহ! এ বিবাহে কি প্রণয় হয়? লর্ড বাহাদুরের টাকার খতিরেই শ্রীমতীর এই বিবাহ।"

লর্ড বাহাদুরের বড় ছেলেটি নিদ্রিত ছিল, জাগরিত হলো। আমাদের কথাও বন্ধ হলো। ছেলেটি বড় চালাক, কাজেই এ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করা হলো। চাকর আমরা, চাকরের মুখে মনিবের গ্লানি বড়ই দোষের কথা।

সহরের সদর রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটেছে। চার দিক দেখে আমি ত অবাক হয়ে গেছি! স্বর্গের নাম শুনেছি, কেতাবে পোড়েছি, আজ যেন চক্ষের সাম্‌নে—সেই স্বর্গের ছায়া ছবি দেখ্‌লেম! মনের দর্পণে সেই ছায়াছবি তুলে যত্ন কোরে তুলে রাখ্‌লেম। লণ্ডন অতি প্রকাণ্ড সহর। এক একটা বাড়ী দেখেই ত আমি অবাক! যে দিকে চাই, সেই দিকেই অবাক কারখানা! রাস্তায় রাস্তায়। অগণ্য লোকের গমনা গমন! বড়ই নয়ন তৃপ্তিকর;—দেখবার জিনিশ!

আমাদের গাড়ী হার্লসদন প্রাসাদের ফটকে এসে লাগ্‌লো। দরজায় শান্ত্রির পাহারা! পাহারাওয়ালারা সসম্ভ্রমে আমাদের অভিবাদন কোল্লে, দরজা খুলে দিলে। গাড়ী এক-বারে গাড়ী বারান্দায় এসে লাগ্‌লো। কতক্ষণের জন্য আমি যেন অবাক হয়ে চার দিক চেয়ে দেখ্‌লেম! এত বড় বাড়ী আমি আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। প্রকাণ্ড বাগান! যেন কোন্ নিপুণ চিত্রকর এই বাড়ী খানি চিত্রপটে অঙ্কিত

কোরেছে। নামলেম। প্রায় কুড়ি জন দাসদাসী আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। বহুদিনের পর লর্ড বাহাদুর প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন কোরেছেন, প্রভুভক্ত দাসদাসীদের আনন্দের সীমা নাই। দাসদাসীরা তাড়াতাড়ি জিনিশ পত্র সব নামিয়ে নিলে। ছেলে-দের আদর কোরে কোলে নিলে। আমি জমিমার সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটি একবার প্রদক্ষিণ কোরে এলেম। যে দিকে যাই, সেই দিকেই লর্ড বাহাদুরের সমৃদ্ধির পরিচয়!—যে দিকে দৃষ্টিপাত করি,সেই দিকেই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিশ! এসব দেখে শুনে শেষে ছেলেদের ঘরে প্রবেশ কল্লেম। সেখানেও মেঝে সই ভাল দামী কার্পেট পাতা। এক পাশে বড় বড় সার্সি দেওয়া আলমারীতে খেলেনা সাজানো। অসংখ্য খেলেনা।—খেলেনার মত খেলেনা নয়, ফাট্‌কী নাটকী নয়, সব দামী দামী খেলেনা! লর্ড বাহাদুরের ছেলেদের খেল্‌নাই লর্ড বংশের মান সম্ভ্রম—ধন দৌলতের পরিচয় দিচ্চে। মনে মনে বড় সুখী হলেম। বুঝ্‌লেম এখানে সুখী হতে পার্ব্ব। সুখেই জীবন কাট্‌বে।

আছি। প্রায় এক সপ্তাহ এই খানে এসেছি, সুখেই আছি। দাস দাসীরা এ সংসারে বেশ সুখে থাকে। উপরি উপার্জ্জনও বেশ আছে। বকশীস্ পুরস্কার ত আছেই, তা ছাড়া অসদভিপ্রায়েও অনেক টাকা উপার্জ্জন করে। সইস, রজক, খান্‌সামা বেহা-রারা সুযোগ পেলেই ভাল ভাল পোষাক চুরী করে। বিলাতে চোরাই জিনিশ খরিদের অনেক দোকান আছে। একশত টাকার পোষাক সিকি দামে বিক্রয় কোরে চাকরও লাভ পায়, ক্রেতাও লাভ পায়, যায় কেবল যার জিনিশ, তারই। রাজ সংসার,—কেহ খবরেই আনে না। জমিমাকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, এই রকম চোরা মালের দোকান-দারেরা অল্প দিনেই পেট মোটা কোরে ফেলে!

গ্রীষ্মকাল। ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে বেরুচ্চি, এমন সময় একজন বেহারা এসে সংবাদ দিলে 'কর্ত্তার একটি পরিচিত বন্ধু এসেছেন, এক পক্ষ কাল এখানে থাকবেন তিনি, ছেলে-দের দেখ্‌তে তাঁরা এই দিকেই আস্‌ছেন।" সংবাদ পেয়ে দাঁড়ালেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে লেডী আর তাঁর পরিচিত ভদ্রলোকটি এসে উপস্থিত হোলেন। ভদ্রলোকটিকে দেখেই আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো!—ভদ্রলোকটি অন্য কেহ নয়,—সেই দুরাচার নরপশু ক্লাভারিং!—দেখেই চম্‌কে উঠ্‌লেম! ঘৃণায় ভয়ে মুখ ফিরালেম!

ক্লাভারিং যেন কেমনতর হয়ে গেল! ভাব দেখে কর্ত্রীর কণ্ঠে ধ্বানত হলো, "আমার এই নূতন ধাত্রীটিকে তুমি আর কোথাও দেখেছ কি?"

"না-আর কখন—হু—কখনই একে দেখি নাই।" জড়িতকণ্ঠে ক্লাভারিং এই উত্তর দিলেন! লেডীর যেন বিশ্বাস হলো না। সন্দেহে সন্দেহে আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "মেরি! একে তুমি আর কোথাও কি দেখেছ?"

অম্লান বদনে সত্য উত্তর দিলেম। বোল্লেম "হাঁ। আমি দেখেছি। পূর্ব্বে যখন আমি তুইসদন———"

"হাঁ—হাঁ, ঠিক মনে হয়েছে। দেখেছি বটে, ঠিক কথা! এমন হয়।—কত স্থানে কত ধাত্রী—কত দাস দাসী দেখা যায়, সে সব মনে রাখা যায় কি? চাকরদের কে এত চিনে রাখে?" ক্লাভারিং কথাটা চেকে নিলেন। লেডীর মুখ গম্ভীর হয়ে এলো। তিনি বোল্লেন "এস, যাই তবে।" ক্লাভারিং অনুবর্ত্তী হলো, আদর করার অবসর হলো না।

ছেলেদের খেল্‌তে অনুমতি দিয়ে প্রধান ধাত্রী জমিমা বোল্লেন "মেরি! প্রকাশ কোরোনা। আমি তোমাকে একটা গুপ্ত কথা শোনাব। আমি জানি—বিশ্বাস করি, তুমি প্রকাশ কোর্ব্বে না। লর্ড বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেকজাণ্ডরের সঙ্গে ক্লাভারিঙের চেহারার মিলটে একবার লক্ষ্য কোরেছ কি? ঠিক এক চেহারা! এর কারণ কিছু জান?" বিস্ময়ে সন্দেহে আলেকজাণ্ডরের দিকে চাইলেম।—দেখলেম, ঠিক তাই। দুই চেহারায় একটুও প্রভেদ নাই। বড় গুরুতর সন্দেহ!

জমিমা সহাস্য বদনে বোল্লেন "এর মধ্যে অনেক গুপ্ত কথা আছে। ক্রমে সে সব জান্‌তে পার্ব্বে। আর এক কথা, তুমি কান্তিন্‌কে জান কি?"

বুকের মধ্যে কেঁপে উঠ্‌লো!—ভয় হলো! যে কথা আমি মুখ ফুটে কারও কাছে বলি নাই, যার কথা কেবল আমি হৃদয়ের নিভৃতে গোপনে রেখেছি, সে কথা প্রকাশ হলো কি কোরে? সভয়ে সন্দেহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "কেন তুমি একথা জিজ্ঞাসা কোচ্চো?—কান্তিনের সঙ্গে আমার কি?"

সহাস্য বদনা জমিমা হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন "তেমন কিছু নয়। তুমি জান কি, কান্তিন আমাদের কর্ত্তারই নিকট সম্পর্কের ভাই। তাঁরই উদ্যোগে অনুরোধে তোমার এই চাকরী। কান্তিন সব কথা খুলে বোলেছেন, তাঁর সঙ্গে তুইসদন কুটিরে তোমার সাক্ষাৎ। কান্তিনের সঙ্গে আরও একটি লোক ছিল। সেটি তাঁর বন্ধু। কান্তিন্ তাঁর নাম প্রকাশ করেন নাই। তিনি তোমাকে অপমান কোরছিলেন।—মন্দপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা কোরছিলেন, তুমি সে প্রলোভন ত্যাগ কোরেছিলে। লেডী আমাকেই শ্রীমতী নিনিতারার কাছে পাঠিেছিলেন। আমি তাঁর মুখেই তোমার প্রসংসা শুনি। বড় সচ্চরিত্র তোমার।" আমার ক্রমেই কৌতূহল বৃদ্ধি হোলো! জমিমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "তার পর?—তার পর কি হলো?"

জমিমা বোল্লেন "আরও শোন। ক্লাভারিংই তোমাকে মন্দ পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা কোরেছিল। দুরাচারের পাপ বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তুমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছ, ক্লাভারিঙের সহিত আমাদের কর্ত্রীর বড় নিকট সম্বন্ধ। তাঁর সন্তানের সঙ্গে ক্লাভারিঙের বিশেষ

সৌসাদৃশ আছে। ভাবেই বুঝতে পেরেছ, ব্যাপারটা কি! তোমার প্রতি ক্লাভারিঙের লোভ দেখে কর্ত্রী যেন হিংসায় জলে গেছেন! লর্ড বাহাদুর বয়সের গুণে যেমন চোকে চস্‌মা নিয়েছেন, তাঁর প্রবৃত্তি আর বুদ্ধির উপরও সেই চস্‌মার কাচ বোসেছে। তা না হলে এসব কাণ্ড তিনি একবারে চেয়েও দেখেন না কেন। এমন ঢলাঢলি লোক জানাজানি নীচঘরে হলে এতদিন কত খুন জখম হয়ে যেত। কত বড় বড় সঙিন সঙিন মকর্দ্দমা উঠতো। বড় লোকের ঘর—সবই সহ্য হয়,—সবই শোভা পায়।”

এ কথায় আর কাজ নাই। ছেলেদের আহারের সময় হয়েছে। জমিমাকে এ সংবাদ জানিয়ে হাইড পার্ক হতে দ্রুতপদে বেরুলেম। খুব দ্রুতপদেই আমরা চোলেছি, পশ্চাতে কে হেঁকে হেঁকে বোল্লে “কুমারী পাইস, পাইস? তুমি কি? না না, তা নয়। হাঁ ঠিক ত তাই। পাইস? মিস্ প্রাইস্?” চেয়ে দেখলেম।—চিনলেম, টমী। ফিরে দাঁড়ালেম। টমীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম “টমি! তুমি এখানে কতদিন? কতদিন সহরে এসেছ? কি কাজ তোমার এখানে? আছ কেমন?”

টমী ঘাড় নেড়ে নেড়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোল্লে “বদ লোকে এনেছে। বড় বদ লোক তারা। খেতে দেবে, পোরতে দেবে, বড় বাড়ীতে গদী পাতা বিছানায় শুতে দেবে, এই সব কথা বুঝলে পাইস, ঠিক অবিকল এই সব কথা দিয়ে প্রতিজ্ঞা কোরে এনেছে। আছি তাই। বদলোকে বদ কাজ কোর্ত্তে বলে। সেই জন্যই এখানে, না না, ঠিক কথা! আমি তা করি না। সে সবে আমার প্রবৃত্তি নাই।”

কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম “কে তারা?”

“জান না? কি তামাসা!—কি চমৎকার! চেন না তাদের তুমি? সব্রিজ আর সেই বুলডগ।”

জমিমা বিরক্ত হয়ে বোল্লেন “দাও না কিছু ওকে; যা দিতে হয় দিয়ে, চলে এস।”

আমি বোল্লেম “না না। এ ভিক্ষুক নয়! মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে! বড় ভাল লোক। তুমি বরং যাও, পথেই দেখা হবে।” জমিমা ছয়টি পেনি টমীর হাতে দিয়ে প্রস্থান কোল্লেন। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম “টমি! জান কি, রবার্ট কোথায়? তার কি হয়েছে? আস্‌ফোর্ডেই কি সে আছে?”

“আছে! আছে।—বেঁচে আছে। কোথায় আছে, জিজ্ঞাসা কোরো না। ঠিক বুঝতে পেরেছ?” আরও জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো, পাল্লেম না। সে বাসনা পূর্ণ হলো না। দূরে বুলডগ আর সব্রিজকে দেখলেম। রুদ্ধশ্বাসে ছুট দিলেম! দৌড় দৌড়! প্রাণপণেই দৌড় দিলেম। ছুটে ছুটে—দৌড়ে দৌড়ে প্রাসাদে এলেম। প্রাসাদে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম।

প্রভাতেই নিদ্রা ভঙ্গ হলো।—উঠতে পাল্লেম না। মাথার ব্যথায় বড়ই কাতর হয়ে

পোড়লেম। জমিমাকে আমার কাজের ভার দিলেম। সরল হৃদয়া জমিমা সানন্দে আমার কার্য্যভার গ্রহণ কোল্লেন। ঈশবালাকে নিয়ে তখনি বেড়াতে বেরুলেন।

এক ঘণ্টা পরে একটু সুস্থ হলেম। অবসর পেয়ে—সুস্থ হয়ে দুখানি চিঠি লিখলেম। এক খানি লিখ্‌লেম উইলিয়মকে, আর এক খানি শ্রীমতী নিশিতারাকে। পত্র বন্ধ কোরে শিরোনাম লিখছি—হটাৎ একটা গোল উঠলো! শিরোনাম লিখতে অবসর হলো না, বেরিয়ে এলেম। সবিস্ময়ে চারদিকে চাইলেম। কাকেও দেখতে পেলেম না। নীচের তালায় গোল! এক নিশ্বাসে—দম বন্ধ কোরে যেন বাতাসের আগে আগে ছুটে এলেম। আমাকে দেখেই শ্রীমতী কলমস্থনা (লেডী হার্লস্‌দন) ফুক্‌রে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেন "মেরি! সর্ব্বনাশ হয়েছে! ঈশবালা—আমার বেলা"—আর বোলতে পাল্লেন না। আরও ভয় পেলেম! কাতর কণ্ঠে—বিস্ময়ে কৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "কি? হয়েছে কি মা?"

শ্রীমতী কলমস্থনা কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেন "আমার বেলাকে আমি হারিয়েছি বাগান! হতে তাকে কে ফাকি দিয়ে নিয়ে গেছে!"

বাড়ীর মধ্যে একটা হাহাকার পোড়ে গেল! চারদিকে লোক ছুটলো। তখনি এক জন পুলিশে সংবাদ দিতে গেল। পঁচিশ গিনি পুরস্কার ঘোষণা কোরে দেওয়া হলো। তখনি তখনি বিজ্ঞাপন ছাপান হলো। হাতে হাতে বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হলো।

জমিমা ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পোড়েছে! মুখ দিয়ে তার কথাই সোরছে না! ভয়ে একেবারে মরার মত হয়ে পোড়েছে! যা হয়ে গেছে, তার উপায় ত আর নাই। জমিমাকে উপরে নিয়ে এলেম। ঠাণ্ডা কোল্লেম। সুস্থ হলে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। জমিমা বোল্লে "আমি বাগানের এক খানি লোহার বেঞ্চে বোসে আছি, একটি বুড়ী এসে উপস্থিত হলো। বুড়ীর পোষাক দেখে বড় ভালমানুষ বোলে বোধ হলো। অতি ভাল মানুষ। আস্তে আস্তে আমার গা ঘেঁসে বোসে—বেশ কোরে চেয়ে চেয়ে শেষে বোল্লে 'চমৎকার সুন্দরী তুমি! আমি দেখেই তোমাকে ভাল বেসেছি। নরউডের রাণী আমি। একটি ছেলে আছে আমার। ছেলের সাধ, একটি সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করে। টাকার ত আর অভাব নাই! একটি মাত্র ছেলে, কেনই বা তার আশা অপূর্ণ রাখবো? আর উচিতও তাই। আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের সুন্দর সুন্দর পাত্র পাত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়াই উচিত। পরের কথায় বিশ্বাস নাই। সংসার আমাকে এমনি মজান-টাই মজিয়েছে যে, কাকেও আমি বিশ্বাস করি না। তাই আমি নিজে মেয়ে দেখতে বেরিয়েছি। আজ বড় সুবিধা পেলেম। ঈশ্বর যেন হাতে হাতে মিলিয়ে দিলেন। বিবাহ কোর্ব্বে তুমি? বড় চমৎকার চেহারা তোমার। আমি জ্যোতিষ পোড়েছি।

লোকের চেহারা দেখে তার অদৃষ্টের ঘটনা সব আমি স্পষ্ট স্পষ্ট বোলতে পারি। এমন কি, যদি কোন লোক বিদেশের কাকেও দেখতে চায়, আমি জ্যোতিষের গুণে বিদ্যার গুণে তাকে তখনি তখনি দেখাতে পারি। বিদেশের লোকটাকে তার চোকের সামনে এনে দিতে পারি। সত্য ত নয়, একবার দেখা হলেই আবার বাতাসে মিলিয়ে যায়। যদি বিবাহ কর, তবে আমার ছেলেকেও তোমাকে আমি দেখাতে পারি। দেখা কোর্ব্বে?' আমি যেন আনন্দে গলে গেলেম। বুড়ীর কথায় আমি যেন সুখের স্বর্গরাজ্যে, আশার স্বপ্নময় প্রদেশে ভ্রমণ কোত্তে লাগলেম। উৎফুল্ল হয়ে বোল্লেম 'আমার তাতে অমত নাই। আমি বিবাহ কোত্তে প্রস্তুত আছি।"

বুড়ী যেন সন্তুষ্ট হলো। স্নেহমাখা দৃষ্টিতে চেয়ে—ফোগ্‌লা দাঁতে রাঙা রাঙা মেড়ে বার কোরে হেসে, বুড়ীটা বোল্লে 'তুমি আমার পুত্রবধু হবে; বড় সুখের কথা। আমার ছেলেকে দেখবে তুমি? দেখাই উচিত। আপনার ছেলে কেহ মন্দ বলে না। একবার দেখ। মেয়েটিকে আমার কোলে দাও, ছেলেপুলে আমি বড় ভালবাসী। তুমি চোক্ বুঁজে দেখ। আমার মোহিনী শক্তি বলে এখনি দেখতে পাবে, ছেলে আমার যেন রাজসভা আলো কোরে বোসে আছে।' একেবারেই মুগ্ধ হয়ে পোড়লেম। বেলাকে বুড়ীর কোলে দিয়ে চোক বুঁজলেম।—অন্ধকার! কিছুই দেখলেম না। আশায় আশায় আরও কতক্ষণ কাটালেম। কিছুই না। শেষে বোল্লেম 'কৈ? কাকেও ত দেখতে পাচ্চি না।' বুড়ীর উত্তর পেলেম না। তখনও আশা আছে; ভাবলেম, হয় ত বুড়ী কোন তুক্ তাক-কোচ্চে! বেশী কথায় বিরক্ত কোল্লেম না। অন্ধকারেই—কাটালেম! তখনো না। তখনো কিছু দেখলেম না। ভয় হলো। সন্দেহে সন্দেহে চেয়ে দেখলেম "অন্ধকার! বুড়ী নাই! আশা গেল। রাজপুত্র গেল, বিবাহ গেল, শেষে বুঝি বেলাকে হারালেম! চীৎকার জোরে পাগলের মত সমস্ত বাগান অনুসন্ধান কোল্লেম, ফল হলো না। আমার চীৎকারে লোক দাঁড়িয়ে গেল। সকলেই বেলার অনুসন্ধান না নিয়ে আমাকেই ভৎর্সনা তিরস্কার কোত্তে লাগলো, পাগল হয়ে ছুটে এলেম! হায় মেরি! কি সর্ব্বনাশই হলো! আমার জন্য—এই হতভাগিনীর জন্য আজ কি দুর্ঘটনাই সংঘটিত হলো।" এই পর্য্যন্ত বোলে জমিমা কতই রোদন বোল্লেন। কত বুঝালেম, কত প্রবোধ দিলেম, ফল হলো না। আমিও কত ভাবলেম। ভেবে চিন্তে এ রহস্যের মর্ম্ম পেলেম না। তবে বুঝতে পাল্লেম, এও এক গুপ্ত কথা।

পঞ্চদশ লহরী।

আশা মরিচিকা!

কথায় বার্ত্তায় বেলা ১০টা বেজে গেল। আহারাদি এক রকম শেষ হলো। সকাল থেকে অনেক ভাবনা চিন্তা কোরে স্থির কোল্লেম, টমী অবশ্যই এসব কথা জানে। কে যেন ডেকে ডেকে বোলতে লাগলো, বুলডগের দলই এ কাজ কোরেছে। যদি তাই হয়, তবে টমী অবশ্যই এর সমস্ত রহস্য জানে। টমীকে আজ আমাদের প্রাসাদের সামনে সকালেও একবার দেখেছিলেম। ইঙ্গিতে বোলে গেছে, বৈকালে দেখা হবে। হয় ত সে এই সংবাদই দিতে এসেছিল। তখনি গেলে, তখনি তখনি দেখা কোল্লে, হয় ত সুফল ফল্লেও ফলতে পাত্ত। স্থির কোল্লেম,—বৈকালেই যাব। ভেবে চিন্তে ছুটী নিলেম। সমস্ত কথা খুলে বোল্লেম, ছুটীও পেলেম। তখনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেম।

যাচ্চি, আর চারিদিক চেয়ে দেখছি। যেতে যেতে চার্লস্‌ ষ্ট্রীটে টমীকে দেখতে পেলেম। উৎসাহে উৎসাহে নিকটে গেলেম। আমার বিশুষ্ক মুখ দেখে, টমী আপনা হতেই বোল্লে "জানি জানি, সব জানি। আড়ালে থেকে, চুপ কোরে থেকে সব আগাগোড়া দেখেছি। তাঁকেও আমি চিনি। কাল তিনি আমাকে ছটি চক্‌চকে পেনী দিয়েছিলেন। বড় দয়া তাঁর। দয়াময়ী তিনি। তাঁর কাছ থেকে বুড়ীমাগী মেয়েটিকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই নিয়ে গেছে। টমী তা জানে! খুব ভাল রকমই জানে! মেরি! তুমি বল আমি জানি না? না, তা নয়।—ভুল তোমার। আমি সব জানি। এ সবই সেই বুলডগের কাজ। যেখানে রেখেছে, তাও আবার আমি জানি।"

উৎসাহে উৎসাহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "চল, তবে এখনি যাই। উপকার কর। ভদ্র পরিবারের প্রাণ রক্ষা কর তুমি। চল দুজনেই যাই।"

বাধা দিয়ে টমী বোল্লে "না না। এখন নয়। দিনে যাওয়া হবে না। রাত্রি ১০টার সময় এসো। টমী ঘড়ি চিনে। ঢং ঢং—দশ বাজলে ঠিক এইখানে টমী হাজীর থাকবে। ঠিক এস তুমি। টাকা এন। সোনার টাকা কুড়ি সিলিং! সঙ্গে আনতে ভুলো না।"

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লেম "টমি! তোমার কিছু চাই না? খাবার কি পোষাকের জন্য—তোমার কিছু——"

বাধা দিয়ে টমী বোল্লে "না না। তা চাই না। আমার ছুটো মোটা জামা আছে। আমি চোল্লেম।" এই বোলে টমী প্রস্থান কোল্লে।

প্রাসাদে এলেম। শ্রীমতী কলমহনাকে সব খুলে বোল্লেম। তিনি আমাকে আদর

কোরে আশা পূর্ণ হবার আশা দিলেন। সমস্ত রাত ছুটী দিলেন। টাকার যা আবশ্যক হয়, নিতে বোল্লেন। বেশী নিলেম না। আবশ্যক মত টাকা সংগ্রহ কোরে আহারাদি সেরে গমনের আয়োজনে রইলেম। প্রাণ খুলে ঈশ্বরের নিকট বাসনা সিদ্ধির প্রার্থনা জানালেম। সাড়ে ৯ টার সময় বেরুলেম। প্রাসাদের কেহই জানতে পাল্লে না। অতি গোপনে নিঃশব্দে প্রাসাদ ত্যাগ কোরে ভাবতে ভাবতে নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হলেম। কত ভাবনাই যে আসতে লাগলো, কত ভাবনাই যে ভাবতে লাগলেম, তার আর সীমা সংখ্যা নাই। কখনো আশার মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হই, প্রফুল্ল হয়ে উঠি; আবার তখনি তখনি হতাশ হই! এরই নাম আশা মরীচিকা।

ষোড়শ লহরী।

এ কোথায় এলেম!

ধর্ম্ম-মন্দিরের ধর্ম্মঘড়ি ঢং ঢং শব্দে ১০টা রাত্রি ঘোষণা কোল্লে। রাত্রি ভয়ানক অন্ধকার! যে দিকে চাই, সেই দিকেই যেন আঁধারের রাজত্ব। রাস্তার ধারে মিটমিটে টিপটিপে আলোগুলি যেন আঁধারের মধ্যে মিশে গেছে। আঁধার জমাট বেঁধে যেন সেই ক্ষীণ প্রাণ আলো গুলিকে আঁধারে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা কোচ্চে! রাস্তায় জনমানব নাই! কোন দিকে সাড়া শব্দ নাই। একা মরিয়া হয়েই চোলেছি। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। আপন মনেই চোলেছি। দেখতে দেখতে যথাস্থানে উপস্থিত হলেম। কেহই নাই! এক-বার ভাল কোরে চারদিকে চেয়ে দেখলেম, কেহ কোথাও নাই! টমী কি তবে এখনো আসে নাই? এটুকু চিন্তা কোত্তে না কোত্তে একটি পোড়ো আস্তাবল হতে টমী বেরিয়ে এলো। হাসতে হাসতে বোল্লে "মেরি! ঠিক সময় তুমি এসেছ,—এস।" এই মাত্র বোলেই টমী অগ্রসর হলো। একটু দূরে দূরে আমি তার পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম।

একটু গিয়েই টমী সদর রাস্তা ছেড়ে গলি রাস্তা দিয়ে চোল্লো। এ গলিতে আলো নাই, ভয়ানক অন্ধকার! অজানা পথ, তাতে এই অন্ধকার! যেতে বড়ই কষ্ট হোচ্চে, কিন্তু কি করি, না গেলেও নয়। টমী আগে আগে চোলেছে, আর আমি ঠিক আসতে পাচ্চি কি না, তাই জানবার জন্য বারম্বার ফিরে ফিরে দেখছে, একটু পিছিয়ে এসে অতি ধীরে ধীরে—রহস্যময় কণ্ঠে টমী বোল্লে "ভয় পেও না। খুব সাবধানে এস। টমী তোমাকে প্রতারণা কোর্ব্বে না।" আমি সম্মতি জানালেম, টমী আবার অগ্রসর হলো। একটা প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়ীর পশ্চাতের দ্বারে টমী আঘাত কোল্লে। বাড়িটি ভাল দেখতে পেলেম

না, তবে আঁধারে আঁধারে যতটা দেখতে পেলেম, তাতেই বুঝলেম, এ বাড়ী বড় ভয়ানক! আকারেও বড় সামান্য বাড়ী নয়।

টমীর আঘাতে একজন লোক দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। হড় হড় কোরে লোহার শিকলের শব্দ পেলেম! আরও ভয় হ'ল! দেখতে দেখতে দরজার একখানা ছোটকাঠ সরিয়ে একটি বৃদ্ধার মুখ দেখা গেল। বৃদ্ধা ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লে "কে তুমি?" টমী উত্তর কোল্লে, "আমি।—বুলডগের লোক আমি।"

"কে, টমী? টমী এসেছ?" এই বোলে বুড়ী দরজা খুলে দিলে। ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম। বুড়ী দরজা বন্ধ কোল্লে। মোটা মোটা লোহার শিকল দিয়ে, তারপর বড় বড় লোহার গরাদে দিয়ে দরজা বন্ধ করা হলো। এই অবসরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বৃদ্ধার আকৃতি প্রকৃতি সব দেখতে লাগলেম। বুড়ীর বয়স ৬০ বৎসর। রুগ্ন! পরিধানে অতি ময়লা শত তালি দেওয়া গাউন, মাথায় ধুলা কাদা মাখা অতি জীর্ণ ঘাসের টুপি।

বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। দেখলেম, সেখানে এক জীবন্ত নর কঙ্কাল! লোকটির মুখের দিকে চাইলে ভয় হয়, গায়ে এক তোলা মাংস নাই! অতি পাৎলা চামড়া দিয়ে হাড়গুলি মোড়া! একটু কষ্ট স্বীকার কোল্লেই বৃদ্ধের দেহের অস্থি গণনা করা সহজ হয়ে আসে। পরিচ্ছদও তদ্রূপ। টমী আমাকে তারই সম্মুখে নিয়ে গিয়ে বোল্লে "ইনিই, এই সহৃদয় ভদ্রলোকটিই মাননীয় বিলাস। এই বাড়ীর অধিকারই ইনি। আর এই বিবি বিলসা! যা ইচ্ছা কর, টাকা দাও, এঁরা দ্বিরুক্তি কোর্ব্বেন না। টাকা দিলেই এঁরা সন্তুষ্ট। বড় বড় বদমায়েসের আড্ডাধারী ইনি। তাদের সাজ সরঞ্জাম—কল কারখানা সব এখানে। দাও, টাকা দাও।"

তাড়াতাড়ি টাকা দিলেম। টমী বোল্লে "যাও। বিবি বিলসা তোমাকে নিয়ে যাচ্চেন। যা বোলবে, যা চাইবে, ইনি তাই দেবেন।" এই বোলে টমী সেই খানে অপেক্ষায় রইল। বিবি বিলসার সঙ্গে আমি অন্য ঘরে উপস্থিত হলেম।

ঘর দেখেই ত আমি অবাক! ঘরটি প্রকাণ্ড! আগা গোড়া তার তাক, আলমারী, দেরাজে বোঝাই! জিনিসও এমন নাই, যা এখানে খুজলে না মিলে। স্ত্রী পুরুষের ছোট বড় পোষাক, গলাবন্ধ, নানা রঙের ছোট বড় রুমাল, স্মরণ পুস্তিকা, সকল আকারের উপাসনা পুস্তক, ধর্ম্ম পুস্তক, নানাবিধ মসলা, নানা প্রকার আলোকাধার, নানা রকম অলঙ্কার, জুতা ছাতা, রাঁধবার সরঞ্জাম, কার্পেট বনাত, কালি কলম, দোয়াত কাগজ, ছোট বড় বাঁধান অবাঁধান খাতা, চাবুক, ঢাল তরবার, বন্দুক কামান, পিস্তল, দড়ী, সিঁড়ি, ছড়ি, বেত, আর কত নাম কোর্ব্বো, সে সব জিনিসের ফর্দ্দ দিতে গেলে বা সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে গেলে আপন কাজ নষ্ট হয়।

দেখছি,-অবাক হয়েই দেখছি, বিবি বিলসা বোল্লেন "ভয় পেয়েছ কি? আশ্চর্য্য জ্ঞান কোরেছ কি? আশ্চর্য্য কিছুই নয়। এই সব পোষাকের জন্য সহরের সহস্র সহস্র লোক আমাদের এখানে আসে। এই খাতিরেই আমাদের খাতির যত্ন। নাম পসার আমাদের বেশ আছে। তুমি নিজে বেছে ইচ্ছামত ছদ্মবেশ পরিচ্ছদ নিতে পার। ছোট লোকের বদ্‌মায়েস্ মেয়ে বুঝি সাজতে চাও? তাইই তোমাকে সাজিয়ে দিচ্চি। একটু আধটু রং ব্যাবহার কোত্তে হবে, তাতে ভয় নাই। সাবান জলে ধুলেই উঠে যাবে।" এই বোলে বিলসা আমার দেহের দৈর্ঘ প্রস্থ ফিতে দিয়ে মেপে পোষাক বার কোল্লেন, পরিয়ে দিলেন, সঙ্গে কোরে এনে আবার সেই ঘরে উপস্থিত কোল্লেন। বিবি বিলসা বোল্লেন "আজ রাত্রেই কি ফিরবে? তা হলে আমাকে আবার অপেক্ষা কোত্তে হয়।"

আমার উত্তর দিবার অবসর না দিয়ে টমী বোল্লে "আজই।—এই রাত্রেই। সম্ভবতঃ তাই! মেরি! এস, দেরী করো না। বিলম্ব হলে সব নষ্ট হবে। এস এস।"

তখনি বেরিয়ে এলেম। দরজা বন্ধ হলো। আমরা দ্রুতপদে একটা আঁধার গলি রাস্তা দিয়ে চোল্লেম। টমী চুপি চুপি বোল্লে "মেরি! খুব সাবধান। তাই তাই। আমি যেন তোমার ভাই, একটু হাবা বোকা,—কালা বোবা ভাই তোমার। কথাই কইতে পারি না, শুনতেই পাই না। বুঝেছ? সরলহৃদয় টমী হেসে হেসে এই উপদেশ দিলে।

দেখতে দেখতে আমরা আর এক ভয়ানক রাস্তায় এসে উপস্থিত হলেম। চার দিকের মাতালের হুঙ্কার, অসম্বদ্ধ প্রলাপ চীৎকার, বারবিলাসিনীদের নৃত্য, বিভৎস রসের সঙ্গীত, শুনতে শুনতে চোল্লেম। বড় ব জানালা দিয়ে ঢুম চিমনীর আলো রাস্তায় এসে পোড়েছে! রাস্তায় রাস্তায় বদমায়েস মাতালের গোল! ভয়ে ভয়ে টমীর পাশে পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে চলেছি। কোন কোন বাড়ীর সামনে মাতালেরা বোসে চুরট ফুঁকছে, মদ উড়ুচে, রকম রকম সুরে—রকম রকম ভাষায় রকম রকম রঙের অভিনয় কোচ্চে। বারাঙ্গনাদের লাল লাল মুখে কষ্টের হাসি বিকাশ পাচ্চে। পারার দাগে সমস্ত মুখ চিহ্ন হয়ে গেছে! পাপের নিশান মুখে নিয়ে পাপিষ্ঠারা তখনো হাব ভাব দেখাচ্চে। জঘন্য অঙ্গভঙ্গীতে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় আছে। ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়েছি। কোন কোন স্থলে কতক গুলো বদ্‌লোক ফিস ফিস্ কোরে কি পরামর্শ কোচ্চে, কোন স্থানে দাঙ্গা বেধে গেছে। দেখে শুনে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি। চোল্‌তে কষ্ট হোচ্চে। হায়! এ আবার কোথায় এলেম?

সপ্তদশ লহরী।

ও মা! এরাও ছেলেধরা!

এরা সব পারে। মদে যাদের খেয়ে রেখেছে, মদের মত্ততায় যাদের বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পেয়ে গেছে, তারা সব পারে। জগতে যতগুলি পাপ নাটকের অভিনয় হয়, এরাই সে সকলের সর্ব্ব প্রধান অভিনেতা। এই সব ভেবেই আকুল হলেম। মুখে কথা সোর্‌চে না, কথা কইবার ক্ষমতা আছে কিনা, তাও বুঝতে পাচ্ছি না। কলের জীবের মত টমীর পশ্চাতে পশ্চাতে চোলেছি। যাচ্ছি,—একটা সরাব খানার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি,—কতকগুলো মাতাল! বেইক্তার মাতাল—টোল্‌তে টোল্‌তে হল্লাকোরে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল! ভয়ে আমি ত আর নাই, অজ্ঞান হয়ে পড়লেম! টমী আমার হাত খানি ধোরে চুপি চুপি বোল্লে, "ভয় পে'ও না। তুমি যা ভাব্‌চো, এরা তা নয়।" এই বোলে—সবলে একজন মাথালো মাতালের মুখে এক ঘুসি মাল্লে! ঘুসির জোরে ঘুরে ঘুরে মাতালটা পোড়ে গেল। সমস্ত মাতাল গুলো একত্র হোয়ে পড়া মাতাটিকে তুল্‌তে চেষ্টা কোল্লে,—পাল্লে না। ছুট্‌ দিলেম!—বেদম ছুট,—পড়ি ত মরি,—তবু ছুটেছি। মাতালদের কলস্বর সুদূরে মিশিয়ে গেলে, একটা বড় বাড়ীর বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালেম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাঁপ জিরুলেম। টমীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আর কতদূর?" বাধা দিয়ে টমী বোল্লে "চুপ!"

একটু অগ্রসর হতেই আমরা এক বার-ইয়ারী ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হলেম। বাড়ীটি ভয়ানক! বড় বড় কাল কাল জানালা হীন দেওয়ালেরা মাথা উচু কোরে বাড়ীটির ভীষণতা আরও বৃদ্ধি কোরেছে। দরজার পাশের ঘরে কতকগুলো বেওয়ারিস মাতাল মদে উন্মত্ত হোয়ে মহা হট্টগোল আরম্ভ কোরেছে। একটা মোটা—পরচুলো মাথায় মাংসপিণ্ড মাতালদের মদ ঢেলে দিচ্চে। কালা বোবা টমী দরজায় আঘাত কোত্তেই, দরজার সম্মুখেই সেই মোটা লোকটি দর্শন দিলে। নাকী স্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "কিঁ চাঁও? টাঁকা থাঁকে—ভিঁতরে এঁসো! এঁয়ারকি দাঁও, ছুঁশো মঁজা ওড়াও! না থাঁকে, পঁথ দেঁখ।" এই সুবক্তার বাক্যে প্রতিবাদ কোরে একজন মাতাল বোল্লে, "ওহে রোগা লোকটি, থাম। শুভ অবসর উপস্থিত। কুমারী এবনি! এসো। সোরে এসো। কালো তুমি?—কিছু এসে যাবে না। আমার চোকে কালই সাদা।" মাতালটা টোল্‌তে টোল্‌তে আমার দিকে অগ্রসর হোলো।—ভয় পেয়ে পিছিয়ে দাঁড়ালেম! আর একটা

মাতাল এ লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে, আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে "কালোতে কি এসে গেল? তুমি কালো?—আমরাও তাই! এ লোকটি কে তোমার? স্বামী না উপপতি?"

প্রশ্নের উত্তরে আমি বোল্লেম, "এটি আমার ভাই। ভাইটি আমার কালা বোবা।" লোকটা আমার শেষের কথা গুলি ভাল কোরে শুন্‌লে না। ইচ্ছা কোরেই শুনলে না, কি শুনবার তার ক্ষমতাই ছিল না, তা আমি জানি না।

লোকটা হেসে হেসে বোল্লে "বেশ! বেশ! চমৎকার বক্তৃতা কোল্লে তুমি। রাত ১২টা বাজে। এখনি আহারের আয়োজন হবে। আজ রাত্রিটা থেকে যাও। কি নাম তোমার? আমি কিন্তু একটা নাম জানি। বড় মজার নাম সেটি। এবনী চেয়ে সে নাম খুব ভাল, সেই নামটি আমি তোমাকে দিলেম। এখন থেকে সেই সকের নামই তোমার রইল। নাম রইল, ত্রম্বকা। কেমন? নামটি ভাল ত?"

উত্তরে বোল্লেম "বেশ নাম। কত জন এখানে আছেন আপনারা?" উত্তর হোলো "৩০।৪০টি। আর দেরি কোরো না। সঙ্গে এসো আমার। নামটি আমার লঞ্জু।" লঞ্জুর সঙ্গে আমরা এক প্রকাণ্ড ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। বড় দৌড় টেবিলের দুই পাশে যথার্থই ৩০। ৪০ টি লোক ভোজনে বোসেছে।—বুল্‌ডগের দলে আমার হতভাগা ভ্রাতা রবার্টকে দেখ্‌বার জন্যে চার্‌দিকে একবার চঞ্চল চক্ষে চাইলেম। কাকেও দেখ্‌তে পেলেম না।ডাইনীদের একটিও না। টমীর অলক্ষ্য ইঙ্গিতে আমি একটি ঘরের মধ্যে উপস্থিত হলেম। তখনি লঞ্জুর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, "এই যে! বুল্‌ডগ এসেছে!"

কাল রঙে মুখ ঢাকা!—ছদ্মবেশ! তবুও বুলডগের সন্মুখে যেতে ভয় পেলেম। লঞ্জু আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে বুলডগের সঙ্গে পরিচয় কোরে দিলে। বোল্লে "কাননবল দ্বীপের রাণী ইনি।" হাসির সঙ্গে লঞ্জুর শেষকথাটি মিশিয়া গেল; তার পর আবার বোল্লে "নূতন লোক এটি। কিন্তু বুলডগ অবশ্য এতে যেন দোষ বোলে বিবেচনা কোর্ব্বেন না। নাম এর কুমারী ত্রম্বকা! একটি ভাই, সেটিও আবার বোবা কালা।"

বুলডগ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বোল্লে "হাঁ। মেয়েটি বেশ ছদ্মবেশে সেজেছে ভাল। কিন্তু বুলডগের চক্ষে কতক্ষণ সে বেশ গোপন থাক্‌বে? সেজেছে, কিন্তু চুল গুলিতেই তার প্রকৃতির পরিচয় দিচ্ছে। লঞ্জু! বেশ! তোমার চক্ষের প্রসংশা আছে। থাক। ডাইনীর রাণী কোথায়? ছেলেধরার দল সব কোথা?"

"উপরেই আছে। নীচে তারা আস্‌তে চায় না। কেমন যে তাদের স্বভাব, কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।" বুলডগের প্রশ্নে লঞ্জুর এই উত্তর।

বুলডগ গম্ভীর স্বরে বোল্লে "বড় মজা হয়েছে। এখনি আমরা সরাব-খানা হতে শুনে এলেম, হার্সসদন বিজ্ঞাপন দিয়েছে, যে তার মেয়ে এনে দিবে, তাকে পাঁচশ

গিনি পুরস্কার দিবে। ডাইনীদের যদি একথা কাণে উঠে, টাকার লোভে তারা নিজেই আবার ধরিয়ে দিবে।—টাকার জন্যে তারা সব পারে।"

"তবে আমারই কেন মেয়েটাকে দিয়ে ঐ টাকা গুলো হাত করি না! তাতে আর অমত কি আছে?"

লঙ্গুর কথায় একটা ধমক দিয়ে বুলডগ বোল্লে "তোর একটু বুদ্ধিও নাই। বোকার অগ্রগণ্য তুই। পাঁচশ গিণিতে কি হবে?—দুহাজার চাই। একটু কাতর হোক্, তার পর এক সপ্তাহ পরে ডাকে সংবাদ যাবে, তাতে দুহাজারের দাবী থাকবে। তখন দিতে পথ পাবে না! সে সব আমি ঠিক কোর্ব্বো। কিন্তু ডাইনীর দল বিদায় না কোল্লে সব গোল হয়ে যাবে।" লঙ্গু বিচক্ষণের দৃষ্টিতে চেয়ে বোল্লে "তবে মেয়েটাকে রাখ্‌বে কে? তার প্রতি-পালনের ভার কাকে দিবে?"

লঙ্গুর কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বুলডগ বোল্লে "কুমারী ত্রম্বকা! নূতন তুমি সহরে এসেছ, বাসা বোধ হয় নাই, আমাদের এখানেই থাকনা কেন? কোন কষ্ট হবে না। তোমার ভাইও বেশ সুখে সচ্ছন্দে থাক্‌বে।—বেশী দিন না থাক, ১০ টা দিন। স্বীকার আছ?"

"আছি। কি কাজ আমাকে তবে কোত্তে হবে?"

"বেশী কিছু না। একটা মেয়েকে রাখ্‌তে হবে। বেশী নয়, দশ টা দিন। কোন কষ্ট নাই—কেবল পাহারা দেওয়া।"

আমি সম্মতি জানালেম। বুলডগও সম্মত হলো। সন্তুষ্ট হয়ে বোল্লে "এস তবে, উপরে চল। তোমাদের খাবার সেই খানেই যাবে। তোমার ভাইও বুঝি এখানে এসেছে? তার ব্যবস্থাও আমি কোচ্ছি।"

উপরে চোল্লেম। অসংখ্য ঘর ঘুরে ফিরে উপরে এলেম। ডাইনী-রাণী আমাদের দেখে ত অবাক হয়ে গেল! চীৎকার কোরে বোল্লে "এত লোক কেন?"

বুলডগ উত্তরে বোল্লে "তোমাকে বিদায় দিতে এসেছি। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে। আর দরকার নাই।"

"বেশ কথা। টাকা?—আমাদের টাকা? টাকা দাও, আমরা এখনি বিদায় নিয়ে দেশে চোলে যাই। এখানকার বন হাওয়া আমার ভালই লাগে না।"

বুলডগ তখনি সমস্ত টাকা চুকিয়ে দিলে। ডাইনীরা প্রস্থান কোল্লে। বুলডগ ইঙ্গিত উপদেশ দিয়ে বিদায় গ্রহণ কোল্লে। খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি বোলে সকলেই প্রস্থান কোল্লে। ঘরের মধ্যে এখন আমি, আর ঈশবালা!

আনন্দে অধীর হলেম! সদয়হৃদয়টমীর আনন্দ দেখে আরও সুখী হলেম। এমন

নিঃস্বার্থ উপকার আর কখন কেহ হয়ত করে নাই। এই দেখে আমার হৃদয়ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। ডাকাতের হাতে পোড়ে হয় ত বালিকা প্রাণই হারাত, হয় ত এর মধ্যেই কত কষ্ট পেয়েছে! সহরের বক্ষের উপর এমন একটা বড়দরের ডাকাতের আড্ডা,—ভাবলেও ভয় হয়। এরা সবাই ডাকাত। এমন কড়াকড় পাহারা ঘেরা সহর,—ও মা, এখানেও ছেলে ধরা!

অষ্টাদশ লহরী

কৌশলের ফলাফল।

একাকিনী—নির্জ্জনে বোসে আসি।—আর কেহই ঘরে নাই। বেলা তখনো নিদ্রায় অচেতন! তার অদৃষ্টে যে কি ঘটেছে, বালিকা বেলা, তার কিছুই জানে না। কি কোরে বেলাকে উদ্ধার কোর্ব্বো, সেই ভাবনাই এখন আমাদের প্রধান ভাবনা। প্রভাত হলেই সকলে চিনে ফেল্‌বে। হয় ত আমাদের প্রাণই যাবে। রাতও অনেক হয়েছে। টমীর মুখে শুনেছি, রাত ২ টার কমে এদের মদের মজলিস্ ভাঙে না। যত রাত্রি, বৃদ্ধি হোচ্ছে ততই ভয়ের বৃদ্ধি!

একটি পাচিকা ছুটি পাত্রে রুটি, শুষ্ক মাংস,আর এক এক শিশি বীর সরাপ এনে উপস্থিত কোল্লে। অন্য ঘরে টমী ছিল, ডেকে দিলে। আমি স্পর্শও কোল্লেম না। ক্ষুধাতুর টমী দুপাত্রই অবাধে উদরে স্থান দিলেন।

পাচিকার হাতে একটি শিলিং মুদ্রা দিয়ে বোল্লেম "একটা উপকার কর আমার। আমার ভাইটির জন্য অন্য ঘর বন্দোবস্ত কোরে দাও, আমি ১০ দিন এখানে থাক্‌বো। অনেক টাকা বেতন পাব। তোমাকে সন্তুষ্ট কোত্তে আমি বিস্মৃত হব না।"

পাচিকা সম্মত হয়ে চোলে গেল। মনিবের আজ্ঞা নিয়ে এসে সংবাদ দিলে "ঠিক হয়েছে। সে ঘরে আরও লোক থাক্‌বে। তাতে কোন আপত্যি হবে না ত?"

আমি বোল্লেন 'না।' টমীকে নিয়ে আমার সাম্‌নের ঘরে স্থান দিলে, একা হলেম। বেলা তখন উঠেছে। আমার কাল রং দেখে—মুখের দিকে চেয়ে বালিকা ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল! সংসারে যে সব রংমাখা—ভেক্ ধরী আছে, বড় বড় জহরীতেই তাদের চিনে না। বেলা ত বালিকা, কি কোরে চিন্‌বে?

আমি একাই বোসে বোসে ভাবছি। উদ্ধার না হলে জীবন যাবে। নিশ্চয়ই জীবন যাবে। মদের মুখে বুল্‌ডগ্ চিনেও চিন্‌তে পারে নাই। হয় ত ততটা খেয়ালেই

আনে নাই, কিন্তু প্রভাত হলেই সব প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন আর নিস্তার থাকবে না। ভাবছি, নীচের ঘরের হাসির হর্‌রা—চীৎকার—চেঁচা চেঁচি বজ্রের মত কানে এসে বাজ্‌ছে। কখন এ সব পর্ব্ব শেষ হবে, তারই অপেক্ষায় আছি।

ভাবছি, হটাৎ বুলডগের ভীষণহাস্যধ্বনি শুনতে পেলেম! প্রাণ যেন কেঁপে উঠ্‌লো! আরও ভয় হলো! টমী যদি ঘুমিয়ে পড়ে, তা হলেই আর রক্ষা থাকবে না। একেবারে মেরেই ফেল্‌বে। উঠ্‌লেম। সন্মুখের দরজা বন্ধ! পালাবার পথ নাই। দক্ষিণদিকের জানালা খোলা ছিল। খিল ছিল না—পাল্লা দুঠো ভেজান ছিল, চঞ্চল হস্তে খুলে ফেল্লেম। যা দেখ্‌লেম, তাতে ভয় বরং দ্বীগুণ হলো!—বুকের মধ্যে কেঁপে উঠ্‌লো! দেখলেম, ঘরের মধ্যে একটি টিপ্ টিপে আলো জোল্‌ছে। ৩। ৪ টে মরা মানুষ—রক্ত মাখা মরা মানুষ পোড়ে আছে!—ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌লেম! ফিরে এসে—অতিকষ্টে ফিরে এসে শয্যায় উপবেশন কোল্লেম!—তখনও কম্প!

দরজা খোলার শব্দ পেলেম, আবার গা কেঁপে উঠ্‌লো! বুকের মধ্যে আবার শব্দ উঠ্‌লো। দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল। টমী চুপে চুপে বোল্লে "এস, এস, বেরিয়ে এস। একটুও দেরী নয়—না না—বিলম্ব একেবারেই না।"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেম। ঘুমন্ত মেয়েটিকে সযত্নে বুকে নিয়ে দ্রুতপদে নীচে নেমে এলেম। ভয়ে অস্থির হয়ে পোড়েছি! পা কাঁপছে, তৃষ্ণার বুক শুকিয়ে গেছে,—তবু ও চোলেছি। নীচে এলেম।—পা টিপে টিপে অথচ দ্রুত আস্‌ছি। শব্দ হোচ্চে, বারম্বার দেখ্‌ছি, কোন লোক অনুসরণ কোচ্চে কিনা। নীচে নেমে এলেম। একটি দরজা মাত্র বাকী। টমী প্রাণ পণ যত্নে দরজার শিকল খুল্‌তে চেষ্টা কোচ্চে, পাচ্চে না। বেলা জেগে উঠ্‌লো। আমার কালামুখের দিকে চেয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। মুখে হাত দিলেম। তখনি তখনি বুল-ডগের কর্কশ গম্ভীর কণ্ঠ উচ্চারণ কোল্লে, "কে ওখানে?" আবার—আবার কম্প! আবার সেই প্রাণান্তক তৃষ্ণা—আবার সেই শব্দ! যাই যাই হলেম! এই বার গেলেম! প্রাণ গেল এই বার! বুলডগের দ্রুত পদবিক্ষেপের শব্দ ক্রমেই নিকট হয়ে এলো!—এখনো দরজা খোলা হলো না! ক্ষিপ্র হস্তে টমী কত চেষ্টা কোল্লে, ফল হলো না। ঈশ্বর! আজ প্রাণ গেল!

আর বিলম্ব নাই। দুটি ঘর পেরুলেই বুলডগ সম্মুখে হাজির হবে—আর উপায় নাই! ঈশ্বরের অনুগ্রহে দরজা খুলে গেল। লাফিয়ে রাস্তায় পোড়লেম। ভোঁ দৌড় দিলেম। বাতাসের আগে আগে ছুটে ছুটে চোল্লেম। বেলা কোলে আছে, জ্ঞান নাই। কতই বল পেলেম। প্রাণের দায়ে বেদম ছুট দিলেম। বুলডগের অস্ফুটস্বর শুনতে পেলেম "লণ্ড্! ঐ—ঐ সব পালাল!"

গ্রাহ্যই কোল্লেন না।—তখনো ছুটেছি। টমী আগে, আমি পশ্চাতে। অনেক আঁকা বাঁকা পথ বেদম ছুটে অতিক্রম কোরে আবার সেই পোষাক দাতার বাড়ী এলেম। টমীকে বোল্লেম "আবার কেন? চল বাড়ী যাই। প্রাসাদে যাই। এখানেও তাদের যাওয়া আশা আছে। কেন ইচ্ছা কোরে বিপদে পোড়তে যাও?" টমী বোল্লে "না না, তা নয়। এরা ভাল লোক। টমী তা জানে।" দরজায় আঘাত কোত্তেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম। টমী সংবাদ দিলে "আমরা নিরাপদে এসেছি। কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে আমাদের। কাকেও প্রবেশ কোত্তে দিও না। বিপদ ঘট্‌বে।" শ্রীমতী বিলসা ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন। বেশ ভূষা পরিবর্ত্তন কোল্লেম। মেয়েটি যেন চিন্‌লে। আহ্লাদে আটখানা হলো! ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়ে জড়িয়া ধোরে কতবার আমার চুম্বনের প্রতি চুম্বন দিলে। আমার আনন্দের সীমা নাই।

টমী যে কাজ কোরেছে,—এমন নিঃস্বার্থ উপকার আর কোথাও দেখি নাই। আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়া বোল্লেম "টমি! আমার সঙ্গে প্রাসাদে চল। সুখে থাক্‌বে, যাতে তুমি সুখে থাক, আমি তাই কোর্ব্বো!"

টমী ঘাড় নেড়ে বোল্লে "তা নয়। পোষাকে আমার কি কাজ? একটি কি দুটি শিলিং দাও, আমার আর কি বেশী দরকার? না না—বেশী চাই না।—আবশ্যকই নাই আমার, তুমি যাও। মেয়ে নিয়ে—না না, বেলাকে নিয়ে তার মায়ের কোলে দাও। আগে যাও—লেডী তখন কত আনন্দই ভোগ কোর্ব্বেন! মায়ের কোলে ছেলে দেখতে কি সুন্দর! কেমন নয়?" টমীর মুখে যেন স্বর্গের হাসির বিকাশ হলো। কত চেষ্টা কোল্লেম, দুটি শিলিং ভিন্ন সে কিছুই গ্রহণ কোল্লে না। বেরুলেম। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলেম।

৬টার সময় প্রাসাদে এলেম।—সভাগৃহে সকলেই উপস্থিত। দাস দাসী আত্মীয় স্বজন, সকলেই নীরব চিন্তায় ম্রিয়মাণ! এমন সময় ঈশবালাকে নিয়ে আমি সেই সভায় দর্শন দিলেম। তাড়াতাড়ি আনন্দে অধীর হয়ে বেলাকে লেডীর কোলে দিলেম। সহসা যেন একটা নিঃশব্দ আনন্দের জ্যোতি সভা গৃহে উদ্ভাসিত হলো। আমার এই অলৌকিক কার্য্য দেখে লোকে কতই প্রসংশা কোত্তে লাগলো। লেডী কলমন্থনা বোল্লেন "মেরি! ঈশ্বর তোমাকে আমাদের রক্ষা কোত্তেই পাঠিয়েছেন। আজ হতে তুই আমার সহচরী হলে।" চারদিক হতেই প্রসংশার প্রতিধ্বনি উঠলো। জমিদার ত আনন্দের সীমা নাই, কতই আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। আমাকে নিয়ে তিনি কতই ব্যস্ত হলেন। তখনি জল খেলেম। তখনি তখন জমিদার সঙ্গে

শয়ন কোল্লেম। জমিমাকে সংক্ষেপে বোল্লেম, পরে সব জানাব, আমার কৌশলের ফলাফল।

উনবিংশ লহরী।

সকের বাগান।

শুলেম,—নিদ্রা হলো না। হৃদয়ের আবেগে নিদ্রা হলো না। শয্যা ত্যাগ কোরে উঠে বসেছি, লেডী কলমগুনা এসে উপস্থিত হোলেন। হাসতে হাসতে বেলাকে আমার কোলে দিয়ে বোল্লেন "মেরি! বেলা তোমারই। তুমিই একে বাঁচিয়েছ। তোমার কৃপাতেই এর জীবন।" কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লেম 'আমি এমন কোন উপকার ত করি নাই! চাকরের যা কাজ, তাই কোরেছি মাত্র, আমাকে আপনি লজ্জা দিবেন না।' লেডী আমার এ কথা কানে তুল্লেন না, কতই প্রসংশা কোল্লেন। সেই দিনই আমার জন্য পৃথক ঘর বন্দোবস্ত হলো। আর যাতে আমাকে নীচ কাজ কত্তে না হয়, লেডী তারই ব্যবস্থা কোল্লেন। আমাকে সহচরী বোলে সম্বোধন কোল্লেন। আশাতীত পুরস্কার পেলেম। এ হতে অধিক আর কি আশা করা যায়?

সময় হলো। অভাগিনী মাতার স্মৃতি চিহ্ন—শোক চিহ্ন পরিত্যাগ করার সময় হলো! নিয়ম মত শোক চিহ্ন পরিত্যাগ কোল্লেম। বাইরে শোক চিহ্ন ত্যাগ কোল্লেম, কিন্তু অন্তরের মধ্যে শোকের আগুণ নির্ব্বাণ হলো না, সে আগুণ জীবন থাকতে আর হয় ত নির্ব্বাণ হবে না। লেডী ভাল ভাল পোষাক আনালেন, স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন, বাধা দিলেম। দরিদ্র আমি, দাসী আমি, আমার এ সব পোষাক শোভা পাবে না। কত বুঝালেম, লেডী শুনলেন না। বেশী বাধা দিতে প্রবৃত্তি হলো না। স্নেহের পুরস্কার আদরের পুরস্কার গ্রহণ কোল্লেম।

এখন আমি আরও সুখে আছি। কাজ কর্ম্ম প্রায় নাই।—বাঁধা বাঁধি নিয়ম কিছু নাই, ইচ্ছামত ছেলে মেয়েদের নিয়ে আদর করি, খেলা দি, এই পর্য্যন্ত। লেডী প্রত্যহ ৩।৪ বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একত্র বোসে গল্প করেন, চোলে যান। বাইরে যেতে হলে আমিই এখন সঙ্গে যাই।

এক দিন রবিবার।—আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। বেলা আমাদের সঙ্গে। ডাক্তারের ব্যবস্থা, তাই তাকে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। আমাদের গাড়ী হাইড পার্কে উপস্থিত

কিন্তু আমার উত্তর না দিবার কারণ শুনিলে বোধ হয় ক্ষমা করিবে। এক সপ্তাহ আমি জ্বরে ভুগিতেছি। একটু এখন সুস্থ হইয়াছি, তাই অতি কষ্টে তোমাকে এই কয়েক পংক্তি লিখিলাম। তোমার সুখের সংবাদ পাইয়া আমি প্রীত হইয়াছি। আমি জানি, তোমার মত লোকের উপর কোনও হৃদয়বান ব্যক্তিই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন না। তুমি আমার হতভাগ্য সন্তানদিগের কুশল সংবাদ জানিতে চাহিয়াছ। তাহাদিগের আর কুশল কি আছে? দুঃখিনীর সন্তান যারা, দুদিন পরে পথের ভিখারী হবে যারা, তাদের আবার কুশল কোথায় মেরী? আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র দিন দিনই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সর্ব্বদাই তার বিষণ্ণ ভাব! তার চেহারা দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, হতভাগ্য সন্তান শীঘ্রই আমাকে ফাঁকি দিবে।

এমন কঠিন পীড়া আমার, স্বামী একদিনও চক্ষের দেখাও দেখেন নাই। বল মেরি! একি সামান্য কষ্টের কথা? গত সোমবারে প্রকাশ্যপথে দুজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল। উভয়েই আহত হইয়াছেন। এতে মানসম্ভ্রম আর কি থাকে? স্মিথসন যে জিনিস যে দরে বিক্রয় করে, স্বামী আমার তার তিনগুণ জিনিস সেই মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। প্রতিযোগীতায় আমাদের যথাসর্ব্বস্ব গেল!

তুমি দর্বি সহরে আসিবে, সুখের কথা। সেখানে পত্র লিখিয়া দেখা করিবার আশা দুরাশা! ঈশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

তোমার হতভাগিনী

ফেনী——নিশিতারা।

পত্রখানি পড়ে—নৃশংস হৃদয় নিশিতারের চরিত্র চিন্তা করে, বড়ই দুঃখিত হলেম। আমি ত দুঃখের সাগরে ভেসে ভেসে বেড়াচ্চি, সংসারে যে একটু আমাকে ভালবাসে, একটু দয়া করে, একটু স্নেহের চক্ষে দর্শন করে, তারই বিপদ পদে পদে? আমাকে আশ্রয় দিলে রাজার ভাণ্ডার ফুরায়ে যায়, সুখের সমুদ্র বিষাদের মরুভূমি হয়, এমন দুর্ভাগ্য আমার! যথাসময়ে রওনা হলেম। সারি সারি আমাদের ৭খানি ডাক গাড়ী দরবী সহরের উদ্দেশে ছুট্‌লো। আমরা চারিদিকের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোল্লেম। রাস্তার ধারের খবরের তারে বাতাস বেধে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠছে, দূরের পল্লীগুলি কেমন মেঘের মত দেখাচ্চে, আমরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্চি। দ্রুতগামী ডাক গাড়ী, হার্লসদন উদ্যানের রাজ প্রাসাদে পৌঁছিতে আমাদের অধিক বিলম্ব হলো না। হার্লসদন সম্ভ্রান্ত লোক, সমস্তই তাঁদের বিলাস পূরণের বস্তু পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত থাকে।

এক পক্ষ হলো, আমরা এখানে এসেছি। ক্লাভারিং আজ চার দিন আবার এসেছেন। প্রায় নিত্য নিত্য গতিবিধি, এত ঘনিষ্ঠতা, ভেবে কোন কারণ স্থির হলো না। একদিন

সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরুলেম। অধিক দূরে নয়, বাগানে। অতি পরিষ্কার রাত্রি, জ্যোৎস্না উঠেছে, মাথা ধোরেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া তখন বেশ লাগ্‌ছে। একাই বেরিয়েছি। ছেলেরা সব ঘুমিয়েছে, জমিমাকে ছেলেদের ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি, কোন ভয় নাই। নির্ভয়ে বাগানের এদিক ওদিক বেড়াচ্চি। বাগানের মধ্যস্থানে দুটি পুষ্প-কুঞ্জ। চারিদিকে ফুলের গাছে ঘেরা, মধ্যে উপবেশন বেদী। কুঞ্জবনের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে বাইরের কেহই জান্‌তে পারে না। উপবেশন বেদীকে গোলাকারে আবৃত কোরে—বড় বড় ফুলের গাছ চারধারে শাখা প্রশাখায় এমন ভাবে জড়িত হয়েছে যে, ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। মনে কোল্লেম, পুষ্পকুঞ্জে বোসে বিশ্রাম কর্ব্বো। যাচ্চি, অগ্রসর হয়েছি, প্রবেশ কোত্তে যাচ্চি, এমন সময় একজন বোল্লে, "প্রিয়তমে! প্রিয়তমে কলমন্থনা! আজ বড় সুযোগ পেয়েছি। নির্জ্জনে এমন সময় তোমার সাক্ষাৎ পাওয়া, বড়ই ভাগ্যের কথা।" স্বর পরিচিত। লম্পট নরাধম ক্লাভারিঙের স্বর,—বেশ চিন্‌লেম! চোম্‌কে উঠ্‌লেম!—সন্দেহ বাড়লো। এ কি কথা? লেডীর এ কি চরিত্র? যা স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাই? যে কথা একবার মনে হতে শত সহস্রবার অনুতাপ কোরেছি, তাই? একবার ভাবলেম, চোলে যাই। এসব কথা শুন্‌লেও পাপ! আবার কি মন হলো, পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। লেডী বোল্লেন, "হাঁ প্রিয়তম, আমাদের সৌভাগ্য! সুদীর্ঘ ৪ দিন পরে আজ এই নির্জ্জনে সাক্ষাৎ। ক্লাভারিং! প্রিয়তম! তোমার ভালবাসায় আমার কি সান্ত্বনা আছে?—কি কোরে আমি তোমাকে ভুল্‌বো?"

"আহা! সে সুখের দিন আর কি ফিরে আসে না? সেই দিন।—যখন আমরা বালক বালিকা, দুজনে দুজনের সখ্যতায় মুগ্ধ, বল প্রিয়তমে, সে দিন হয় ত আর ফিরে আসে না! হায়! তখন কে জান্‌তো যে, সেই বাল্যপ্রণয় যৌবনে, যৌবনের মোহময় ভালবাসায় পরিণত হয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ কোর্ব্বে?"

ব্যথিত স্বরে লেডী বোল্লেন, "এ সংসারে কার আশা পূর্ণ হয়? ক্লাভারিং! যদি তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হতো! তা হলে—তা হলে কি হতো ক্লাভারিং?"

"সে সুখের বিনিময়ে স্বর্গরাজ্যও আমি প্রার্থনা কোত্তেম না।" দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত ক্লাভারিঙের এই উত্তর।

"তাতেও আমার দুঃখ নাই। তোমায় আমায় যে ভালবাসা, তা অক্ষয়। জীবনের সঙ্গে সে ভালবাসা গাঁথা। তবে আর আক্ষেপ কি? আক্ষেপ মনস্তাপ কেবল দুর্ব্বলতার পরিচয়।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে ক্লাভারিং বোল্লেন, "দুর্ব্বলতা বটে, কিন্তু ভুল্‌তে পারি কৈ? যখন আমি একজন সামান্য পদাতিক মাত্র ছিলেম, তখন তুমি কতবার তোমাকে নিয়ে

পালাতে বোলেছিলে। রাজকন্যা তুমি, ধনীর কন্যা তুমি,তখন সে পথে যাই নাই।—সাহসই হয় নাই। তার পরই তুমি লর্ড বাহাদুরকে বিবাহ কোল্লে, আমি পথের ভিখারী হলেম। তুমি আমাকে—"

"আমি? আমি বিবাহ কোল্লেম? আমি তোমাকে পালিয়ে যেতে বোলেছিলেম? বোলেছিলেম ত বোলেছিলেম। তুমি কি আমাকে সে মতলব দাও নাই? জান, তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমাকে ভালবেসে আমি সকলের কাছে দোষী হয়েছি! জগতের সম্মুখে আমি দোষী। স্বামী যদি প্রেম ভরে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, আমি ভাবি, তিনি আমার হৃদয়ের গুপ্তকথা পাঠ কোচ্ছেন। যদি কেহ আমার চরিত্রের প্রসংশা করে, আমি ভাবি শ্লেষ কোরে সে আমার চরিত্রের প্রশংসা কোচ্ছে। দিবা-নিশি আমি কেবল মনস্তাপেই দগ্ধ হচ্চি। আমি জানি, আমার বোধ হয়, আমি যেন মূর্ত্তিময়ী কুপ্রবৃত্তি হয়ে পোড়েছি।" সহসা আমার প্রেমময়ী কর্ত্রীর এই ভাবান্তর উক্তি।

"কেন প্রিয়তমে এসব কথা বোলছ? অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ, কোথায় সুখের সাগরে ভাস্‌বো, তা না হয়ে তুমি যে বিপদের তরঙ্গে ডুবাচ্চ? কাজ কি ওসব কথায়?"

"কাজ?" লেডী ব্যথিত স্বরে বোল্লেন "কাজ আছে! এসব সত্য কথা, আমি আমার নিজের সর্ব্বনাশ কোরেছি। যিনি আমার স্বামী, আমি তাঁর বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী! যিনি আমাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসেন, তোমাকে রেখে আমি তাঁকে ভালবাসতে পারি না। প্রাণভরে সে ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারি না। একি সামান্য আক্ষেপ? নিজের কাছে আমি নিজে সন্তপ্ত! তুমি আমার হৃদয়ে যে আসন পেতেছ, সেখানে আর কারও স্থান নাই, হৃদয় আমার পূর্ণ কোরে রেখেছ তুমি। তুমি যখন না থাক, ছেলেদুটির দিকে চেয়ে আমি শান্তি পাই। কেননা তাদের চেহারায়—তাদের মুখে তোমার দিব্যমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে! তাদের দেখলেই তোমার কথা মনে হয়। পাপিষ্ঠা আমি, স্বামীর ভালবাসা ত্যাগ কোরে তোমার জন্য আমি চক্ষের জলে ভাসতে থাকি। কত কত রাত কেঁদেই কাটাই। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে ভাবনায় ডুবে যাই, কোথা দিয়ে প্রভাত হয়ে যায়, জান্‌তে পারি না। আপনার কাছে তখন আপনিই লজ্জিত হয়ে পড়ি।"

"ব্যগ্রতা করি প্রিয়তমে! ওসব কথা ছেড়ে দাও। কাজ কি আর এসব কথায়?"

"কাজ আছে"। দৃঢ়তা জানিয়ে লেডী বোল্লেন "আবার আমি বলি, কাজ আছে। আমি যারে এত ভালবাসি, যার জন্য আমি বিপদ কষ্টের সুদুর্ভর ভরা হৃদয়ে বহন কোরেছি, সেই তুমি—তুমি ক্লাভারিং আমাকে ভুলে গেছ? বিশ্বাসঘাতক হয়েছ? হিংসায় আমার

হৃদয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; তোমাকে আর কেহ ভালবাসে, তুমি আর কাকেও ভাল বাস, এ আমার বড়ই অসহ্য। জানি আমি, মেরী নির্দ্দোষী, তুমি কেন তাকে কুপথে আন্‌তে চেষ্টা কোরেছিলে?"

বিস্ময়পূর্ণ সুরে ক্লাভারিং বোল্লেন "সব মিথ্যা কথা। আমি ক্লাভারিং, আমি একটা দাসীর প্রেমে মোজবো?—দাসীর প্রেম ভিক্ষা কোর্ব্বো?—এই তোমার বিশ্বাস? দুর্ভাগ্য আমার।"

"ক্লাভারিং! প্রতারণা কোরো না। আমাকে আর কষ্ট দিও না ক্লাভারিং। কালও তুমি তার দিকে চেয়ে দেখেছ, সে চাউনী কি আমি বুঝি না? পাপিনী যারা, তাদের কাছে কি পাপের চাউনি লুকান থাকে?"

কাতর হয়ে ক্লাভারিং বোল্লেন "তুমি কেন সাধে সাধে বিবাদ বাধাও প্রিয়তমে? আমি সত্য বোলছি, ঈশ্বরের দিব্য, আমি তোমাকে ভালবাসি! এ ভিন্ন আমি কি কোরে তোমার বিশ্বাস জন্মাব? যদি তোমার হিংসাই হয়, মেরীকে কেন স্থানান্তরিত করনা?" আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো। আজ বুঝি ক্লাভারিঙের এক কথায় আমার এখানকার আশ্রয় স্থল ফুরায়!

"না না! তা আমি পার্ব্বো না। যে আমার কন্যার জীবন রক্ষা কোরেছে, তাকে ত্যাগ কোর্ব্বো? কখনই না। সে নির্দ্দোষী!"

"তবে আমাকেই কি বিদায় নিতে বল?"

"নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর ক্লাভারিং! তোমাকে বিদায় দিব? হা ভগবান! তোমার মুখে ক্লাভারিং তোমার মুখে এই কথা?"

আদর কোরে ক্লাভারিং বোল্লেন "সন্দেহ রেখ না। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার জন্যই আমি আজও অবিবাহিত আছি।" কতক্ষণ নীরবে গত হলো। লেডী বোল্লেন "চল বাড়ী যাই।"

আমিও তাড়াতাড়ি বেরুলেম। দ্রুতপদে যাচ্ছি, কে জিজ্ঞাসা কোল্লে "কে যায়? কে তুমি?" চিন্‌লেম, ক্লাভারিঙের অশ্বরক্ষক জন মর্লে; গ্রাহ্যই কোল্লেম না। চেনা লোক, ভয় কি? তখন কেবল আমার মনে হোচ্চে লেডী—স্নেহময়ী আশ্রয় দাত্রী কলঙ্কিনী,—ইনিও একজন কম নন।

একবিংশ লহরী

আবার বিবাদ।

"কে যায়? কে তুমি?" একটু অগ্রসর হতেই আবার মর্লের কর্কশ কণ্ঠ উচ্চারণ কোল্লে "কে যায়?" মর্লে দ্রুতপদে এসে আমার দুখানি হাত ধোল্লে।—চোম্‌কে উঠ্‌লেম। ভয়ে ভয়ে বোল্লেম "আমি।—আমি মেরী, ছেড়ে দাও আমাকে?"

"মেরী?—মেরী-প্রাইস? হা-হা-হা মেরী তুমি? আমার একটি কথা রাখ। রাখ্‌তেই হবে তোমাকে। তা না হলে বিপদে পোড়বে। মিথ্যা বদ্‌নাম রটিয়ে দিব।"

বুকের মধ্যে কেঁপে উঠ্‌লো!—মুখে স্পর্দ্ধা জানিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বোল্লেম "মর্লে! ছেড়ে দাও। যদি মঙ্গল চাও, ছেড়ে দাও। জান তুমি, আমি লেডী কলমন্থনার প্রিয়তমা সহচরী।"

মর্লে আমাকে টেনে—হাত ধরে নিয়ে চল্লো। সবলে হাত ছাড়াতে চেষ্টা কোল্লেম—পাল্লেম না। ঘৃণায় অপমানে কাঁদ কাঁদ হয়ে বোল্লেম, "মর্লে! এখনো বোল্‌ছি, ছেড়ে দাও। আমার হুকুম—আমি তোমাকে আজ্ঞা কোচ্চি, ছেড়ে দাও।"

"একটি বার—একটি বার আমার কথা রাখ, এখনি ছেড়ে দিব। সুন্দরী তুমি, নিরাশ করো না। বলপ্রকাশ করো না। অনুরোধ করি, প্রভু ও ভৃত্যকে এক বন্ধনে আবদ্ধ রাখ। বল প্রকাশে আমার ইচ্ছা নাই। সুন্দরী তুমি, সুন্দরী মেয়ে মানুষের প্রতি বলপ্রকাশে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। অনুরোধ করি, সুন্দরী তুমি, কথা রাখ। সুখে থাক্‌বে। ঈশ্বরের দিব্য, তুমি আমাকে ভালবাস।"

"মর্লে! আবার বলি, ছেড়ে দাও।"

"না। কখনই না। তুমি আমাকে ছোট লোক—ইতর লোক বোলে মনে কোরো না। আমি কাজ করি ছোট, কিন্তু হৃদয় আমার ছোট নয়। যদি ঈশ্বর করেন, তবে পরে জান্‌তে পার্ব্বে, আমি কতদূর সদাশয়।" অদূরে শব্দ হলো! নরাধম মর্লে সোরে দাঁড়ালো। অবসর পেয়ে দ্রুতপদে হাঁপাতে হাঁপাতে আপনার ঘরে এলেম। রাত দশটা। বিশ্রাম কোরে শয়ন কোল্লেম। নিদ্রা হলো না! লেডীর কথা, ক্লাভারিঙের কথা, আর অধম প্রভুর নরাধম ভৃত্য মর্লের কথা ভাবতে ভাবতেই রজনী প্রভাত।

প্রভাতেই শয্যা ত্যাগ কোরে ছেলেদের নিয়ে বাগানে যাচ্ছি, সংবাদ পেলেম, 'লেডী ও লর্ড বেড়াতে যাবেন। বেলাকে নিয়ে আমাকেও তাঁদের সহযাত্রী হতে হবে!' অনুমতি পেয়ে সভাগৃহে উপস্থিত হলেম। লর্ড বাহাদুর প্রস্তুত হয়ে আমার অপেক্ষা কোচ্চেন।

ক্লাভারিং আর লেডী গাড়ীতে উঠে বোসেছেন। আমি যেতেই লর্ড বাহাদুর আমাকে অনুসরণের ঈঙ্গিত কোরে অগ্রসর হোলেন। গাড়ীতে উঠলেন। আমি ও উঠলেম। লর্ড ও লেডী এক দিকে, আমি আর ক্লাভারিং এক দিকে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। করি কি, প্রকাশ কোল্লেম না; বোসলেম। ক্লাভারিং আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না। চাইবেই বা কি কোরে? সম্মুখে ক্লাভারিঙের কৃতান্তরূপিনী লেডী!

গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটলো। লর্ড বাহাদুর বোল্লেন "ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাওয়া আসা আমার অভ্যাস নাই। আজই এই নূতন।" লেডী বা ক্লাভারিং, কেহই কথা কইলেন না। লর্ড বাহাদুর আবার বোল্লেন "প্রিয়তমে! আজ বেশ দিন। বড় স্ফূর্ত্তি হয়েছে আমার। আমি যেন আবার যৌবন ফিরে পেয়েছি।" আবার সকলে পূর্ব্ববৎ নীরব।

লর্ড বাহাদুর আবার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোল্লেন। ক্লাভারিংকে সম্বোধন করে বোল্লেন "ক্লাভারিং! লেডী মদাক্ষীর বিষয় মর্ণিং পোষ্ট পত্রে পোড়েছ কি?"

"না। আমি তা দেখি নাই।"

"প্রিয়তমে? তুমি জান কি?"

"শুনেছি।" বিষণ্ণবদনা লেডী অনাবিষ্টভাবে উত্তর দিলেন, "শুনেছি।"

"অতি বোকা লোক সেটা। স্ত্রীর এমন অপবাদ কুৎসা শুনে কোন্ স্বামী চুপ ক'রে থাকে? সে স্বামী স্বামীই নয়! এ সম্বন্ধে বিলাতী-আদালতের আশ্রয় নিলে স্বামীর পক্ষে খেসারতের ডিক্রী হতে পারে। যে সব স্ত্রী স্বামীর বুকে বোসে তাদের সর্ব্বনাশ করে, উচ্চ মাথা নীচু করে, সে সব স্ত্রীর শাস্তি কি, তা আমি ভেবেই পাই না।"

লর্ড বাহাদুরের স্বরে—তাঁর কথার ভাবে আমার সন্দেহ হলো—প্রকাশ কোল্লেম না। লেডী কলমন্থনা ক্রমেই যেন ভীত হোচ্চেন। ক্লাভারিং যেন ক্রমেই বিষণ্ণ হোচ্চেন। দুজনের মুখই যেন শুকিয়ে গেছে!

ক্লাভারিং জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মদাক্ষীর হলো কি?"

"হলো কি?" লর্ড বাহাদুর বিস্মিত হয়ে বোল্লেন "হলো কি? বিশ্বাসঘাতিনীর পরিণাম ফল আবার কি জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা আছে? লর্ড তাঁর বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর বক্ষে শানিত তরবারি বসিয়ে দিয়েছেন। কেমন, উপযুক্ত ফল হয়েছে ত?" আবার আমার সন্দেহ হলো। ভাবলেম, লর্ড বাহাদুরের এই হেঁয়ালী নাট্যে প্রসঙ্গতঃ লেডী ও ক্লাভারিঙের রহস্যই প্রকাশ হোচ্চে।

ক্লাভারিং বোল্লেন "না। আপনার মতের সঙ্গে আমার, আমার মতের—না আমি বোলতেই পাল্লি না।"

"না পার্ব্বারই কথা।" সস্মিত-বদনে লর্ড বাহাদুর বোল্লেন "না পার্ব্বারই কথা। তুমি আজও অবিবাহিত। তোমার যেমন পদ, যেমন মান সম্ভ্রম, তাতে তুমি অবশ্যই একটি সুন্দরী বালিকাকে সহচারিণী কোত্তে পার। সে ক্ষমতা আছে তোমার। ভাল, কান্তিনের সঙ্গে তোমার বিবাদ হয়েছিল না?" এবার আমার পালা। তিন জনেরই এবার মুখ শুকিয়ে গেল।

বিশুষ্ক মুখে ক্লাভারিং বোল্লেন "সে কোন কাজের কথা নয়। সে সব কথা এখন—"

"কেন নয়? তোমার সঙ্গে আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব সৌহার্দ্দ্য, বিশেষ যা হয়ে গেছে, সে প্রসঙ্গে দোষই বা কি? লেডী কলমন্থনাকেও তুমি বিবাহের পূর্ব্বে অবশ্য চিন্‌তে?"

"আমি—না, স্মরণ হয় না। হয় ত—না। হাঁ। বোধ হয় পরিচয় ছিল।" এই কথাটি বোলতে ক্লাভারিং তিন চারবার থাম্‌লেন। ঘেঁড়িয়ে ঘেঁড়িয়ে এই কথাটি উচ্চারণ কোরে ক্লাভারিং যেন হাঁপিয়ে পোড়লেন।

সহাস্য বদনে ভ্রুকুটি কোরে লর্ড বাহাদুর বোল্লেন "এমন ঘটনা তুমি ভুলে গেলে? বড়ই আশ্চর্য্য! আমি কান্তিনের মুখেই তোমাদের বিবাদের আনুপূর্ব্বিক শুনেছি। সব জানি আমি।" তার পর লেডীকে লক্ষ্য কোরে বোল্লেন "তুমি কিছু জান কি?"

"প্রিয়তম! অনুরোধ করি, ব্যগ্রতা করি, এ প্রসঙ্গ ত্যাগ কর। ক্লাভারিং বড়ই লজ্জিত হয়েছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে—বুদ্ধির দোষে এমন একটা কাজ কোরে সেরেছেন, বিশেষ আমাদের পরিচিত—"

"আমাদের পরিচিত? আমার? না না, তা নয়। কান্তিন আমার কেহ নয়, তোমার। তোমার পরিচিত।"

"কে নয়? আমার বিবাহের পর সে কি তোমারও আত্মিয় হয় নাই?"

"সংসারে এইটেই বিশেষ গোল। বিবাহের পর স্বামীই স্ত্রীর সকল আত্মিয়স্বজনের দোষগুণের অধিকারী হয়। এসব দায়ীত্বের বোঝা পাপ বোলে মনে হয়। এ সব ছেলেরা তোমার! তোমারই অধিকার! কাজে কাজেই 'স্বামী স্ত্রী' এই একটি লোক দেখান সম্বন্ধের খাতিরে ঐ সব বেচারাদের আমার বোলেও স্বীকার কোত্তে হয়েছে।" লর্ড বাহাদুরের ওষ্ঠে ঘৃণার হাসির বিকাশ হলো। ধীরে ধীরে বোল্লেন "রাগ কর কেন? তাচ্ছিল্য কর কেন? মন দিয়ে শোন। ক্লাভারিং আজ এক বৎসর হতে এখানে কোনও এক ভদ্র পরিবারের মধ্যে বাস করেন। সেই বাটির একটি সুন্দরী কিঙ্করীর প্রেমে পতিত হন। আমাদের যেমন মেরী, সে বাড়ীর সেটিও ঠিক এই রকম।" লর্ড বাহাদুর আবার হাস্য কোল্লেন। হাসির সঙ্গে আমার ভয় ও বিস্ময় জেগে উঠলো। তখনি যেন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘোটবে বোলে বোধ হলো।

লর্ড বাহাদুর আবার বোলতে লাগলেন "মেয়েটি চমৎকার সুন্দরী। বয়স কেবল মাত্র আঠার। কাল কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, কাল কাল বড় বড় চোক, নাশা বাঁশির মধ্যস্থল একটু উঁচু, ঠোঁট দুখানি লাল, রংটি তানাটেও নয়, লালও নয়, গোলাপী। গোলাপী গণ্ডস্থল দিয়ে যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বেশী লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়, মাঝারি। মোটের উপর মেয়েটি সুন্দরী। তার সৌন্দর্য্য দেখে রাজারাজড়ার মেয়েদেরও হিংসা হয়।" জানি না কেন, আমি লজ্জিত হয়ে পোড়লেম। মাথাটি নীচু কোরে ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলেম। লর্ড বাহাদুর তাঁর অপরিসমাপ্ত কথার শেষার্দ্ধ পূর্ণ কর্ব্বার জন্য বোল্লেন "চমৎকার সুন্দরী। যদি সে সৌন্দর্য্য দেখতে চাও, পাশের দিকে চেয়ে দেখ। তুইসদনের বাড়ীর ঘটনা স্মরণ কর। প্রিয়তমে! উত্তর কর? রাগ নয়, এসব রহস্যের কথা! ক্লাভারিঙের রুচির প্রসংশা আছে। ক্লাভারিং তাকে তুমি বিবাহ কোর্ব্বে কি?"

লজ্জায়—ভয়ে আরও কত রকম কিসে কেমন তর হয়ে গিয়ে, আম্‌তা আম্‌তা কোরে ক্লাভারিং উত্তর দিলেন, "এ সমস্ত কথাই মিথ্যা।"

"না না, মিথ্যা নয়। ভাল মেরি! তুমি এর কি জান? এ ঘটনার সময় তুমি অবশ্য উপস্থিত ছিলে?"

উত্তর দিতে পাল্লেম না। অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে আমার চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হলো। লর্ড বাহাদুর বিস্মিত হয়ে বোল্লেন "মেরি! কাঁদালে তুমি? কি এমন কথা! হয়েছে? কেন তুমি কাঁদ?"

ঐ দিকে আর এক বিভ্রাট! লেডী যেন জ্ঞান শূন্য হয়ে পোড়লেন! কথা কইতে পারেন না! মহা বিপদ! লর্ড বাহাদুর মহা বিপদে পোড়লেন! রহস্য তরঙ্গে দারুণ হলাহলের উৎপত্তি দেখে কাতর হ'লেন। ক্লাভারিং প্রবোধ দিয়ে বোল্লেন "ভয় কি? নিকটেই জনসনের খামারবাড়ী। সেই খানে চল, এখনি সুস্থ হবে।"

দ্রুতগামী গাড়ী আরও জোরে জোরে হাঁকিয়ে আমরা জনসনের খামার বাড়ীতে উপস্থিত হলেম। লেডীকে নামিয়ে নিয়ে লর্ড বাহাদুর বোল্লেন "ক্লাভারিং! যাও, বেড়িয়ে এস তোমরা। বেশী জনতায় পীড়া বৃদ্ধি হতে পারে। অপরাহ্ণ ৪ টের সময় ফিরে এস।"

আমি অমত প্রকাশ কোত্তে যাব, নামতে যাব, পাল্লেম না। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটে বেরিয়ে এল। চীৎকার কোরে গাড়ী-চালককে গাড়ী থামাতে বোল্লেম, গাড়ীর ঘড় ঘড়ানি শব্দে সে কিছুই শুনতে পেলে না। দেখতে দেখতে অনেক দূরে গাড়ী এসে পোড়লো। আর চীৎকারে কোন ফল নাই ভেবে চুপ কোরে রইলেম। বুঝলেম, স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝলেম, অভাগিনীর আবার বিপদ!

দ্বাবিংশ লহরী

এসেছ তুমি ?

গাড়ী সমান বেগেই ছুটেছে! কতক্ষণ আমরা দুজনেই নীরব। ক্লাভারিং নীরবে আছেন! আমি তাঁর দিকে ভয়ে চাইতেও পাচ্ছি না। মাথাটি নীচু কোরে—ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে চেয়ে বিপদের অপেক্ষায় রইলেম।

ক্লাভারিং সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোল্লেন। আমার দিকে চেয়ে বিষণ্ণবদনে বোল্লেন "মেরি! তুমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছ, ব্যাপারটা কি ? লর্ড বাহাদুরের রূপকের মানে বুঝেছ ত ? তোমাকেই লক্ষ্য কোরে তিনি এসব কথা বোলেছেন। তুমি তাঁকে এ সব কথা বোলেছ বুঝি ?"

আমি নীরবে রইলেম। কোন উত্তর দিলেম না। কথাই কইলেম না। একবার ফিরেও চাইলেম না! ক্লাভারিং আবার বোল্লেন "ভয় কি তোমার ? তোমার বিনা অনুমতিতে আমি তোমাকে স্পর্শও কোর্ব্বো না। সে ভয় তুমি ত্যাগ কর। কথার উত্তর দাও। তুমিই কি বোলেছ ? নিজে না বল, অন্য লোক দিয়ে কি বলিয়েছ ?"

বড় রাগ হলো। ঘৃণায় অভিমানে কেঁদে ফেল্লেম! কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেম "ততটা নীচ আমাকে ভাববেন না। দুঃখিনী আমি কিন্তু—

"কাঁদলে তুমি ? স্ত্রীলোকের এই স্বভাবটা বড়ই দোষের। তাদের ইচ্ছা কি অনিচ্ছা, তা বুঝবার উপায় নাই। লজ্জা কি অনুরাগ, তা স্থির করাই ভার।"

"আপনি আমাকে নেমে যেতে অনুমতি করুন। হেঁটেই আমি কর্ত্রীর কাছে যাব।" রাগে অপমানে অধৈর্য্য হয়েই এ কথাটা বোল্লেম। ক্লাভারিং হাসলেন। হেসে হেসে বোল্লেন "৮ মাইল দূরে এসে পোড়েছি। এখান হতে হেঁটে যাওয়া কি সহজ কথা ? পার্ব্বে তুমি ? এত পথ হাঁটতে তোমার ননীর শরীর গোলে যাবে যে!"

অভিমানে অভিমানে উত্তর দিলেম "পার্ব্বো! অনায়াসেই আমি হেঁটে যেতে পার্ব্বো। এ অভ্যাস আমার আছে।"

"তুমি পাগল হয়েছ। তুমি কি মনে কর, নির্জ্জনে পেয়ে তোমার প্রতি আমি অত্যাচার কোর্ব্বো ? তা নয়, সে কথা একবারও মনে স্থান দিও না। তবে কি জান, তোমাকে আমি বড় ভাল দেখি। বড় ভালবেসেছি তোমাকে। তুমি সুন্দরী; লর্ড বাহাদুর তোমার যেরূপ বর্ণনা কোরেছেন, আমি তা হতেও তোমাকে সুন্দরী দেখি। তোমার মুখে, মেরী

সত্য বোলছি, তোমার মুখে কি যে এক রকম ভালবাসা মাখা আছে, আমি তাই দেখেই পাগল হয়ে পোড়েছি।"

"আমি এখনো বোলছি, আমাকে অনুমতি করুন। আপনি না সেনাদলের অধিনায়ক? লোকের মানসম্ভ্রম রক্ষা করাই না আপনার কার্য্য? এই বুঝি তার পরিচয়? আমি নামলেম, নিষেধ করি, বাধা দিবেন না।" রাগে রাগে এই কথা গুলি বোলে গাড়ীবানকে গাড়ী রাখতে বোল্লেম। আজ্ঞা তখনি প্রতিপালিত হলো, নেমে দাঁড়ালেম। আর দ্বিরুক্তি না কোরে দ্রুতপদে অগ্রসর হলেম। ক্লাভারিং বাধা দিলেন না। গাড়ী আবার গড় গড় কোরে চোলে গেল। ক্ষাণিক দূর গিয়েই গাড়ী থামলো। দূরে কানে আওয়াজ গেল,—ক্লাভারিং বোল্লেন "থাম।" গাড়ীর শব্দ লক্ষ্য কোরে বুঝলেম, গাড়ী থামলো। একটু পরেই আবার গাড়ীর শব্দ পেলেম। বুঝলেম, গাড়ী চোলে গেল। ছুটলেম। মেয়েটিকে বেশ কোরে কোলে তুলে নিয়ে, বেদম ছুট দিলেম। সংজ্ঞাশূন্য হয়েই দৌড়!—দৌড় দৌড়, কেবল দৌড়। দৌড়ে দৌড়ে একটা নদীর ধারে এলেম। নদীর বাঁধাঘাটে সান্ধ্যভ্রমণকারীগণের বিশ্রাম লাভার্থ আসন ছিল, এক খানি আসনে বোসে হাঁপাতে লাগলেম।

নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর শীতল হলো। ছুটবার সময় মেয়েটি উঠেছিল, ঠাণ্ডা হওয়ায় আবার ঘুমিয়ে পোড়লো। আসনের এক পাশে শুইয়ে রাখলেম।

একটু সুস্থ হতেই চারদিক চেয়ে দেখ্‌লেম। চেয়ে দেখেই ত অবাক! আমার পাশে আবার সেই বিধাতার জঘন্যসৃষ্টি পাপিষ্ঠ লম্পট ক্লাভারিং!

ক্লাভারিং সকাতরে বোল্লেন "মেরি! ভয় কর কেন? পূর্ব্বে যা হয়ে গেছে, তার জন্য অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হোচ্চে। ঈশ্বরের দিব্য!—আর আমি তোমাকে কিছুই বোল্‌তে চাই না। কেবল বোল্‌তে চাই—মেরি! আমি তোমাকে জানাতে চাই, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কতদূর গভীর। আমি তোমাকে ভুল্‌তে পারি নাই! চেষ্টা কোরেও—যত্ন কোরেও তোমার ছবি—আমি হৃদয় দর্পণ হোতে দূর কোত্তে পারি নাই। তাতেই প্রাণের এই যাতনা! মেরি! একবার—একটি বার বল, তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ কোর্ব্বে?"

"না।" দৃঢ়তার সহিত উত্তর কোল্লেম "না। আমাকে এ অনুরোধ কোর্ব্বেন না। আমি উপদেশ দিচ্ছি, এ দুরাশা আপনি ত্যাগ করুন। সম্পূর্ণ অযোগ্য আমি, কেন নিজের সম্ভ্রম নষ্ট কোর্ব্বেন?"

"না মেরী, আমি তা পারি না। পাগল হয়েছি!—আমি জ্ঞান শূন্য! তোমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশী আমাকে পাগল কোরে তুলেছে। আমি তোমাকে বিবাহ কোর্ব্বো,

৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

সুখে রাখ্‌বো!—ঈশ্বরের দিব্য! আমি তোমার। তোমাকে আমি আমার কোর্ব্বো! কোর্ব্বই কোর্ব্বো! আমার প্রতিজ্ঞা পালনে ত্রুটি হবে না। মেরি! তোমাকে কত ভাল বাসি, তা তুমি হয় ত জাননা।"

"আর লেডী কলমন্থনা?" বিরক্ত হয়ে—রাগে অধীর হয়ে বোল্লেম "লেডী কলমন্থনা? তাঁর ভালবাসা?"

"তার? সে কথা আর তুলো না। সে সব স্বপ্নময় যৌবনের ক্ষণিক খেয়াল। হাঁ, আমি স্বীকার করি, তাঁকে ভালবাস্‌তেম,—কিন্তু সে ভালবাসা ইন্দ্রিয়লালসায় পূর্ণ, আর মেরি! তোমাকে যে ভালবেসেছি, এ ভালবাসার মধ্যে স্বার্থ নাই!—বল তবে, তুমি আমার হবে? আমার বাহু পাশে আবদ্ধ হয়ে আমাকে সুখী কোর্ব্বে তুমি?—তুমি আমার মান সম্ভ্রমের—সুখ দুঃখের অংশভাগিনী হবে, বল? বল মেরী, কতদিনে আমি তোমাকে প্রিয়তমে বোলে সম্বোধন কোরে কৃতার্থ হব?"

'কখনই না।' গর্ব্বভরে উন্নতস্বরে বোল্লেম 'কখনই না। তোমার মত লম্পট—বদমায়েসকে আমি কখনই—কখনই আমি—'

"কোর্ব্বে না? স্বীকার তুমি হবে না?" ক্লাভারিং দৃঢ়মুষ্টিতে আমার হস্ত ধারণ কোল্লে। গায়ের উপর চেপে পোড়ে—পাগলের মত অঙ্গভঙ্গী কোরে বোল্লে "তুমি আমার প্রস্তাবে তবে সম্মত নও? তবে আমি তোমার সর্ব্বনাশ. কোর্ব্বো! আমি—তোমার——"

চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম। চীৎকার কোরে বোল্লেন 'এখনো বোল্‌ছি, ছেড়ে দাও। মেয়েটি যে মারা গেল! দম বন্ধ হয়ে গেছে, ছাড় ছাড়।' থত মত খেয়ে ক্লাভারিং সোরে বোস্‌লো। পাগলের মত বোল্লে "ওঃ—বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি আমাকে ভাল বাস্‌বে না। আর একজনকে যে তুমি ভালবেসেছ! বল মেরি! সে সৌভাগ্যবান কে? সেই মেয়েমুখো কান্তিন বুঝি?"

দূরে অশ্বপদশব্দ শুন্‌লেম। আশায় আশায় বোল্লেম "যদি সত্যকথা জান্‌তে চাও, সে কথা প্রকাশ কর্ব্বার না হলেও তোমাকে বোল্‌ছি, হাঁ কান্তিন।"

আশ্বারোহী নিকটে এলেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো "হাঁ! কান্তিন।" প্রকৃতই তিনি কান্তিন। কান্তিনও উচ্চারণ কোল্লেন "হাঁ! কান্তিন।" আনন্দে অধীর হয়ে বোল্লেম 'কান্তিন! এই বিপদের সময় বিপদে উদ্ধার কোত্তে এসেছে তুমি? ভগবান বুঝি দুঃখিনীর বিপদে উদ্ধার কোত্তে তোমাকে পাঠিয়েছেন?"

ত্রয়োবিংশ লহরী।

তবে বিদায়!

যথার্থই কান্তিন এসেছেন। অশ্ব দূরে রেখে দ্রুতপদে কান্তিন আমাদের সম্মুখে এলেন। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "হয়েছে কি? কাণ্ডটা কি? ব্যাপার টা কি? আবার বুঝি ক্লাভারিং অপমান কোরেছে? কেমন, তাই কি?"

ক্লাভারিং বোল্লেন "মেরী বোধ হয় সে কথা বোল্‌বেন না। আমি তাঁকে অপমান করি নাই। বিনীত ভাবে সকাতরে প্রেমভিক্ষা চেয়েছি। প্রত্যাখ্যাণ কোরেছেন। ঘৃণার সহিত—আন্তরিক ঘৃণার সহিত মেরী আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য কোরেছেন। তিনি অন্যকে ভাল বেসেছেন। তাঁর ভালবাসার পাত্র—থাক্, সে সব কথায় আমার কাজ নাই। কান্তিন্! মেরীর জন্য আমরা দুজনে একবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কোরেছি। বৃথা আবার কেন? যুদ্ধে আমার ইচ্ছা নাই। তোমার হৃদয়ে বল আছে, তুমি আমাকে পরাস্ত কোর্ব্বে। দুর্ব্বল আমি, কেন অকারণ যন্ত্রণা সহ্য কোর্ব্বো? চোল্লেম আমি।" দ্রুতপদে মর্ম্মাহত ক্লাভারিং প্রস্থান কোল্লেন।

কান্তিন্ এসে আমার পাশে বোস্‌লেন। হাত খানি ধোরে প্রেম ভরে—আগ্রহ ভরে—জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মেরি! আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছি। ঠিক সময়ে উপস্থিত না হলে হয় ত একটা বিপদই ঘোটে যেত। ভাগবান রক্ষা কোরেছেন। ক্লাভারিং বোল্লে, তুমি আর একজনকে ভালবেসেছ, বল মেরি, সে ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে? আমি জানি,—সে লোকটিকে আমার জানা আছে, তবু তোমার মুখে আমি তার নাম শুন্‌তে চাই। বল, বল মেরি! সে লোকটি কে?"

আমি কথা কইলেম না। লজ্জায় আমাকে অভিভূত কোরে দিলে। ইচ্ছা কোরেও কথা কইতে পাল্লেম না। হৃদয়ে আমার সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত, যে সুখ এ জীবনে কখন ভোগ করি নাই, এ সেই সুখ। কে যেন আমার সম্মুখে ইদন উদ্যানের ছায়া ছবি ধোরেছে, কে যেন আমার হৃদয় তারে কত মোহন মধুর স্বর লহরীর ঝঙ্কার দিচ্ছে, আমি যেন আত্ম-হারা হয়ে প্রীতির সাগরে কোনও অজ্ঞাত পূর্ব্ব সুখরাজ্যের উদ্দেশে ভেসে ভেসে যাচ্চি। হৃদয়ে এত সুখ, মুখে কিন্তু কথা নাই।

নীরবে থাক্‌তে দেখে অধিকতর আগ্রহ সহকারে কান্তিন বোল্লেন "তবে আমার ভ্রম। কিন্তু এ ভ্রমের স্মরণেও প্রাণান্তিক যন্ত্রণা! তবে তুমি আমাকে ভালবাস না?"

"বাসি।" মৃদু স্বরে আমার ক্ষীণকণ্ঠ হতে উচ্চারিত 'হলো' ঐ। কান্তিন! আমি

তোমাকে ভালবাসি।' বড়ই লজ্জা হলো। যাঁকে চিরদিন আপনি বোলে—সসম্ভ্রমে সম্বোধন করি, আজ মনের আবেগে তাঁকে তুমি বোলে ফেল্লেম।

"এত দিনে আমার সন্দেহ গেল। জান্‌লেম্ মেরি! আমি অপাত্রে আমার ভালবাসা ন্যস্ত করি নাই! প্রিয়তমে! তুমি আরও জান, তোমার এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখে আমি মোহিত হই নাই, মোহিত হয়েছি, তোমার গুণে। আমার চক্ষে তুমি যথার্থই স্বর্গের দেবী।"

'আমরাও তাই বিশ্বাস। আমি কখন স্বর্গের দেবতা দেখি নাই, কখন কল্পণাতেও আনি নাই, কিন্তু কান্তিন্! তোমাকে দেখে আমি স্বর্গের দেবতার কল্পনা কোত্তে শিখেছি। সূর্গে যদি দেবতা থাকেন, তাঁরা তোমারই মত।' মনের আবেগে এতগুলি কথা এক নিশ্বাসে বোলে ফেল্লেম।

"আঃ মেরী!—তোমার সবই মধুর। মধুময়ী তুমি। কিন্তু কত দিনে তুমি আমার বোলে জান্‌বো, তা ভগবানই জানেন।"

'একথা যথার্থ। আমাদের সুখের পরিণাম ভগবানের হাতে। অপ্রাপ্ত বয়স আমাদের, এখনকার কল্পণা ভগবানের উপর দিযে নীরবে থাকাই উচিত। বিবাহের পূর্ব্বে যে সব কুমারীরা পতি নির্ব্বাচন করে, ভাবিপতির সহচারিণী হয়, পরিণাম কেবল কষ্ট।

প্রসন্ন হয়ে কান্তিন বোল্লেন "হাঁ মেরী। ঠিক বোলেছ। আর এক বৎসর মাত্র বাকী। এখন আমার বয়স কুড়ী। আর এক বৎসর মাত্র বাকী।"

'আরও কথা আছে। তুমি ধনীর সন্তান, আমি আশ্রয় শূন্য—পথ-ভিকারী; তুমি উচ্চপদস্থ, আমি দাসীবৃত্তি কোরে জীবিকা সংগ্রহ করি; তোমার অগন্য আত্মিয় সৃজন, আমার এ জগতে কেহ নাই; তোমার পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধহলে শতচক্ষু সেই দিকে চায়, এ জগতে একবিন্দু নেত্র জলের প্রত্যাশাও আমার নাই। এমন অযোগ্য বিবাহ কোরে কেন তুমি সমাজে নিন্দনীয় হবে? সামান্য প্রলোভনে কেন তুমি নিজের সর্ব্বনাশ কোত্তে বসেছ? বিবেচনা কর,—ভেবে দেখ, এ বিবাহ এ ভালবাসা আমরণ স্থায়ী হবে কি না। তা না হলে সামান্য বাহ্য চক্ষে দেখে—দুদিনের ভালবাসায় শেষে পরিণামে কেন দুঃখ পাথারে ভাস্‌বে?'

"মেরি! এখনো তোমার ভ্রম? আমি আবার বলি, নিশ্চয়ই তোমার ভ্রম! ধন, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এর গর্ব্ব আমার নাই। ধনবানের কন্যা—রাজা রাজড়ার কন্যা বিবাহ কোত্তে আমার প্রবৃত্তি নাই। সাধারণ মতেই আমি সে মতের অনুমোদন করিনা। বল মেরি! এ পর্য্যন্ত কোন্ ব্যক্তি রাজার ঘরের বিলাসিনীদের সহচারিণী কোরে সুখী হয়েছে? বিশেষ ভালবাসা ত ধনজনের মুখাপেক্ষী নয়?—ভালবাসা ত রূপের পক্ষপাতি নয়?

ভালবাসাত মনুষ্যের করায়ত্ব নয় ? কেন মেরী তুমি একথা বোল্‌ছ ? আমার প্রণয়ে সন্দেহ কোরো না। বিবাহ কোত্তে চাই না, তোমাকে নিয়ে আমি সুখী হতে চাই না, কিন্তু মেরী, তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ভালবাসি ! চক্ষের ভালবাসা নয়, রূপের ভালবাসা নয়,—ইন্দ্রিয় লালসাময় ভালবাসা নয়, আমি জানি, আমি তোমাকে কেবল ভালবাসি। যে ভালবাসার ভিত্তিতে ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপিত, সেই ভালবাসাই আমি তোমাকে বাসি।”

‘আমি তা জানি। প্রসঙ্গতঃ বোল্‌ছি, লোকে যখন ভালবাসে, তখন সে ভালবাসায় ত শ্রেণী নির্দ্দেশ হয় না ? রূপজ ভালবাসা—গুণজ ভালবাসা, সব ভালবাসাই যে বাসে, সে জানে, সে বুঝে, সে প্রকৃত ভালবাসাই বাস্‌ছে।- ভালবাসার শ্রেণী নির্দ্দেশ হয়, পরিণামে। যে ভালবাসা আমরণ স্থায়ী হয়, যে ভালবাসা জীবনের সঙ্গে গেঁথে রাখা যায়, যে ভালবাসা—ভালবাসার বস্তুর অসদ্ভাবেও বিন্দু মাত্রে ধ্বংশ হয় না, সেই ভালবাসাই ভালবাসা ! আমি সে ভালবাসার যোগ্য কিনা, এ মহাযজ্ঞ আমা দ্বারা নির্ব্বাহ হবে কি না, এ হৃদয় ভালবাস্‌তে জানে কিনা, তা আগে পরীক্ষা করা কি উচিত নয় ? তাই বলি, এই একবৎসর কাল আমাদের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাতে কাজ নাই ! এই একবৎসরের অদর্শনে আমাদের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় কিনা, তার পরীক্ষা হবে। আমাদের পরস্পরের ভালবাসা যদি প্রকৃত হয়, তবে দুজনে দুজনের মূর্ত্তির অনুধ্যান কোরে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাতে পার্ব্ব। আর যদি ভুলে যাই, তা হলেও ক্ষতি হবে না। ভুল্‌তে পাল্লে আর কষ্ট কি ?’

“মেরি !” দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে—মর্ম্মব্যথায় যেন অধিকতর ব্যথিত হয়ে কান্তিন বোল্লেন “মেরি ! এক বৎসরের জন্য আমি ভাবি না। তোমাকে আমার এই ভালবাসার পরিচয় দিতে আমি সমস্ত জীবন তোমার অদর্শন যন্ত্রণা সহ্য কোত্তে প্রস্তুত আছি। তবে তাই হবে। তোমার কথাই আমি মান্‌লেম। একটি সপ্তাহ মাত্র সময়। এই সময়ের মধ্যে আমি কাজের বন্দোবস্ত কোর্ব্বো।—বাড়ীর বিষয় বিভবের বন্দোবস্ত, এক সপ্তাহ না হলে হবে না। মেরি ! প্রিয়তমে ! এই এক সপ্তাহের অনুমতি দাও !

‘তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এই কথাই স্থির। এক সপ্তাহ পরেই আমাদের বৎসরব্যাপী বিদায়ের দিন স্থির রইল।”

“তবে বিদায় !” সজল নয়নে কান্তিন বোল্লেন “তবে বিদায় ! কিন্তু যদি এক বৎসরের মধ্যে কোন দুর্ঘটনাই ঘটে, যদি মেরী এই দেখাই আমাদের জীবনের জন্মশোধ দেখা হয় ?—একটি আশা পূর্ণ কর।”

আমি নীরবে রইলেম। সজল নয়নে মুখ ফিরিয়ে নিলেম। কান্তিন আমাকে আলি-

জন কোরে বোল্লেন "এতদিনে আশা পূর্ণ হলো।" তিলমাত্র বিলম্ব না কোরে কাস্তিন প্রস্থান কোল্লেন।

যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই সজলনয়নে চেয়ে দেখ্‌লেম। তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনার বিষয় নয়।

বেলা ১টা। জিজ্ঞাসা কোরে কোরে জনসনের থামারবাড়ীতে গেলেম। গাড়ী ঘুরে ফিরে নিকটেই এসে পোড়েছিল। হয় ত থামার বাড়ীতেই ফিরে আস্‌ছিল। আমার আস্‌তে বেশী বিলম্ব হলো না, ভাবতে ভাবতে থামারবাড়ী প্রবেশ কোল্লেম। কাস্তিনের শেষ কথা ভাবতেই যেন কর্ণ পথে ধ্বনিত হতে লাগ্‌লো,—তবে বিদায়!

চতুর্বিংশ লহরী।

জন্মশোধ বিদায়!

প্রবেশ কোচ্চি, জনসনের থামারবাড়ীতে প্রবেশ কোচ্চি, দেখ্‌লেম শ্রীমতী, লর্ড বাহাদুরের হস্ত ধারণ কোরে পদচারণ কোচ্চেন। ভাবে বুঝলেম, শ্রীমতী সুস্থ হয়েছেন। আমাকে দেখেই শ্রীমতী যেন চিন্তিত হোলেন! বিস্ময় চকিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মেরি! তুমি যে হেঁটে এলে? গাড়ী কোথায়? কোন দুর্ঘটনা ঘোটেছে না কি?"

মনের কথা গোপন কোরে উত্তর দিলেম 'না, কোন মন্দ ভাব ভাব্‌বেন না।'

সন্দেহ পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে লেডী বোল্লেন "যাও তবে। তোমাদের খাবার প্রস্তুত।" আমি দ্বিরুক্তি না কোরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। আহারাদি শেষ হলো, যাবারও সময় হলো, গাড়ী এসে উপস্থিত। ক্লাভারিং নাই! লর্ড বাহাদুর তাড়া তাড়ী গাড়ীতে উঠ্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠ্‌লেম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গাড়ী বাগান বাড়ীতে পৌছিল। এসে দেখি, ক্লাভারিং বোসে আছেন! কোন্ পথে কোথা দিয়ে তিনিও গেছেন। কেন এসেছেন, তা তখন কেহই জিজ্ঞাসা কোল্লেন না।

রাত্রে শুয়েছি, পথ হেঁটে শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, সকাল সকাল শুয়েছি, দরজা খোলা আছে। লেডী কলমহুনা এসে উপস্থিত হোলেন। ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মেরি! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছি। আজ কি দুর্ঘটনা ঘটেছে, বল। কেন তুমি হেঁটে এলে? গাড়ী ছিল সঙ্গে, নিজের গাড়ী, তা থাক্‌তে কেন তুমি হেঁটে এলে? ক্লাভারিং—পাপিষ্ঠ ক্লাভারিং আবার বুঝি অত্যাচার কোরেছিল? লজ্জা রেখ না, সত্য বল।"

আমি কাতরকণ্ঠে উত্তর কোল্লেম 'হাঁ। ক্লাভারিং আমাকে অপমান কোরেছে। আমার প্রতি অত্যাচার কোরেছেন তিনি। বল প্রকাশ পর্য্যন্ত—"

"কোরেছে ?" পাপিষ্ঠ নরাধম তোমার প্রতি বল প্রকাশ কোরেছে ? উঃ—মেরি ! তুমি বল কি ? দুরাচারের এতদূর সাহস ?"

'না—বলপ্রকাশ করেন নাই। তবে একটু বিলম্ব হলেই হতো। ঈশ্বর রক্ষা কোরেছেন।'

"কিসের বিলম্ব হলে বিপদ ঘোট্‌তো ?" আগ্রহে আগ্রহে ম্লানমুখী কর্ত্রী জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কিসের বিলম্ব হলে বিপদ ঘোট্‌তো ?"

লজ্জা বিনম্রমুখে উত্তর কোল্লেম, 'কান্তিন্ যদি না আস্‌তেন, তা হলে আমার ভাগ্যে যে কি ঘোট্‌তো, তা এখন ভাবতে গেলেও আমার ভয় হয় !'

"কান্তিন্ ?—কান্তিন এসেছিলেন ? ভড় ভালই হয়ে ছিল, কিন্তু নরপশু ক্লাভারিঙের এ কি চরিত্র ! লোকের সর্ব্বনাশ করাই কি তার ব্রত ? মেরি ! আমি জেনেছি, বুঝ্‌তে পেরেছি, বিশ্বাস কোরেছি, তোমার স্বভাব অতি নির্ম্মল ! জানি আমি, সংসারের তাবত সয়তানী প্রকৃতির বোঝা তোমার মাথার উপর চেপে পোড়লেও তুমি কাতর হবে না ! সংসারের কোন অকর্ষণে—কোন প্রলোভনে তোমার হৃদয় বিচলিত হবে না ! কিন্তু আমার ভাগ্যে হলো কি ? জান তুমি, দুরাচার স্বার্থপর ইন্দ্রিয়পর ক্লাভারিং আমার সর্ব্বনাশ কোরেছে ! বাল্য কালে—সত্য বোল্‌ছি মেরি, বাল্যকালে আমি ক্লাভারিঙকে ভালবেসেছিলেম !—ভালবেসেছিলেম কি, আজও ভালবাসি ! অন্তরের সঙ্গে ভালবাসা। হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা ভালবাসা, আমি তাকে ভুল্‌তে পারি না—যত্নে চেষ্টায় সে ভালবাসা ভুল্‌তে পারি না। বাল্যকালে যখন আমি সংসার চিন্‌তেম না, সমাজ চিন্‌তেম না ; হৃদয়ে যখন প্রথম যৌবনের সঞ্চার হয়, হৃদয়সরসীতে যখন প্রথম প্রণয়কমল ফুটে উঠে, উন্মেষ উন্মুখ আশাতরু যখন অভিষ্ট ফলদানে প্রথম আশা দেয়, তখনি—সেই সময় আমি ক্লাভারিঙকে ভালবাসি। কে জান্‌তো, পরিণামে সেই ভালবাসা আমার জীবনকে বিষময় কোর্ব্বে ? মেরি ! তুমি পাপের পথ জান না, তবে পাপিনীর অন্তরের বেদনা কি কোরে বুঝ্‌বে ? কেমন কোরে অনুভব কোর্‌বে, এই পাপহৃদয়ে কত যন্ত্রণা চিরস্থায়ী রূপে বাসা নিয়েছে ? ক্লাভারিং এখন আমার শত্রু। তুমি নির্দ্দোষী, মনে করো না, আমি তোমাকে লক্ষ্য কোরে বোল্‌ছি, কিন্তু ক্লাভারিং আমার হৃদয়ে যে বিষাদের আগুণ জ্বেলেছে, আমি তার প্রতিশোধ নিতে ক্ষান্ত হব না ! মেরি ! প্রিয়তমে ! আমি আবার—আবার বলি, ক্লাভারিঙকে আমি আজও ভালবাসি। এখনও সে আর এক জনকে ভালবাস্‌লে আমার প্রাণে বড়ই যন্ত্রণা হয় ! হিংসায়—ঘৃণায় আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে

যায়। মেরি! কে জান্‌তো যে, যৌবনের ভালবাসা পরিণামে আমার এমন সর্ব্বনাশ কোর্ব্বে?”

তাপিনীর পরিতাপে হৃদয়ে বড়ই যন্ত্রণা পেলেম। কাতরকণ্ঠে বোল্লেম ‘সে সব কথা তুলে কেন আর যন্ত্রণা পান?’

“কেন যন্ত্রণা পাই?” সজলনয়নে ঘৃণার কটাক্ষ কোরে অভিমানিনী বোল্লেন “মেরি! আমি কেন যন্ত্রণা পাই? যন্ত্রণাই যে আমার এখন অবলম্বন। সমস্ত জীবনই যে আমাকে যন্ত্রণার ভার বুকে কোরে কাটাতে হবে! সমস্ত জীবনই যে আমাকে যন্ত্রণার আগুণে পুড়তে হবে? এখনও যে তার অনেক বাকী। সন্ধ্যার সময় ক্লাভারিং বিদায় হয়েছেন, চোলে গেছেন তিনি। যখন তিনি বিদায় নিতে আসেন, তখন আমি স্পষ্টই বোলেছি, এই বিদায়ই আমাদের জন্মশোধ শেষ বিদায়। আর যেন তাঁর মুখ দর্শন কোত্তে না হয়। আমি তাই কোরেছি। স্পষ্টই—অন্তরের সহিত যুদ্ধ কোরে—মর্ম্ম যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে মুখ ফুটে স্পষ্টই বোলেছি, জন্মশোধ এই বিদায়ই আমাদের শেষ বিদায়।”

অনেক কথা হলো। অনুতাপে যেন লেডী কলনস্থনা দগ্ধ হয়েছেন। হৃদয় যেন তাঁর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অভিমানিনী অভিমান ভরে যে ভাবে মনোবেদনা প্রকাশ কোল্লেন, তা শুনলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েরচক্ষেও জল আসে। লেডী বিদায় গ্রহণ কোল্লেম। তখনো আমার কাণে স্পষ্ট স্পষ্ট যেন ধ্বনিত হলো, নিরাশ প্রণয়ের মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ ঘুরে ঘুরে প্রতিধ্বনি তুলছে, এই বিদায়ই জন্মশোধ শেষ বিদায়।

পঞ্চবিংশ লহরী।

সখের ভোজ।

এক সপ্তাহ অতীত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক সপ্তাহ অতীত। আজ আমাদের বাগান বাড়ীতে সকের ভোজ। অনেক লোকের সমাগম হবে, চারদিকে ধুম পোড়ে গেছে। লর্ড বাহাদুরের বাড়ী ভোজ, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও অবশ্য সেই শ্রেণীর। এমন একটা বড়দরের ভোজ দেখ্‌বার জিনিস বটে।

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিতেরা আস্‌বেন। লর্ড বাহাদুরের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, তাঁর নামের উপযুক্ত আয়োজনের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় কোরে, ঘর সাজান হয়েছে! গৃহের বড় পাথরের টেবিলের চার পাশে চক্রাকারে প্রায় ৪০ খানি চেয়ার পোড়েছে। টেবিলের উপর বড় বড় গোলাপের হাজারী তোড়া, ছোট বড় রং বিরঙের শিশি বোতলে—নানা রকমের গন্ধদ্রব্য! বড় বড় লোকেও সে সকলের নামও হয় ত জানে না। দেওয়ালের

গায়ে গায়ে লর্ড বংশধর গণের ছবিগুলি জীবন্ত লতাপাতায় আবৃত হয়ে রয়েছে। চমৎকার শোভা! মেজে সই ভাল দামী কার্পেট পাতা, দরজা হতে উপর পর্য্যন্ত বনাত মোড়া। নিমন্ত্রিতেরা গাড়ী হতে নেমেই সেই বনাতের উপর দিয়ে সভায় আসবেন। বিলাসিতার চূড়ন্ত! সভাগৃহের চার কোনে চারটি গন্ধ জলের ফোয়ারা, এই সব ফোয়ারারা সময়ে গন্ধজল ছিটিয়ে অতিথিদের তৃপ্তিসম্পাদন কোর্‌বে। এতই জাঁক জমক।

রাত ৭টা, এক এক কোরে অতিথিরা আস্‌তে আরম্ভ কোল্লেন। আমার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলেম। বক-শঠের বিধবা ডচেস এসেছেন। সঙ্গে তাঁর দুজন দাসী, দুটি মোটা বেহারা, এক গাড়য়ান, আর চল্লিশ বৎসরের অর্দ্ধবয়সী এক মোটা সহচরী। বিবাহের উপযুক্ত, পোষাকের ভারে পীড়িত দুটি বিলাসিনী রুগ্ন কন্যার সহিত লেডী দিবনপত্রা এসেছেন; মাননীয়া কুমারী মর্দ্দিনা, ৬০ বৎসরের এক বুড়ী ঝি সঙ্গে কোরে এসেছেন, বুড়ীকে ধোরে নিয়ে যেতে আবার আর একটি বুড়ী নিযুক্ত হয়েছে। বার শ তাঁর আয়, তার মধ্যে ঘোড়ায়, গাড়ীতে চাকরদের বেতনে এগার শ খরচ, বাকী এক শত মাত্র; তাতে তাঁর খাওয়া পরা চলেনা। তাই তিনি সমস্ত জীবন এই রকম বন্ধুবান্ধবের বাড়ী বাড়ী খেয়ে বেড়ান। ধোর্ত্তে গেলে, কুমারীর এইটিই এখন জীবিকার পেশা!—এইটিই তাঁর এখন সকের ব্যবসা!

লর্ড মিল্‌টোন এসেছেন। বড় ভদ্র লোক। দীর্ঘ দেহ, বলব্যঞ্জক; বয়স পঁয়ষট্টি। বড় সৌখিন, কুকুর ঘোড়ায় ভারি সক। সম্পাদক মহলেও তাঁর যথেষ্ট পসার। মর্ণিং পোষ্ট ও কোর্ট জার্নলে তিনি 'বিলাস-রাজ' উপাধী পেয়েছেন। লর্ড বাহাদুরের নিত্য নিত্য দ্বাদশটি বড় বোতল মদ বরাদ্দ। লর্ড বাহাদুরের ৮ঘণ্টা ঘোড়ায়, ৮ঘণ্টা খাওয়ায়, আর ৮ ঘণ্টা নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। এই নিয়ম সপ্তাহের ৬ দিন, বাকী দিনটি সমস্তই প্রায় নিদ্রায় কাটে। সময়ের এইরূপ বাঁধা হিসাব লিখিত পঠিত আছে।

ডাক্তার ভিন্সেণ্টও উপস্থিত আছেন। ইনি লর্ড হার্লসদনের সমস্ত বিষয়ের অধ্যক্ষ। দেহটা বেজায় মোটা, গলাটা ছিনে, লাল মুখ, ঝোলা কাণ, দাড়ী গোঁপ উঠে নাই, সুভাব বড়ই খিট্‌ খিটে। কথায় কথায় রাগ! ডাক্তার চিকিৎসা ব্যবসায়ী নন, ডাক্তার তাঁর সকের উপাধী।—রাজারাজড়ার অনুগ্রহ নিদর্শন।

কাপ্তেন লবন্দার ও বর্গমঠও এসেছেন। তাঁদের চাকরেরাও সঙ্গে এসেছে। এই দুটি লোকের বাক্স পেটরা দেখে আমি ত অবাক হয়ে গেছি! দশটি সন্তানওয়ালা ব্যক্তির সাময়িক যাত্রাতেও এত জিনিসের কোন আবশ্যক হয় না।

অতিথিদের মধ্যে আর একজন নূতন ধরণের লোক আছেন, নাম তাঁর উগিন্স। ইনি প্রথমে মর্ণি ক্রনিকাল পত্রের পরিবণ্টক ছিলেন, সহজ কথায় ইনি সহরের গ্রাহকদের বাড়ী

বাড়ী কাগজ যোগাতেন। সেই হতেই এঁর পড়ার অভ্যাস। দেখে—শিখে ইনি এখন এক জন বড়দরের লেখক। পাঠকের কাছে বড় দরের না হোন, নিজের কাছে তিনি বড় বড়-দরের লেখক। বড়দরের লেখক বোলে সর্ব্বদাই আত্মপরিচয় দেওয়া তাঁর অভ্যাস! তাঁর যে সব পুস্তক ক্রেতার অভাবে জুতার দোকানে বিরাজ করে, স্বয়ং গ্রন্থকারের কণ্ঠে সে বার্ত্তা অধিক বিক্রয়ের লক্ষণ বোলে প্রকাশ পায়।

চেনার মধ্যে আর একটি।—সেটির নাম লম্বর্ত্তন। লম্বর্ত্তনকে দেখলে বস্তুতঃই ভয় হয়! দাড়ী গোপে মুখখানি ঢাকা, পা পর্য্যন্ত লম্বা কোট, চোকে চশমা, পোড়ে পোড়ে লোকটি মাথা খারাপ কোরে ফেলেছে। বৈষয়িক তত্ত্বে লম্বর্ত্তনের বিশেষ দখল, বিশেষ প্রতিপত্তি। এই সভায় এসেই লম্বর্ত্তন সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। নির্ব্বোধ লোকগুলি আজও কেন যে তাঁর উপদেশ গ্রাহ্য করে না, কেন যে তারা লম্বর্ত্তনের চরণে শরণ গ্রহণ করে না, এই ভেবে বেচারা বড়ই দুঃখিত। লোক বুঝে না, সংসার রসাতলে গেল, মানুষ সব কালে অনাহারে মারা যাবে, এই সব চিন্তাতেই লম্বর্ত্তনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। এতগুলি লোকের প্রত্যেকের সঙ্গেই অবশ্য দাস দাসী আছে। সর্ব্ব সাকুল্যে অভ্যাগতের সংখ্যা এক শতের কম নয়। সকলেই উপযুক্ত পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে সকলেই যথাস্থানে প্রস্থান কোল্লেন। পরদিনই এই সংবাদ লর্ড বাহাদুর মর্ণিংহেরল্ড ও মর্ণিংপোষ্টে সংবাদ দিলেন। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক সংবাদ পত্রের পত্র গর্ভে কুড়ি পাউণ্ডের এক এক খানি ব্যাঙ্ক নোট শোভা পেতে লাগলো। পত্র রওনা হবার পর দিনই সংবাদপত্রের দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভ পূর্ণ কোরে লর্ড বাহাদুরের সুনামের যশের গাথা প্রকাশিত হলো। সংবাদ পত্রের সুদীর্ঘ স্তম্ভ সকল নানা বর্ণমালা ভূষণে ভূষিত হয়ে ঘোষণা কোল্লে, 'অশেষ গুণশালী লর্ড হার্লসদন এবং তাঁহার স্মরণীয়চরিত্রা পত্নী তাঁহার সহরের প্রসিদ্ধ এবং সমৃদ্ধ উদ্যান ভবনে শতাধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ উপচারে পরিতোষ করিয়াছেন। সহরের মাননীয় প্রধান প্রধান গণ্য মান্য বদান্য ধন্য অগ্রগণ্য সম্মান্য প্রাধান্যশালী অগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই উদ্যানভোজে উপস্থিত ছিলেন। লর্ড দম্পতির সদ্‌গুণে সকলেই পরম অপ্যায়িত হইয়াছেন!' জানলেম, সংবাদপত্রের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। জেনে রাখলেম, এরই নাম সংবাদপত্র, এরই নাম সকের ভোজ। আর এরই নাম সংসারের খ্যাতি যশ সম্মান সম্ভ্রম।

ষড়্‌বিংশ লহরী।

দরিদ্র দম্পতি।—পার্শ্ববল ও অলিনা।

বাগান ভোজ হয়ে গেছে। আজ তিন সপ্তাহ কাল আমরা বেশ সুখে সচ্ছন্দেই আছি। পুষ্পকুঞ্জ, মর্লে, ক্লাভারিং, সবই ভুলে গেছি। সে সব কথা আর এখন বড় মনে হয় না। এক দিন শুন্‌লেম, মর্লে লর্ড বাহাদুরের প্রধান অশ্বরক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছে! শুনেই অনুসন্ধান নিলেম, প্রবাদ সত্য। আবার ভীত হলেম! সাবধানে সাবধানে থাক্‌লেম।

লর্ড বাহাদুর সবই শুনেছেন, সবই বুঝেছেন, কিন্তু প্রকাশ কোত্তে পারেন না। লেডী কলমন্থনা এখন খুব সাবধানে চলেন। ক্লাভারিংয়ের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। লর্ড বাহাদুর কোন সুযোগই পাচ্চেন না। কিন্তু তিনি বড়ই অসুখী হয়ে পোড়েছেন। সংসারধর্ম্মে আর তাঁর মন নাই। সর্ব্বদাই তার বিষণ্ণ ভাব! সর্ব্বদাই আক্ষেপ কোরে বলেন, 'সংসারে আর তিনি থাক্‌বেন না। এই বৃদ্ধবয়সে তিনি সংসারে থেকে আর পাপ সঞ্চয় কোর্ব্বেন না। ভোগ সুখে আর তাঁর বাসনা নাই।' এ বিরাগের কারণ বোধ হয় সকলেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন।

একদিন বাগানে বোসে আছি; লেডী কলমন্থনা এসে আমার পাশেই বোস্‌লেন। অভ্যর্থনার অবসর না দিয়ে লেডী বোল্লেন "মেরি! জান তুমি,—মর্লেকে স্বামী আমার অশ্বরক্ষকের পদে নিযুক্ত কোরেছেন! আমার নিশেধ না শুনে, নিশেধ করি, আমি সে স্পর্দ্ধা রাখি না, আমার অনুরোধ না শুনে মর্লেকে নিযুক্ত করা হলো, একি আমার সামান্য অপমান মেরী? আমি পাপিনী,—স্বীকার করি—তোমার সম্মুখে কেন, আমি জগতের সাম্‌নে মুক্তকণ্ঠে যা করেছি, তা স্বীকার কোত্তে পারি, কিন্তু এ হতভাগিনী সংসারের কাছে একটু দয়ারও কি প্রত্যাশা কোত্তে পারে না? সংসারের অগণ্য লোকের মধ্যে একটি লোকের কাছেও কি একটি দীর্ঘশ্বাস প্রার্থনা কোত্তে পারেনা? জগতের কোটি কোটি অনন্তকোটি চক্ষুর মধ্যে একজনের একবিন্দু নেত্রজলও কি আমার শান্তনার জন্য ব্যয়িত হতে পারে না? তবে এ কিসের সংসার মেরী? স্বামী আমার দয়াময়। তিনি দয়ার সাগর,—প্রেম, প্রণয়, স্নেহ ভালবাসায় তাঁর উদারহৃদয় পরিপূর্ণ। আমি তাঁর অযোগ্য স্ত্রী, কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা কোরে জীবন রক্ষা কোত্তে কি পারেন না? আমি যন্ত্রণা ভোগ কোচ্ছি, অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি, তার চেয়ে অন্য যন্ত্রণা ত আর কিছুই নাই! আমি তাঁর চরণে ধোরে—ক্ষমা ভিক্ষা কোরেও কি ক্ষমা পেতে পারি না?

না—না মেরী, সে আশা আমার নাই। স্বামীর সংসারে মন নাই, সর্ব্বদাই উদাস ভাব! তাঁর বিষন্ন মুখ দেখে আমার যে বুক শুকিয়ে গেছে মেরী! মেরি, সত্য বোলছি, আমি চোলে যাব। যে দেশে গেলে এ কলঙ্ক কালি মুছে যায়, হতভাগিনীর সন্তানেরা যে দেশে থাক্‌লে নিরাপদে নিষ্কলঙ্কে থাক্‌তে পারে, যে দেশে থাক্‌লে তারা তাদের মাতার নিন্দা না শুন্‌তে পায়, তারা কলঙ্কিনীর সন্তান বোলে লোকের কাছে ঘৃণা না পায়, নিশ্চয়—নিশ্চয়ই আমি সেই দেশে যাব। তুমিও যাবে?" অনেক বুঝিয়ে—অনেক প্রবোধ দিয়ে মর্ম্মপীড়িতা লেডী কলমন্থনাকে বিদায় কোল্লেম।

আজ বড় পরিষ্কার দিন। আকাশে মেঘ নাই।—রাস্তায় বরফ নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থট্‌ থটে রাস্তা। লর্ড বাহাদুরের ছেলে দুটিকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেম। বেলা তখন পূর্ব্বাহ্ণ ১১ টা।

যাচ্ছি।—যেতে যেতে অনেক দূর এসে পোড়েছি। ভাল রাস্তা, ছেলেরা মনের আনন্দে খেল্‌তে খেল্‌তে—ছুটতে ছুটতে চলেছে। খেলে খেলে ছেলেদের তৃষ্ণা হলো। দূরে একখানি ছোট বাড়ী দেখে সেই দিকে অগ্রসর হলেম। দুখানা মাট পেরিয়ে দরজার কাছে আস্‌তে না আস্‌তে একটি লোক তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। দ্বার উন্মোচনকারীর বয়স ২৪ কি ২৫। পোষাক পরিচ্ছদ তত উচ্চদরের না হলেও চেহারায় তাঁকে উচ্চবংশ সম্ভূত বোলেই বোধ হলো। ভদ্রলোকটি দরজা খুলেছেন, আমরা প্রবেশ কোত্তে যাব, এমন সময় দুটি অশ্বারোহী দরজায় এসে উপস্থিত হোলেন। দেখেই চিন্‌লেম, লর্ড মিল্‌টন্‌, অপরটি ডাক্তার ভিন্সেণ্ট।

মিল্‌টন তেজী মেজাজে বোল্লেন "ঐ ছোঁড়া! দরজা খোল্‌। এখনি আমার হুকুম তামিল চাই, তা না হলে চাবুকে পিঠের চামড়া তুলে দেব। এখনো শোন্‌, কথা একটি শোন, ঐ বদমায়েস খোঁড়া,—তুইইত পার্শ্ববল?"

"হাঁ। আমিই লিওনার্ড পার্শ্ববল। তাতে হয়েছে কি? মারা ধরার ভয় দেখান কেন মশায়?"

ডাক্তার বোল্লেম "খুলে দাও হে খুলে দাও। বেশী চোটো না।—রাগ জানিও না।—ওজন বুঝে চল। যোগ্যব্যক্তির সম্মুখে—

"যোগ্য ব্যক্তি!" পার্শ্ববল তেজী মেজাজে উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন "যোগ্যব্যক্তি? আমি কি একজন সুদখোর—স্বার্থপর—বদমায়েসকে যোগ্য ব্যক্তি বোলে মান্য কোর্ব্বো? যে আমার দরিদ্র পিতার বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ ফাকি দিয়েছে, যার জন্য—যে পরস্বাপহারকের ষড়যন্ত্র চক্রে আমাকে পথের ভিকারী হতে হয়েছে, সেই নর পিচাশ মিল্‌টনকে আমি দরজা খুলে দিব? এখানে ঢুল্‌তে দিব তাকে আমি?"

"দিবি না?" রাগে যেন প্রজ্বলিত হয়ে লর্ড মিল্‌টন বোল্লেন "দিবি না?—দরজা খুলে দিবি না তুই?—জেকব—জেকব!"

অদূরেই জেকব লুকিয়ে ছিল; তখনি হেল্‌তে হেল্‌তে ডুল্‌তে ডুল্‌তে এসে উপস্থিত হলো। জেকব লর্ড হার্লসদনের শিকারী। শিকারের সাজ সরঞ্জাম রক্ষক। এই মাত্রই তার জীবিকা নয়, সহরের বড় বড় লোক জেকবের হাত ধরা। খুন, জখম, দাঙ্গা হাঙ্গামায় জেকব সিদ্ধহস্ত। যত যত পাপ কাজ আছে, যত যত অধর্ম্ম আছে, যত যত অত্যাচার অনাচার আছে, অধিক কি—সয়তানী খাতায় যে সব কার্য্য অকার্য্যের নামে লেখা আছে, জেকবের সাহায্যে সেই সব কাজই নির্ব্বাহ হয়।

জেকবের চেহারা ভয়ানক! যেমন মোটা, তেমনি লম্বা। জেকবের কান বেড়া দাড়ী আর মোচা গোঁপে, চাকা মুখ ঢাকা পোড়ে গেছে। হাতে বন্দুক, সঙ্গে প্রকাণ্ড আকারের সাক্ষাৎ কৃতান্ত-আকৃতি ছুটি কুকুর! জেকব এসেই টুপি খুলে—সসম্ভ্রমে বোল্লে "অধীনকে হুজুর কেন ডেকেছেন?"

"কেন ডেকেছি? এই বদমায়েস পার্শ্ববল আমাদের ভয়ানক অপমান কোরেছে। আমার হৃদয়বন্ধু ডাক্তার ভিন্সেণ্টকেও অপমান কোরেছে। ধনী লোক আমরা—রাজা লোক আমরা, আমাদের অপমান?"

"বলেন কি? এত ক্ষমতা ধরে এ? তবে আমি একে খাঁচায় পুর্‌তে পারি?" সহাস্য বদনে—ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতার দৃষ্টিতে চেয়ে জেকব তার প্রশ্ন শেষ কোল্লে।

"তাতে আর সন্দেহ আছে? জিজ্ঞাসায় আর দরকার কি? এ বদমায়েস। চাকরী না জুটাতে পেরে বদমায়েস এখন চুরী ব্যবসা খুলেছে।"

ইঙ্গিত মাত্রেই জেকব ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেল্লে। ছুটে গিয়ে—পার্শ্ববলের গলার কলার চেপে ধরে হড় হড় কোরে টেনে বাইরে আন্‌লে। নিজের দর্পে নিজেই অধীর হয়ে—দর্পান্ধ জেকব হেল্‌তে ডুল্‌তে পার্শ্ববলকে টেনে নিয়ে চল্লো। পার্শ্ববলকে সে যেন অবলীলাক্রমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এই ভেবেই তার অবজ্ঞার অঙ্গভঙ্গীতে গমন। যাচ্ছে, একটু অগ্রসর হয়েছে, এমন সময় পার্শ্ববলের সবল মুষ্টাঘাত দর্পান্ধ জেকবের পৃষ্ঠ চুম্বন কোল্লে। ধড়াস্ কোরে জেকব পোড়ে গেল। বন্দুক পোরা ছিল, আওয়াজ হয়ে গেল!—গুলি খেয়ে একটা কুকুর মারা গেল! পার্শ্ববল নিরাপদে প্রস্থান কোল্লেন।

ছেলেরা ভয় পেয়ে কেঁপে উঠ্‌লো,—ছোটটি ত কেঁদেই অস্থির! বন্দুকের শব্দে দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল! তাড়াতাড়ি অন্য একখানি বাড়ীর দরজায় আঘাত কোল্লেম,—দরজা খুলে গেল। একটি বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিলেন। বৃদ্ধাকে দেখে আমার যেন সাহস হলো। বৃদ্ধাকে দেখ্‌তেই যেন আমি তাকে আপনার জন্য বোলে মনে কোল্লেম। বড়

ভক্তি হলো। বৃদ্ধার দৃষ্টিতে সংসারের কুটিলতা নাই ;—সে দৃষ্টি যেন দয়া মায়ায় মাখা। বৃদ্ধা ছেলেদেরও পরিচিত। তখনি খাতির যত্ন কোরে বৃদ্ধা বসালেন। ছেলেদের দুধ দিলেন। আমাকে জল খেতে অনুরোধ কোল্লেন, খেলেম না। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম 'আপনি কি পার্শ্ববল বোলে কাকেও চিনেন ?"

"হাঁ চিনি। অতি ভাল ছেলে সে। ছেলেবেলা হতেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি বড় ভালবাসি তাকে। অমন ছেলে—অমন স্বভাব আর একটিরও এ পল্লিতে নাই। আমার দৌহিত্রীর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব হোচ্ছে। কেন ? তার কথা কেন ?"

আমি সমস্ত দুর্ঘটনার কথা খুলে বোল্লেম। বৃদ্ধা শুনে ফ্যাল ফ্যাল কোরে কতক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কতক্ষণ পরে দুঃখিত হয়ে বোল্লেন "আহা! বেচারার এজগতে আর কেহই নাই। দুর্ভাগ্যচক্রে হতভাগা একেবারে চাপা পোড়ে গেছে। ছিল,—চিরদিনই পার্শ্ববলপরিবার এমন দরিদ্র ছিলেন না। পার্শ্ববলের পিতামাতার সরলতায় সমস্ত পল্লির লোকই মোহিত ছিল। অতিথি, নিমন্ত্রিত, সন্তপ্ত, এমন সব লোকের অভ্যর্থনার জন্য পার্শ্ববলের ক্ষুদ্রকুটিরের দরজা সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাক্‌তো। হার্লসদন ও মিলটনের কার্য্যালয়ের মধ্যেই বৃদ্ধ পার্শ্ববলের কর্য্যালয় ছিল। কার্য্যালয় নিজের নয় ; দর্বি সহরের একটি সাধু ব্যক্তি ঐ কার্য্যালয়ের অধিকারী। পার্শ্ববলের পিতা তার অধ্যক্ষ ছিলেন, অংশ ছিল তাঁর, সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। পার্শ্ববলের পিতা সর্ব্বদাই কৃষিবিষয়িনী পরীক্ষা নিয়েই কাটাতেন। তাতেই তাঁর সর্ব্বনাশ হলো। যে ক্ষেত্রে যে শষ্য প্রচুর হয়, পরীক্ষার জন্য তিনি তাতে অন্য শষ্য বপন কোরে ক্ষতিগ্রস্থ হতে লাগ্‌লেন,—দেনা হলো!—দেনার জ্বালায় অস্থির হয়ে পোড়লেন। এক বৎসর ভাল চাষ হলো,—প্রচুর শষ্য হলো, আশা হলো, এইবার সমস্ত দেনা পরিশোধ হবে।—এক দিন লর্ড মিল্‌টন আর ডাক্তার ভিন্সেণ্ট শিকারে আসেন। বৃদ্ধের শষ্যক্ষেত্রেই শিকার, ঘোড় দৌড়ে—ঘোড়ার খুরে সমস্ত শষ্যই নষ্ট হয়ে গেল। বৃদ্ধ কেঁদে বোল্‌তে গেলেন, মিলটন চাবুকের ঘায়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন। সরল সাধু পার্শ্ববলের পিতা তাতেও দুঃখিত হোলেন না। কাতর হয়ে দুঃখের কথা জানালেন, ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা কোল্লেন, মিলটন উত্তরে বোল্লেন, "চাবুক ভিন্ন তিনি অন্য কোন ক্ষতি পূরণ কোত্তে পারেন না।" মর্ম্মাহত বৃদ্ধ দর্বিসহরে উকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন। উকিল আশা দিলেন, মকর্দ্দমা সব প্রমাণ হবে,—ক্ষতি পূরণ সব পাওয়া যাবে, বোল্লেন। বৃদ্ধ যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় কোরে মকর্দ্দমা চালালেন, কিছুই ফল হলো না। মকর্দ্দমা প্রমাণ হলো, সারেজমিনে গিয়ে তদন্ত হলো। মিলটনের রৌপ্যচক্রে বিমুগ্ধ তদন্তকারী এতেলা দিলেন, কোন ক্ষতি হয় নাই! পার্শ্ববলের পিতা মিথ্যা মকর্দ্দমা সাজিয়েছে। মকর্দ্দমার ফল হলো না—মর্ম্মাহত হৃতসর্ব্বস্ব বৃদ্ধ

বড়ই কাতর হয়ে পোড়লেন। যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে—ওয়েষ্টমিনিষ্টরের প্রধান বিচারালয়ে আপিল কোল্লেন। যে বিচারক দর্বি সহরের বিচারক ছিলেন, পদোন্নতিতে তিনিই এখানকার বিচারক। এ সকল রহস্য—আইনের কূট তর্ক আমরা কি বুঝ্‌তে পারি? এখানকার মকর্দ্দমাও বিফল হলো! হতাশ হয়ে বৃদ্ধ ফিরে এলেন। যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে—পথের ভিখারী হয়ে বৃদ্ধ উন্মাদের মত হোলেন। বিবি পার্শ্ববালা ভেবে ভেবে মারা গেলেন। বৃদ্ধও সহধর্ম্মিনীর অনুগমন কোল্লেন।—পার্শ্ববল পথের ভিখারী হলো! পার্শ্ববল এ বংশের এক মাত্র বংশধর। পার্শ্ববলের উপরই মিলটনের যত রাগ! প্রতি হিংসা প্রকাশের এখন এই একটি মাত্র স্থল অবশিষ্ট। সেইটির জন্যই এত চেষ্টা!"

অলিনা এলেন। পল্লিতে ডিম, উলের রুমাল, ছোট ছোট ছেলেদের টুপির গস্ত কোত্তে অলিনা পাড়ায় গিয়েছিলেন, সমস্তই আজ বিক্রয় হয়ে গেছে। সেই আনন্দে আনন্দিত হয়ে অলিনা হাস্‌তে হাস্‌তে মাতামহীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধা আমার সঙ্গে পরিচয় কোরে দিলেন। বস্তুতই অলিনা সুন্দরী। কেবল সুন্দরী নয়,—সুভাবও অতি চমৎকার! অলিনা যেন সরলতার প্রতিমা। পার্শ্ববল ও মিলটন সংক্রান্ত সমস্ত কথাই অলিনাকে বোল্লেম। শুনেই অলিনার মুখ শুকিয়ে গেল! কাতরকণ্ঠে অলিনা বোল্লেন "কেন? এত নীচ প্রবৃত্তি মিলটনের কেন হলো? যার সহায় নাই, সম্পত্তি নাই,—দাঁড়াবার স্থান পর্য্যন্ত নাই,—ঈশ্বর সুয়ং যার প্রতি নারাজ, তাকে হিংসার আগুণে পুড়িয়া কি লাভ তাঁর? ঈশ্বর যাকে মেরেছেন, সেই মরাকে মেরে মিলটন কি বীরত্ব প্রকাশ কোর্ব্বেন?" কথার ভাবে বুঝলেম, অলিনা যথার্থই পার্শ্ববলকে ভালবেসেছে। কথায় বার্ত্তায় প্রায় দু ঘণ্টা কেটে গেছে, আর বিলম্ব কোত্তে পাল্লেম না; আর এক দিন দেখা কোর্ব্ব বোলে বিদায় নিলেম। আহা! বড়ই দুঃখের কথা। দরিদ্র ব্যক্তির উপরই ধনবানের এত হিংসা কেন? দরিদ্র দম্পতির প্রতি বড় লোকের এত অত্যাচার এত অনাচার কেন?"

সপ্তবিংশ লহরী।

কি ভীষণ চক্রান্ত!—পরীক্ষা।

সন্ধ্যা ৫টা। ফিরে এলেম। ছেলেদের জমিমার কাছে রেখে দ্রুতপদে লেডী কলম্বনার সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেম। সমস্ত ঘটনা খুলে বোল্লেম। পার্শ্ববলের জীবন বৃত্তান্ত, মিলটনের চক্রান্ত, জেকবের নৃশংস ব্যবহার, অলিনার প্রেম, তাঁর বৃদ্ধা মাতামহীর

সরলতা, সমস্ত কথাই তন্ন তন্ন কোরে বুঝিয়ে বোল্লেম। শেষে কাতরকণ্ঠে বোল্লেম 'আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এক দুরাশা হৃদয়ে স্থান দিয়েছি। বড় উচ্চ আশা আমার। আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন! যাতে ঐ সুখী দম্পতি—যাতে পার্শ্ববল ও অলিনা এ পাপ রাজ্য ত্যাগ কোরে অন্য স্থানে সুখে থাকতে পারে, তারই ব্যবস্থা করুন আপনি।'

লেডী বোল্লেন "মেরি! তোমার এ প্রবৃত্তিতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। আমি প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, তাদের জন্য আমি একশ পাউণ্ড ব্যয় কোর্ব্বো। একশ পাউণ্ড দিয়ে তুমি তাদের অন্য কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিও।"

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে যাব, বাইরে গোল উঠলো! দুজনেই জানালায় এলেম। অন্ধকার! প্রথমে কিছুই দেখলেম না। শেষে দরজার আলোতে বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট দেখলেম, জেকব সবলে পার্শ্ববলকে টেনে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছে! প্রবেশই করালে! দরজার পাশের গারদ ঘরে জেকব উপরি উপরি দুটি তালা বন্ধ কোল্লে! হতভাগ্য নিরপরাধী পার্শ্ববল বড়লোকের চক্রান্তে পোড়ে কয়েদ হোলেন। বড়ই কষ্ট হলো। এত অত্যাচার—এত অবিচার কার সহ্য হয়? লেডীকে চিনিয়ে দিলেম, দুঃখ জানালেম।—কাতর হয়ে লেডী বোল্লেন "মেরি! আমি এখন সব হারিয়েছি! স্বামীর বিষ-নয়নে পড়েছি আমি। তা না হলে এখনি আমি পার্শ্ববলকে মুক্তি দিতেম। স্বহস্তে এখনি কয়েদ ঘরের চাবী খুলে তাকে মুক্তি দিতেম, কিন্তু সে ক্ষমতা মেরী এখন আমার নাই যে!" ভাবে বোধ হলো, ক্ষমতা থাকলে তিনি তা কোত্তেন।

দর্বি পল্লির অবৈতনিক শান্তিরক্ষক আমাদেরই লর্ড হার্লসদন। তাঁরই কাছে পার্শ্ব-বলের বিচার। প্রাতঃকালেই বিচার আরম্ভ হলো। নিরপরাধীর বিচার দেখতে বিচারালয়ে উপস্থিত হলেম। পৃথক বিচারালয় নয়, লর্ড বাহাদুরের সভাগৃহেই বিচার। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক লর্ড বাহাদুরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। তিনিই আসামী ফরিয়াদীর জবানবন্দী লেখেন।

জেকব পার্শ্ববলকে সঙ্গে নিয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হলো। লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কে এ? কি অপরাধ?"

জেকব বোল্লে "এর নাম পার্শ্ববল। অতি কদর্য্য স্বভাব এর।—বদমায়েস।"

"বদমায়েস?" পার্শ্ববল সদর্পে উত্তর কোল্লেন "আমি বদমায়েস? সাবধান! বিচার-পতির সম্মুখে মিথ্যা বোলে ধর্ম্মাধিকরণের কলঙ্ক করিস না।"

"চুপ! চুপ!" বিচারপতি বোল্লেন "চুপ! চুপ! ওসব কথার এ স্থান নয়।"

"ধর্ম্মাবতার আপনি, সুবিচার করুন।—এই প্রার্থনা।" কাতরকণ্ঠে পার্শ্ববলের এই সকরুণ উত্তর।

ধর্ম্মাবতার বোল্লেন "সাক্ষীর মুখে মকদ্দমা। সাক্ষীরা কি এজেহার দেয়, শোন।"

জেকব বোল্লে "আমি সকালে মাঠে গিয়ে দেখি, এটা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্চে! ঘুরে ঘুরে একটা বেড়া ভেঙে এই চোরটা তারই মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। দেখলেম, দেখেই চিনলেম। গা ঢাকা হয়ে নিকটে এলেম। চোর শব্য চুরী কোত্তে আরম্ভ কোল্লে! সেই দিকেই লর্ড মিলটন আর আপনার অধ্যক্ষ ডাক্তার ভিন্সেণ্ট যাচ্ছিলেন। তাঁরাই একে গেরেপ্তার কোত্তে হুকুম দেন। মনিব তাঁরা, তাঁদের হুকুম, অমান্য কোত্তে পাল্লেম না। গেরেপ্তার কোত্তে যাব, চোরটা তাঁদের গাল দিলে, ধমক দিলে, আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আমার বন্দুক কেড়ে নিলে, নিশান কোরে গুলি ছুড়লে! ভয় পেয়ে পোড়ে গেলেম। গুলি আমার গায়ে না লেগে কুকুরটির গায়ে লাগলো। আপনার ভালবাসা সেই কুকুরটিকে এই বদমায়েস মেরে ফেলেছে! আহা! তেমন কুকুর আর মেলে না।"

চোমকে উঠলেম! আগাগোড়া নির্ভাঁজ মিথ্যা কথা গুলো জেকব এমনি সাজিয়ে গুছিয়ে বোল্লে যে, তা জানা না থাকলে সত্য বোলে আমিও হয় ত বিশ্বাস কোত্তেম। লর্ড বাহাদুর বোল্লেন "প্রতিবাদি! বক্তব্য আছে কিছু তোমার?"

"না বিচারপতি, আমার আর বক্তব্য কিছু নাই। সবই যখন মিথ্যা, সবই যখন সাজানো, তখন এর আর প্রতিবাদের কি আছে?"

"আমি তোমাকে তা জিজ্ঞাসা করি নাই। এখানে ন্যায়ের বিচার, বাজে কথা শোনবার এ স্থান নয়।"

"মিথ্যা যখন সত্য হোচ্চে, তখন ন্যায়——"

"আবার? আবার ঐ কথা?" তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে বিচারপতির মুহুরী মহাশয় বোল্লেন "হুজুর বোলছেন এ ধর্ম্মাধিকরণ, এখানে বাজে কথা নয়! বাজে কথায় কাজ কি তোমার? এখনো নীরব হও। তা না হলে এখনি বিচারপতি সাজা দেবেন। অটুট ক্ষমতা এখনি পরিচালন কোর্ব্বেন। আর কে সাক্ষী আছে?"

দ্বিতীয় সাক্ষী এসে উপস্থিত। সে বোল্লে "আমি দূরেই ছিলেম। গোলমাল শুনে নিকটে এলেম। কুকুরকে গুলি মারতে আমি দেখেছি। আহা! বেচারার বাপ বড় ভাল লোক ছিল। পার্শ্ববলকে ছেড়ে দিতে আমি কত অনুরোধ কোরেছিলেম, জেকব তা শুনলে না।"

এ লোকটিকে আমি দেখি নাই। ঘটনা ক্ষেত্রে এমন ধরণের একটি লোকেরও এক গাছি চুলেরও আমি দেখা পাই নাই। বিস্মিত হয়ে পার্শ্ববল বোল্লেন "কে তুমি? আমি ত তোমাকে চিনি না? ঘটনা ক্ষেত্রে তুমি ত ছিলে না? তুমি আমার স্বপক্ষে একটি কথাও ত বল নাই?—

"বলি নাই ?" লোকটা তার বড় বড় চোক বিস্ফারিত কোরে বিস্ময়ের সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখিয়ে বোল্লে "আরে ছিঃ! তুমি একেবারে অধঃপাতে গেছ দেখ্‌ছি। এত ভুলো তুমি ? তুমি আমাকে চিন না ? জান না ? হা বেইমান! আমি যে তোর বাপের বন্ধু ছিলেম ? তোকে যে আমি ছেলেবেলা হতে দেখে আসছি ? এক দিনে ভুলে গেলি ?" লোকটির কথার ভাবে সকলেই বিস্মিত হোলেন! পার্শ্ববল ম্লানমুখে বোল্লেন "তা হবে। কিন্তু এখনো আমি বোলছি, আমি তোমাকে চিনি না। ধর্ম্মাবতার! আমার আর একটি সাক্ষী আছে। আপনার বাড়িতেই থাকেন তিনি।" বোলতে না বোলতে আমি অগ্রসর হলেম। সমস্ত কথা অকপটে বোল্লেম। লর্ড বাহাদুর স্থিরকর্ণে সব শুনে শেষে বোল্লেন "তাতে মকর্দ্দমা অপ্রমাণ হয় না। আসামি! আমি তোমাকে অন্য শাস্তি কিছু দিলেম না। ছ মাসের জন্য তোমাকে চরিত্র সংশোধনী গারদে থাকতে হবে। যাও।" তখনি তখনি দুরাচার জেকব হতভাগা পার্শ্ববলকে টেনে নিয়ে গেল। আমি কেঁদে ফেল্লেম। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম। হতভাগিনী অলিনার কথা মনে হলো। দুঃখে কষ্টে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে এলেম। আজ বিনা অপরাধে—কেবল দুষ্টের চক্রান্তে পোড়ে সরলহৃদয় পার্শ্ববল কয়েদ হ'লেন। উঃ! কি ভয়ানক কৌশল! কি ভীষণ চক্রান্ত!

অষ্টাবিংশ লহরী

যবণীকার অন্তরালে।

সন্ধ্যা হয়েছ। ঘরে ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে দেওয়া হয়েছে। আমি উপরে যাচ্ছি, পাশের ঘরে লর্ড বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেম। তিনি বোলছেন "দেখ মর্লে! তুমি আমাকে বড় সন্তুষ্ট কোরেছ। আমি তোমাকে পুরস্কৃত কোত্তে ভুলবো না। আজ ঠিক রাত ১২টার সময় সেই ডাক গাড়ী আসবে। কি কৌশলে তুমি তাকে আনবে ?"

"তার জন্য আপনার চিন্তা নাই। একটা মেয়ে মানুষ—ছুঁড়ী, তাকে আনতে অধিক কাট কয়লা পুড়বে না। সে কাজের ভারটা আমার উপরেই ফেলে দিন।"

"তা আমি জানি। তুমি যে একাজে কৃতকার্য্য হবে, তাতে আমার বিশ্বাস আছে। জেকব! তোমরা দুই বন্ধুতেই এ কাজ নির্ব্বাহ কোর্ব্বে! কেমন, পার্ব্বে ত ? কোন মতে যেন প্রকাশ কোরো না। খুব গোপনে—অতি সাবধানে কাজটা যেন নির্ব্বাহ হয়ে যায়। তোমাকে অধিক আর কি বোলবো।"

"আপনার আজ্ঞা আমাদের শীরোধার্য্য! নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সন্তুষ্ট কোত্তে পার্ব্বো। এ সাহস আমাদের আছে।"

কোন্ বালিকাকে লক্ষ্য কোরে এই গুপ্ত পরামর্শ—এত মতলব আঁটাআঁটি—এত ফিকির ফন্দির তরজমা, তা বুঝতে পাল্লেম না। দরজার পাশে চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনতে লাগলেম।

লর্ড বাহাদুর বোল্লেন "তোমার জন্যই আমার এত। তুমি সে বালিকাটিকে ভাল বেসেছ; কেমন, ঠিক ত? আমি জানি, তুমি তাকে ভালবাস। পার্শ্ববল থাকলে তোমার সেই ভালবাসায় বাধা পড়ে। কেমন? বাধা পড়ে কি না? সেই জন্যই তার এই শাস্তি। দু মাসের মধ্যে সব অনায়াসে ঠিক ঠাক কোত্তে পার্ব্বে। যাও তবে, আজই যেন কাজটা চুকে যায়।"

জেকব বোল্লে "এই রকম মনিবই আমি চাই। চাকরদের উপর মনিবদের এই রকম দয়া থাকাই আবশ্যক। তবে পার্শ্ববল যে বদমায়েস, স্বয়ং লর্ড মিলটন আর ডাক্তার ভিন্সেণ্ট তার প্রমাণ।"

"তা আমি জানি।" লর্ড বাহাদুর ব্যঙ্গ হাস্য কোরে বোল্লেন, "সে সব আমার জানা আছে। যাও, তোমার টাকার আবশ্যক থাকে, নিয়ে যাও।"

জেকব বোল্লে "পঞ্চাশ পাউণ্ড আমার নিজের আছে। আর পঞ্চাশ আপনি দিন। আমার পঞ্চাশ পাউণ্ড আমি সঙ্গে এনেছি। সে টাকাটা নিয়ে আপনি একশ পাউণ্ডের এক কেতা নোট দিন।"

"তাতে আমার অমত নাই। এই লও।" লর্ড বাহাদুরের কথার ভাবে বুঝলেম, তিনি জেকবকে নোট দিলেন। জেকব আর গর্ব্বে পথটার উপর আনন্দের পদবিক্ষেপ কোরে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলো।

বড় সহজ ষড়যন্ত্র নয়! ভয় পেলেম!—পার্শ্ববলের রক্ষার কোন উপায় নাই দেখে ভয় পেলেম! রুদ্ধশ্বাসে ছুটে লেডীর কাছে এলেম। লেডী তখন লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে জলযোগে বোসেছেন। ফিরে এলেম। ভাবতে লাগলেম, এ ষড়যন্ত্রের কঠিন জাল হতে নির্দ্দোষী পার্শ্ববলের মুক্তির কি কোন উপায় নাই?

লেডী তাঁর আপন ঘরে এলেন। আমাকে দেখেই বোল্লেন "মেরি! সমস্ত ভুল তোমার। পার্শ্ববল বস্তুতই দোষী। লর্ড বাহাদুর স্বয়ং এ কথা প্রকাশ কোরেছেন। বিচক্ষণ বিচারপতি তিনি, তাঁরই মত, পার্শ্ববল দোষী।"

আমি সমস্ত কথা খুলে বোল্লেম। যবনিকার অন্তরালে থেকে যে সব ভয়ানক চক্রান্তের কথা শুনে এসেছি, সবই খুলে বোল্লেম। লেডীর বিশ্বাস হলো। কাতরকণ্ঠে

বোল্লেন "মেরি। মানুষকে মানুষ এমনি কোরে ধাঁদায় ফেলেই ঘুরিয়ে মারে বটে। আমিও এই ধাঁদার চক্রে পোড়েছিলেম! এখন সে ধাঁদা কেটে গেছে। ধাঁদার পর্ব্ব বেশ কোরে বুঝেছি! মর্লে কি জন্য এ সংসারে স্থান পেয়েছে, তাও আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবার জন্য—ক্লাভারিং যাতে আর এ বাড়ীতে মাথা গলাতে না পারেন, সেই জন্যই মর্লেকে রাখা। জেকব আর মর্লে, দুটি লোকই সমান। লর্ড বাহাদুর হতভাগিনীর পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিতে গোপনে গোপনে অনেক ষড়যন্ত্রই কোরেছেন।" দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত লেডীর দুঃখ কাহিনীর পরিসমাপ্তি হলো।

"ঠিক তা নয়।" প্রবোধ দিয়ে বোল্লেম "ঠিক তা নয়। এতে দু জনেরই স্বার্থ আছে। জেকব যে অলিনাকে বিবাহ কোত্তে চায়, সে কথা আমি স্পষ্টই শুনেছি। লর্ড বাহাদুর যে টাকা দিয়েছেন, সেটা বোধ হয় মর্লের পুরস্কার। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়। সে সব কথা এখন থাক! হতভাগ্য পার্শ্ববলের উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?"

"আর কি উপায়!" হতাশ হয়ে লেডী বোল্লেন "আর কি উপায়! আমার কোন ক্ষমতাই নাই। হার্লস্‌ডন পরিবারে একজন দাসীর যে ক্ষমতা, একজন ভৃত্যের যে প্রতিপত্তি, আমার যে মেরী সে ক্ষমতা প্রতিপত্তিও নাই? তবে তুমি যদি কোন উপায় কোত্তে পার, চেষ্টা দেখ। আমিও তাতে প্রস্তুত আছি। একশ পাউণ্ড দিতে ত আমি পূর্ব্বেই স্বীকার কোরেছি। টাকার ভাবনা নাই। চেষ্টা দেখ। কিন্তু কয়েদ ঘর হতে মুক্তি দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায়ও ত কিছু নাই! সকলই দুরাশা।"

"দুরাশা!" আমিও যেন হতাশ হয়ে পোড়লেম। আমিও বোল্লেম "দুরাশা! আমাদের সে চেষ্টা নিতান্তই দুরাশা!—কিন্তু চেষ্টা কোত্তে ক্ষতি কি?"

"চেষ্টা আর কি কোর্ব্বে? কয়েদ ঘরের দরজা বন্ধ। পাহারা আছে। তবে আর উপায় কি?"

"চাবি থাকে কোথা?"

"সকল চাবিই একত্র থাকে। রাত্রে সমস্ত চাবি প্রধান অশ্বরক্ষকের জিম্মাতেই এখন রাখা হয়।"

"প্রধান অশ্বরক্ষক ত মর্লে, পাহারা আছে জেকব, এতে কি আর একটু আশাও থাকতে পারে?"

দু জনেই অনেকক্ষণ ধোরে ভাবলেম। শেষে একটা মতলব ঠিক কোল্লেম। লেডীকে বোল্লেম, 'যখন বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়ে পোড়বে, আমি তখনি আস্তাবলের পাশের দরজা খুলে ঘোড়া খুলে দিব। তেজী ঘোড়া, বাঁধা ঘোড়া, ছাড়া পেলে ত নিশ্চয়ই ছুটোছুটি কোর্ব্বে। একজন যে কেহ ঘোড়া তাড়াতাড়ি কোর্ব্বে, আপনি যেন সে কারণ জিজ্ঞাসা

কোত্তে একজনকে ডাকবেন। খুব বেশী বেশী ডাকা চাই। ছুজনেই ছুদিকে যাবে, সেই অবসরে আমি দরজা খুলে দিব। যদি ঈশ্বর পার্শ্ববলকে মুক্তি দেন, যদি নির্দ্দোষীর করুণ আহ্বান তাঁর চরণে পৌছে, নিশ্চয় জানবেন, পার্শ্ববলকে মুক্তি দিতে আমি সমর্থ হব।”

“বেশ যুক্তি।” আমার বুদ্ধির বিস্তর প্রসংশা কোরে লেডী বোল্লেন বেশ যুক্তি!— “এই যুক্তিই স্থির যুক্তি।”

‘আর একটি কাজ বাকি। আজই—এই রাত্রেই ১২টার সময় অলিনাকে গেরেপ্তার কোর্ব্বে। তাকে সতর্ক করা আবশ্যক। যদি তার স্বামী মুক্তি পান, তা হলে এই রাত্রেই যাতে তাঁরা ছু জনে অন্যত্র চোলে যেতে পারেন, তার উপায়ও করা চাই। আমাকে এখনি যেতে হবে। অনুমতি দিন।’

“আহা মেরি! বস্তুতই তুমি যেন দেবী। এমন স্বভাব তোমার? কিন্তু কেমন কোরে যাবে তুমি? বড়ই অন্ধকার রাত! কি কোরে একা যাবে তুমি?”

“তাতে তত কষ্ট হবে না। অনায়াসেই আমি যেতে পার্ব্বো।” এই বোলে তখনি যাত্রা কোল্লেম। বড় শীত!—গুঁড় গুঁড় বরফ পোড়ছে—ঠাণ্ডা বাতাসে হাত পা সব অবশ হয়ে যাচ্ছে, তবুও চোলেছি। মঙ্গলময়ের চরণে নির্দ্দোষীদের মঙ্গলের আশা সমর্পণ কোরে দ্রুতপদেই চোলেছি।

ঊনত্রিংশ লহরী

আমার অবরোধ।

বড়ই অন্ধকার রাত! পা টিপে টিপে খুব সতর্কতার সঙ্গে যাচ্চি! তখনো আকাশে চাঁদ নাই। যেতে যেতে, অলিনার কুটিরের নিকটে উপস্থিত হতে না হতেই চাঁদ উঠলো! লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার সামনে উপস্থিত হলেম। চঞ্চল হস্তে দরজায় আঘাত কোল্লেম। বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিলেন। তাঁর হাতের আলোকে তাঁর মুখ দেখে আমার বুক শুকিয়ে গেল! বৃদ্ধার মুখে সরল ভাব নাই, সে প্রশান্ত দৃষ্টিতে প্রশান্ত ভাব নাই। বিষাদ আর ক্রোধের ছায়ায় মুখ খানি যেন ঢেকে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম “অলিনা কি সব শুনেছেন?”

বিষাদিনী বিষাদ মাথা স্বরে সংক্ষেপে উত্তর কোল্লেন “সমস্ত।” বিস্ময়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম “কি কোরে একথা অলিনার কাণে উঠেছে? কে তাকে এসব কথা শুনিয়েছে?’

বৃদ্ধার উত্তর "একজন শিকারী।" বড়ই রাগ হলো। কি আশ্চর্য্য! দুরাচারদের এখনো আশা মিটে নাই? বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "অলিনা এখন কোথায়?" বৃদ্ধা কথায় কোন উত্তর দিলেন না। আমাকে সঙ্গে কোরে একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। দেখলেম, অলিনা সেই ঘরে। দেখলেম, আগুণের ধারে এক দৃষ্টে তার ছবিদানের দিকে চেয়ে অলিনা জড় মূর্ত্তি পাষাণের মত বোসে আছে! চুল গুলি খুলে চার ধারে পোড়েছে। হাস্যময়ী অলিনা আজ যেন বিষাদ প্রতিমা সেজেছেন! আমরা প্রবেশ কোল্লেম, জ্ঞান নাই। তার মাতামহী নিকটেই বোসেছেন, সে দিকে দৃষ্টি নাই। যেন তার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত চৈতন্য কোথায় চলে গেছে! অশ্রু প্রবাহে বুক ভেসে যাচ্চে! কৃষ্ণতার চক্ষু কেঁদে কেঁদে রক্তবর্ণ ধারণ কোরেছে। অলিনাকে দেখে প্রাণের মধ্যে যেন একটা বিষাদের রেখা পাত হলো। বড়ই যন্ত্রণা পেলেম।

"অলিনা! মেরি প্রাইস এসেছেন।" বৃদ্ধার কাতরকণ্ঠ এই কথাটি উচ্চারণ কোল্লে।

"মেরী প্রাইস?" রক্তবর্ণ চক্ষু সদর্পে ফিরিয়ে আমাকে পর্য্যন্ত যেন সেই দৃষ্টিতে দগ্ধ কোরে অলিনা বোল্লেন "মেরী প্রাইস? হার্লসদনের বাড়ীর মেরী প্রাইস? আবার এসেছেন? কেন আর এখানে? যেখানে আমার আশা ভরসা ফুরিয়েছে, যাদের ষড়যন্ত্রে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, যারা তিনটি প্রাণীর,—আমার মাতামহীর, আমার হৃদয় সর্ব্বস্বের, আর এই হতভাগিনীর, এই তিন তিনটি প্রাণীকে যারা হত্যা কোত্তে বসেছে, তাদের আর কি বাসনা আছে? গরীবকে গরীব কর্ব্বার জন্য—আহতকে আঘাত কর্ব্বার জন্য কোন্ কোন্ ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে?"

'আমি নির্দ্দোষী! অলিনা! কেন তুমি আমাকে অকারণে দোষ দাও? আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এসেছি।'

"মঙ্গল?" মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর হয়ে অলিনা বোল্লেন "মঙ্গল? আমার আবার মঙ্গল? যে আর দুদিন পরে সংসার হতে বিদায় গ্রহণ কোর্ব্বে, তার আবার মঙ্গল কোথায়? মঙ্গলের প্রার্থনাই বা তার কি আছে?"

সমস্তই বোল্লেম। পার্শ্ববলের মুক্তির যে উপায় স্থির কোরেছি, তাও বোল্লেম। লেডী কলমণ্ডনা একশ পাউণ্ড দিয়ে এই দরিদ্র দম্পতিকে স্থানান্তরে পাঠাবেন, স্বীকার কোরেছেন, সে সব কথাও বোল্লেম। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমার কণ্ঠ পরিবেষ্টন কোরে অলিনা বোল্লেন "মেরি! যথার্থই তুমি দেবী। আমাদের রক্ষার জন্যই ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন। তা না হলে তুমি আমার কে? কোন সংশ্রব নাই, আত্মীয়তা নাই, অধিক দিনের পরিচয় নয়; তুমি কেন আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার কোরেছ? এই হতভাগা হতভাগিনীদের মঙ্গলে—তাদের সুখে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? মেরি! এ সংসার কেন দুঃখের

রাজত্ব! যেখানকার লোকে তাপিতের তাপ বুঝে না, যেখানকার লোক দুঃখীর দুঃখ দেখে আনন্দিত হয়, তুমি ত সে সংসারের লোক নও। যথার্থই তুমি দেবী।"

"সে সব কথা থাক এখন। এখনি চল তুমি। তোমার মাতামহীও সঙ্গে চলুন। পথের মাঝে পার্শ্ববলের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। বিলম্ব হলেই বিপদ! এখনি তারা আসবে। জোর কোরে—বল প্রকাশ কোরে তোমাকে ধোরে নিয়ে যাবে। এখন হতে সতর্ক হও। আর বিলম্ব করার সময় নাই। বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি—যা সঙ্গে না নিলে নয়, তাই নিয়ে এখনি শুভ যাত্রা কর।'

"এখনি আমরা চোল্লেম। এক মাইল দূরে আমার এক আত্মিয় আছেন, নাম তাঁর মরুসেনা, তাঁর বাড়ীতেই আমরা থাকবো। মেরি! বোলো তুমি, তিনি যেন সেইখানে আসেন। সেইখানেই তিন জনে যেন সাক্ষাৎ হয়। সেইখান হতেই তিনজনে দেশ পরিত্যাগ কোরে চোলে যাব। একেবারেই চোলে যাব। মেরী! প্রিয়ভগ্নি! আর হয় ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। এই হয় ত আমাদের এ জীবনের শেষ দেখা। তোমাকে আমি কিরূপে যে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা ভেবেই স্থির কোত্তে পাচ্চি না। মনে কিছু কোরো না। অনেক কষ্ট দিয়েছি, হতভাগিনীর সুখের জন্য তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ, ঈশ্বর তোমার এই পুণ্যের পুরস্কার দিবেন। এর শত গুণ সুখে তিনি অবশ্যই তোমাকে সুখী কোর্ব্বেন।"

তখনি তখনি রওনা হলেম। অলিনা মাতামহীর সহিত মরুসেনার বাড়ীর উদ্দেশে প্রস্থান কোল্লেন, আমিও দ্রুতপদে প্রাসাদে এলেম। লেডী তখনো আমার আসাপথ চেয়ে বোসে আছেন। আমাকে দেখেই ফলাফল জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আশাজনক উত্তরে লেডী সন্তুষ্ট হোলেন।

সংক্ষেপে সংবাদ জানিয়ে দ্রুতপদে চাকরদের ঘরে এলেম। লেডী ফলাফল জানবার জন্য উৎফুল্ল হয়ে বোসে রইলেন। রাত ১১টা।—চাকরেরা কেহই তখনো ঘুমায় নাই। গোলাকার দেবদারু কাঠের ভাঙা টেবিলের চার পাশের চৌকিতে বোসে তখনো সকলে মদ খাচ্চে। গল্প সল্প কোচ্চে। গল্পের বিষয় পার্শ্ববল। পার্শ্ববলকে কৃতান্তের আশ্রয়ে পাঠাতেই যেন সকলের আগ্রহ! নিঃশব্দে উপবেশন কোল্লেম। একধারে নীরব হয়ে বোসে রইলেম। অনেকক্ষণ পরে মদের মজলিস ভেঙে গেল। মর্লে উঠে দাঁড়ালো। এক জন বয়স্য হাত ধোরে মর্লেকে বলপূর্ব্বক ভাঙা কেদারায় বোসিয়ে দিয়ে বোল্লে "এত সকালে কোথা যাবে তুমি?"

"বিশেষ আবশ্যক আমার। আজ আমি রাত্রে এখানে শুতে পার্ব্ব না। আমাকে রাত্রেই জোন্সের বাড়ী যেতে হবে। সেইখানেই রাত্রে থাকবো আমি। মনিবের হুকুম

তামিল না কোল্লেই নয়। দোকানদারে ভাল জিনিস দেখিয়ে মন্দ জিনিস দেয়, ঘোড়ার তাতে অসুখ জন্মায়। আমি গিয়ে তার সে ফেরাবীর পথ বন্দ কোর্ব্বো। কাল সকালেই সে ঘাস চালান দেবে। এর মধ্যেই সমস্ত বন্দোবস্ত করা চাই। যাই আমি। যদি আমার ফিরে আসার আগে জেকব আসে, চাবির তাড়া দিও। আমার বিছানার উপর হুকের গায়ে যে নীল কোর্ত্তাটা আছে, তারই পকেটে চাবির তাড়া আছে। জেকব যেন কাল সকালেই ছোঁড়াটাকে চালান দেয়।" এই উপদেশ আদেশ প্রচার কোরে মোটা কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত কোরে চুরুটের ধুম উড়াতে উড়াতে মর্লের তিরোধান!

একটু পরে আমিও উঠলেম। তাড়াতাড়ি মর্লের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম, অন্ধকারে অন্ধকারে অনুমানে অনুমানে মর্লের নীল রঙে ছোপান জীনের কোর্ত্তা হতে চাবির তড়াটি বার কোরে নিলেম। পা টিপে টিপে আস্তাবল ঘরে এলেম। বারম্বার কম্পিত হস্তে চাবি পরিবর্ত্তন কোরে ঠিক চাবি দিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে ফেল্লেম। সর্ব্ব শরীর কাঁপচে! ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছে! সাহসে ভর কোরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। ধীরে ধীরে—চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "পার্শ্বল!"

পার্শ্বল যেন চোমকে উঠলেন! গভীর চিন্তার পর লোকে যেমন কোন শব্দ শুনলে চোমকে উঠে, কাঁপা কাঁপা স্বরে কথা কয়, তেমনি কাঁপা কাঁপা কথায় পার্শ্বল বোল্লেন "কে আপনি? এযে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর!"

"হাঁ। তোমার একজন বন্ধু আমি। তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। স্বয়ং লেডী কলমম্বনা তোমার এই বিপদের বন্ধু: তাঁরই কৃপায় তোমার উদ্ধার।"

"লেডী স্বয়ং আমার প্রতি অনুকূল? তাঁরই উদ্যোগে আমার মুক্তি? ধন্য ঈশ্বর আমি কিন্তু পালাব না। নির্দ্দোষী আমি, বিনা অপরাধে আমার এই শাস্তি। যদি পালাই, তা হলে ঐ সব অসত্য দোষের বোঝা সত্য হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে পোড়বে।"

"তা জানি কিন্তু অলিনার উপায়? তোমাকে নষ্ট কর্ব্বার জন্য—তোমাকে সংসার হতে সবলে তাড়িয়ে দিবার জন্য মহা ষড়যন্ত্র হয়েছে। পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায়ে সে ষড়যন্ত্র জাল হতে উদ্ধার পাবার কোন সম্ভাবনাই নাই।"

"আহা! হতভাগিনী অলিনার তবে কি হবে? কেন আমার প্রতি এ অন্যায় অত্যাচার? আমি ত কারও অন্যায় করি নাই! সংসারে এসে জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত আমি কখন ত কোন অন্যায় কাজ করি নাই? কেন তবে আমার প্রতি লোকের এই অন্যায় ষড়যন্ত্র?"

"পার্শ্বল! সরল হৃদয় তোমার। সংসারে তোমার মত হৃদয় নিয়ে কয় জন লোক জন্ম গ্রহণ করে? সে সব চিন্তার এ সময় নয়। অলিনা তোমার এ বিপদের কথা শুনে-

ছেন। সবই জানেন তিনি। লেডী তোমাদের সুখের জন্য একশ পাউণ্ড দান দিয়েছেন। আজই তোমরা যদি এ দেশ ছেড়ে না যাও, তা হলে কালই তোমাদের সর্ব্বনাশ হবে। আরও এক ষড় যন্ত্র! অলিনাকে বিবাহ কোত্তে—বিবাহ না হোক—অন্ততঃ তার চরিত্র নষ্ট কোত্তে জেকবের এই ষড় যন্ত্র। আজ রাত্রেই অলিনাকে তারা জোর কোরে কোথায় নিয়ে যাবে!"

উত্তেজিত স্বরে—বাধা দিয়ে পার্শ্বেবল বোল্লেন "এত অত্যাচার?—এত দূর নিষ্ঠুরতা? এ দেশে কি রাজা নাই?—আইন নাই?—সুবিচারক নাই?"

বাধা দিয়ে বোল্লেম "চুপ! চুপ! আমি সে পথ বন্ধ কোরেছি। পালাও তুমি। অলিনা ও তাঁর মতামহী বিবি মরুসেনার বাড়ীতে তোমার অপেক্ষায় আছেন। সেই খানে গিয়ে—তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যত সত্বর হয়, এদেশ ত্যাগ কোরে চোলে যাও।'

"তবে তাই। আপনার উপদেশই আমার কর্ত্তব্য হয়েছে। কিন্তু আমার হাত পা যে বাঁধা?—আমি যে বন্দী?"

ছুটে বাইরে এলেম।—কোথায় যাচ্ছি ঠিক নাই, তবু ছুটে বাইরে এলেম। আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। অন্ধকারে একটা ভাঙা বাক্স হতে একখানা ভোঁতা ছুরি বার কোল্লেম। জান্‌তেম্; এক দিন বেড়াতে এসে দেখে গেছি, ভাঙা বাক্সে কতক গুলো লোহা লক্কড় ছিল। সেই আশায় অনুসন্ধান কোল্লেম।—পেলেম। তাড়াতাড়ি—চঞ্চল হস্তে বাঁধান কেটে দিলেম। পকেটে হাত দিলেম, টাকা নাই! ভুলে গেছি। তাড়াতাড়ী বোল্লেম, "যাও, এখনি পালাও। ট্যকা ভুলে এসেছি। এখনি আস্‌ছি আমি। বড় রাস্তার একটু পাশে গাছের আড়ালে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো। মেরী আমি। চিনে রাখ। এই রাজ সংসারের দাসী আমি।"

পার্শ্বেবলকে কৃতজ্ঞতা জানাবার অবসর না দিয়েই ছুটে ছুটে আমার ঘরে এলেম। লেডী তখনো বোসে আছেন। আমি সমস্ত সংক্ষেপে জানালেম। লেডী বিস্মিত হয়ে বোল্লেন "মেরি! একি! হাত দিয়ে যে রক্তের স্রোত যাচ্চে!" চেয়ে দেখ্‌লেম, হাত দিয়ে দর দরিত রক্ত ধারা! পরিধেয় রক্ত রাগে রঞ্জিত! এতক্ষণ লক্ষ্যই ছিল না,—গ্রাহ্যই করি নাই। তখনি সযত্নে লেডী কলমন্থনা রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলেন। ঔষধ দিতে গেলেন, সময় নাই!—ঔষধ দেওয়া হলো না। টাকা নিয়ে তখনি আবার বেরুলেম।

ছুটে ছুটেই চোলেছি। ১২টা বেজে গেছে! চঞ্চল পদে যথাস্থানে পৌছিলেম। অনেক অনুরোধে ৬ খানি নোট আর ৬১ টি স্বুবর্ণ মুদ্রা দিয়ে পার্শ্বেবলকে বিদায় কোল্লেম। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—লেডীকে উদ্দেশে অভিবাদন কোরে পার্শ্বেবল প্রস্থান কোল্লেন। আমিও ফিরে চোল্লেম। যাচ্ছি,—কতকদূরে গেছি, পশ্চাতে যেন কার পদশব্দ শুন্‌লেম!

জোৎস্না উঠেছে, বেশ দেখ্‌তে পেলেম, একটি লোক। বুকের মধ্যে কেঁপে উঠ্‌লো! আরও দ্রুত পদে চোল্লেম! লোকটিও দ্রুতপদে অগ্রসর হলো! ছুট্‌লেম!—প্রাণপণে দৌড়!—দৌড় ত দৌড়! ভোঁ দৌড়!

ছুটে ছুটে যাচ্ছি, পাল্লেম না। লোকটি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধোল্লে। ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, মর্লে! সঙ্গে আর একটা কিম্ভূত কিমাকার চেহারার লোক! মর্লেকে দেখেই আমি অজ্ঞান! ভয়ানক পরিশ্রম, ছাতি ফাটা তৃষ্ণায় অস্থির, তার উপর আবার এই বিপদ! ভয়ে ভয়ে অচৈতন্য হয়ে পোড়লেম।

যখন জ্ঞান হলো, তখন আমি গাড়ীতে। সম্মুখে পাষণ্ড মর্লে! কতদূর এসেছি, জানি না। অচৈতন্যে অচৈতন্যে কতদূর এসে পোড়েছি, অনুমান কোত্তেও পাল্লেম না।—তবে বেশ বুঝ্‌লেম, আজ আমি বন্দী। কিন্তু আমার অপরাধ কি? নির্দ্দোষীর মুক্তি দিলেম, নিরপরাধীর সহয়তা কোল্লেম, এই পাপেই কি আমার এই শাস্তি?

ত্রিংশ লহরী।

ডাকগাড়ী।

তা পারে। সংসারের সকল রকম বদমায়েসী যখন এদের ব্যবসা, তখন এরা তা পারে। খুন, জখম, অপহরণ, সতীত্ব নাশ, এরা না পারে কি? গাড়ীতে অন্য লোক নাই। আমি আর মর্লে। তাতেই এত ভাবনা। গাড়ীতে একটি মাত্র আসন। তারই এক দিকে আমি, পাশে মর্লে। জ্ঞান হতেই বোস্‌লেম! একপাশ ঘেঁসে—জড় সড় হয়ে বোস্‌লেম। মর্লে তাতে কোন আপত্তি কোল্লে না।

এক পাশে বোসে গাড়ীর শার্সি দেওয়া জানালায় মুখ দিয়ে দেখ্‌লেম,—রাস্তার জন মানব নাই! বাড়ী ঘর নাই! রাস্তার দুই পাশে বড় বড় পিচ আর দেবদারু গাছ! এই ঘন বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে সটান লম্বা রাস্তা। সেই রাস্তার উপর দিয়ে দ্রুতবেগে গাড়ী খানি চোলেছে। মনে মনে যে আশা কোরেছিলেম, বিফল হলো! মর্লে হেসে বোল্লে "সে চেষ্টা কোরো না। কোন ফলই হবে না। এপথে এত রাত্রে মানুষ চলে না। যারা যারা চলে, তারা আমাদেরই দলের। তোমার কথা কে শুনবে? আর যদিই বা তেমন তেমন লোক পাও, যদিই বা তুমি আমাদের রহস্য প্রকাশ কর, তাতেও ফল হবে না। সে ফন্দিও আমরা কোরে রেখেছি। যতই কাঁদ, যতই কাকুক্তি মিনতি কর, সব বিফল হবে।

বোল্‌বা আমি, তুমি আমার স্ত্রী কি বোন। পাগল হয়ে গেছ। পাগ্‌লা গারদে তোমাকে নিয়ে যাচ্চি। কে তোমার কথা বিশ্বাস কোর্ব্বে?"

গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। পাষণ্ডের মতলব দেখে আরও ভয় হলো!—কথা কইলেম না। মর্লে আবার বোল্লে "কোথায় গিয়েছিলে তুমি? ভালমানুষ বোলে জান্‌তেম্‌, চরিত্র ভাল বোলে বিশ্বাস কোরেছিলেম! এমন স্বভাব তোমার? জানি আমি সব। যে লোকটি তোমাকে চিটি দিতে এসেছিল, তার মুখেই আমি সব শুনেছি"

কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "কোন্‌ চিঠি?—কার চিঠি এনেছিল? কে সে?"

সহাস্য বদনে মর্লে বোল্লে "আমার কাছে গোপন কোরো না। জানি আমি তোমার সব। রাত সাড়ে এগারটা কি তার দুই এক মিনিট হলে একজন লোক সেই পত্র খানা নিয়ে আসে। একটা গিণি পুরস্কার দিয়ে সেই পত্র খানি তোমার কাছে দারবানের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। জানি আমি তা। তুমি আমার সঙ্গে যাকে দেখেছিলে, সেই লোকটাই পত্র নিয়ে এসেছিল। সে লেখা আমি চিনি। কাপ্তেনের লেখা। তুমি তারই সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়েই আমার সাম্‌নে পোড়ে গিয়েছিলে। অতি রসিকা তুমি—অভিসারে গিয়ে ধরা পোড়ে গেছ! গেছে ত গেছ!—ভালই হয়েছে। কেন আর তার আশা কর?—কেন আর সেই মেয়েমুখো মাস্তা ছোঁড়ার জন্যে পাগল হও? আমি তোমাকে অনুরোধ কচ্চি না,—বল প্রকাশও কচ্চি না, সরল ভাবে বোল্‌ছি, আমাকে তুমি বিবাহ কর। তোমাকে যে সুখে রাখ্‌বো, রাজ রাজড়ার মেয়েরা সে সুখের মুখ কখনো দেখে নাই। টাকার ভাবনা কি আমার? দেশটা লুটে নিয়ে এসে তোমাকে দিব। সুখে থাক্‌বে তুমি। তোমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাচ্চি, কেন নিয়ে যাচ্চি, তা প্রকাশ কোর্ব্বো না, কিন্তু তাতে আমি বিস্তর টাকা পাব। যদি স্বীকার কর,—রাজী হও, আমি সে টাকার মায়াও ত্যাগ কোত্তে প্রস্তুত আছি।" মর্লে সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি কোন উত্তর কোল্লেম না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা বাগানবাড়ীর সাম্‌নে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। নিকটে আর কোন বাড়ী ঘর নাই। বড় বড় ঘন ঘন গাছের মধ্যে দোতালা এই ছোট বাড়িটি। গাড়ীতে থাক্‌তেই দুটি স্ত্রীলোক এসে দরজায় দাঁড়ালো। একটির বয়স বছর ২৪, অপরটি বৃদ্ধা। মর্লে দরজা খুলে বোল্লে "নাম।" আমি নাম্‌লেম না। আবার তখনি ভাব্‌লেম, গাড়ীতে থাক্‌লেই বা লাভ কি?—নাম্‌লেম। বৃদ্ধা বোল্লে "এস মেরী,—অনেক রাত হয়েছে। হয় ত ঘুম পেয়েছে, এস তুমি।" লোকটি যেন আমার কতই পরিচিত। সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। মর্লে দরজা পর্য্যন্ত এসে বিদায় গ্রহণ কোল্লে। কোথা গেল, রইল কি না, জান্‌তে পাল্লেম না।

একটি নির্জন ঘরে এলেম। ঘরটি ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপন মনে উদাস ভাবে প্রবেশ কোল্লেম, আসনে বোস্‌লেম। চোক মুখ দিয়ে আগুণের শিখা বেরুচ্ছে, গলা শুকিয়ে গেছে, কাণে তালা ধোরে গেছে! চেতন আছি, কিন্তু জ্ঞান নাই। পাগলের মত হয়েছি। কিছুই ভেবে স্থির কোত্তে পাচ্চি না।

বৃদ্ধা বোল্লে "নাম আমার ভৃগুসেনা। আমিই এই বাড়ীর গৃহিণী। ইচ্ছা কোল্লে তুমি আমাকে বন্ধুর ন্যায় দেখ্‌তে পার। এই মেয়েটির নাম আনী। পরিচারিকা এটি। বেশ শান্ত মেয়ে। এখানে আমরা দুটিতেই আছি। আর কোন লোক জন নাই।" কেবল এই আমরা দুটি। তুমি এখন এখানকার কর্ত্রী হলে। আনী তোমার হুকুম মত কাজ কোত্তেই নিযুক্ত হয়েছে। যখন যা দরকার হয়, বোল্লেই পাবে।"

"আমিই এ বাড়ীর কর্ত্রী?"—এই বোলে—উত্তরের প্রতীক্ষা না কোরে ঘণ্টা বাজালেম। আনী এসে উপস্থিত। তখনি বোল্লেম "আমার গায়ের কাপড় আন।"

"কেন?" বিবি ভৃগুসেনা বিদ্রূপের হাসি হেসে বোল্লে "কেন? সে সবে এখন আর দরকার কি?"

'দরকার?—দরকার জিজ্ঞাসায় তোমার অধিকার কি? কর্ত্রী আমি, গৃহিণী আমি, আমার কথায় তোমার আবশ্যক? আমি বেরিয়ে যাব!—যেদিকে ইচ্ছা, সেই দিকেই যাব আমি।' পাগলের মতই একথাগুলি বোল্লেম। জ্ঞানশূন্য হয়েই এই সব কথাগুলি আমার মুখে উচ্চারিত হলো।

বিবি ভৃগুসেনা পূর্ব্ববৎ বিদ্রূপ কোরে বোল্লেন "ঐটি কেবল হবে না। মাপ কর তুমি। ঐটি পার্ব্বে না। কোথাও যেতে পার্ব্বেনা তুমি।"

বুঝ্‌লেম। পূর্ব্বে যা বোলেছি, তার সবই অসম্ভব। আমার প্রতি এতটা যত্ন,—এতটা খাতির, এ সকলই প্রলোভনের ফাঁদ। সব বুঝ্‌লেম। বোল্লেম, "তবে আমার শয্যা দেখিয়ে দাও।"

"কিছুই খাবে না? তোমার জন্য যে সব নূতন খাবার প্রস্তুত করা হয়েছে, তার কিছুই খাবেনা তুমি?"

"কিছু না" বোলেই অগ্রসর হলেম। আনী একটি পরিষ্কার শয্যা দেখিয়ে দিলে!— শয়ন কোল্লেম। আনী দরজা বন্ধ কোরে পৃথক শয্যায় শয়ন কোল্লে। চাবি দেওয়া হলো। চাবি কোথায় রইল, জান্‌তে পেলেম না।

শুলেম! বড় কষ্ট, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা,—ক্ষুধা তৃষ্ণা। শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পোড়লেম। তান্দ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ভাব্‌লেন,—সেই ডাক গাড়ী।

একত্রিংশ লহরী।

আমি ঘোড়সওয়ারে.

বেলায় নিদ্রা ভঙ্গ হলো। এমন বিপদ আমার মাথার উপর, তবুও বেলায় নিদ্রা ভঙ্গ হলো! শয্যা ত্যাগ কোরে জানালার ধারে বোস্‌লেম। রাত্রে ভয়ানক বরফ পোড়েছে, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে, অত্যন্ত শীত বোধ হয়েছে। ঘণ্টা ধ্বনি কোল্লেম, আনী এসে উপস্থিত হলো। গরম জলে মুখ ধুলেম। চিমনীতে কয়লা দেওয়া ছিল, আনী জ্বেলে দিলে, আগুণের পাশে বোসে শরীর গরম হলো। বাইরে এলেম। বাল্য ভোজ প্রস্তুত। বিবি ভৃগুসেনা তখনো অগ্নি সেবা কোচ্চে। আমি যেতেই সস্নেহ বচনে বোল্লে "বড় সুখী হয়েছি আমি। বেশ নিদ্রা হয়েছে তোমার। অনেকক্ষণ ধোরেই ঘুমিয়েছ তুমি। বেশ ঘুম তোমার। কাল ত কিছুই খাও নাই, সমস্ত রাতটে অনাহারে মাথার উপর দিয়ে গেছে, খাও কিছু।"

ভৃগুসেনার কথা গুলি বেশ।—অন্তরে যাই থাকুক, মুখের কথায় মিষ্টতা আছে। এটা হয় ত মানুষ ধরা—মানুষ বশীভূত করার নূতন ফাঁদ। বিবি ভৃগুসেনাকে লক্ষ্য কোরে বোল্লেম "আহার আমার নাই। যার মাথার উপর কালের খাঁড়া ঝুল্‌ছে, সম্মুখে যার বিপদের করাল ছায়া নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, তার আবার আহার? একটি উপকার কর। আমি মুক্তি চাই না, আমি এখান হতে বিদায় গ্রহণের প্রার্থনা কোচ্চি না, বল তুমি, এখানে আমাকে কে এনেছে? কেন আমি এখানে? আমাকে কার কি প্রয়োজন?"

"সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। সে উত্তর আমরা জানি না, জানি না কি, সে উত্তর দিতে আমাদের অধিকার নাই। কথা রাখ তুমি। কিছু খাও।"

সবই বিফল! অনাহারেই বা ক দিন থাক্‌বো? যদি উপবাসে শরীর নষ্ট হয়, তা হলেই বা উদ্ধারের উপায় থাকে কৈ? শরীর দুর্ব্বল হলে আরও বিপদ! সামর্থ থাক্‌তে সহজে কোন অনিষ্ট ঘোটতে পার্ব্বে না, এটা বেশ জানা আছে। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, ধন নাই, জন নাই, কেবল বল আর বুদ্ধিতে যত দূর হয়, তাই আছে। এই সব ভেবে আহার কোল্লেম। অতি সামান্য আহার কোল্লেম। ভৃগুসেনা সে জন্য কতই স্নেহের ভৎসনা কোল্লে, কথা কইলেম না। তার পর কথার প্রসঙ্গে বিবি বোল্লে "তোমার ঘর ত বেশ কোরে দেখেছ? আলমারী দেরাজ সব দেখা হয়েছে ত?"

"কৈ? আমি ত কিছুই দেখি নাই। কি সেখানে?" প্রশ্নচ্ছলে জিজ্ঞাসা কোল্লেম। ভৃগুসেনা বোল্লে "এস তবে।" তখনি আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। ভৃগুসেনা দেরাজ

আলমারী সব খুলে খুলে দেখাতে লাগলো। সব চমৎকার কাণ্ড! ভাল ভাল দামী দামী অলঙ্কার জহরৎ, রেসমী পসমী কাপড়ের নানা ধরণের গাউন, নানা আকারের পোষাক! অন্যান্য সকের জিনিস। বড় বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা, নাম জাদা রাজা রাজড়ার মেয়েরা যে সব জহরৎ পরব পার্ব্বণে ব্যবহার করেন, সেই সব জহরত পোষাক! দেখা হ'লে চাবি বন্ধ করে—চাবিটি আমার হাতে দিয়ে ভৃগুসেনা বোল্লেন "রেখে দাও এ চাবি। তোমার কাছেই থাকুক। এ সকলই তোমার। এসব জিনিস তুমি ইচ্ছামত ব্যবহার কোর্ত্তে পার। সেই জন্যই এ সব এখানে রাখা। বেশী দিন এই বাসাতে তোমাকে থাক্‌তে হবে না। একটু সেরে এলে—মতি গতি ফিরে গেলে তখন সহরের কোন ভাল পল্লিতে বাস কোর্‌বে। পরম সুখে থাক্‌বে।"

"কত দিন এখানে থাক্‌তে হবে?"

"তা আমি জানি না। তবে একটু সুস্থ হলেই—মতের পরিবর্ত্তন হলেই যে তুমি অন্য স্থানে যাবে, তা আমার জানা আছে। সে সব পরের কথা পরে হবে, এখন তুমি কি চাও? দিন কাটাবার কি উপায় কোরেছ তুমি?"

"আজ বড় ভাল দিন। আকাশ বেশ পরিষ্কার আছে। বিশেষ বেড়ানই আমার অভ্যাস। একেবারে সে অভ্যাস বন্ধ কোরে দিলে পীড়িত হয়ে পোড়বো। বেশী দূরে যাব না, ভয় নাই তোমাদের, নিকটেই—এই বাগানের ধারে ধারে চল দুজনেই বেড়িয়ে আসি।" অনেক বাদ প্রতিবাদের পর বিবি স্বীকার হলো। তখনি তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কোরে—ভ্রমণ পরিচ্ছদ পরিধান কোরে দুজনে মাঠে বেরুলেম। বোলেছি বাগানের ধারে বেড়াব, কিন্তু কথার প্রসঙ্গে মাঠে এসে পোড়েছি। ভৃগুসেনা বোল্লেন "কিসের এত ভয় তোমার? সংসারে জন্মগ্রহণ করা সুখের জন্য। জীবন ত কারও কখন নিজের আয়ত্বে থাকে না। এক জন না এক জন উহা অধিকার কর্‌বেই করে। তবে ভাগ্যগুণে যদি ভাল লোকের হাতে দেওয়া যায়, প্রাণের সুখের সঙ্গে যদি সংসারের সুখ যোগ দেয়, তার বাড়া সুখের কথা আর কি আছে? তুমি ছেলেমানুষ নও, বিবাহের বয়স হয়েছে। হয়েছে কি, এত দিন তোমার বিবাহ করাই উচিত ছিল। যুবতী তুমি, কেন পথে পথে বেড়াও? কেন নিজের সুখের পথ বন্ধ কর? জীবনের যে সময়টা চোলে যায়, সেটা ত আর ফিরে আসে না। তোমার যৌবনের ভরা ফুরাবার সময় হয়েছে। যৌবন গেলে আর ত তা ফিরে পাবে না! কেন সাধে সাধে সাধের যৌবন নষ্ট কর? স্বীকার হও।"

বিবি ভৃগুসেনার কথাতে কাণই দিলেম না। ক্রমে দ্রুতপদে চোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। মোটা শরীর,—ভৃগুসেনা কত হাঁটবে?—তবুও প্রাণপণে হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে না পারা একটা ভয়ানক লজ্জার কথা! ভৃগুসেনা সে কষ্টের কথা লজ্জার খাতিরে প্রকাশ

কোত্তে পাল্লে না।। প্রাণপণে চোল্‌তে লাগলো। আমি ক্রমেই দ্রুত—দ্রুত বেগে চোল্লেম, শেষে ছুট! প্রাণপণেই ছুট! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভৃগুসেনাকে পাছে রেখে দুখানা বড় বড় মাঠ ধাঁ ধাঁ কোরে পেরিয়ে গোড়লেম। পাছে চেয়ে দেখলেম, ভৃগুসেনা ছুটে আস্‌ছে! হাঁপ লাগলো আমার, সম্মুখে একটা মোড় পেরিয়েই একখানা ছোট ঘর দেখতে পেলেম। মনে কোল্লেম, তাড়াতাড়ি এদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ি। ভৃগুসেনা মোড় ফিরে মনে কোর্ব্বে, আমি কত দূরই হয় ত চোলে গেছি। হতাশ হয়ে ফিরে গেলে আমি বেরিয়ে এক দিকে চোলে যাব। এই মতলব ছুটতে ছুটতে স্থির কোল্লেম। ছুটে গিয়ে দরজায় আঘাত কোল্লেম, চঞ্চল হস্তের ঘন ঘন আঘাতে গৃহস্বামী দরজা খুলে দিলেন। এক লাফে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। হাঁপাতে হাঁপাতে বোল্লেম "রক্ষা করুন আমাকে। দরজা বন্ধ করুন। আমি———"আর কথা কইতে পাল্লেম না। গৃহস্বামীর মুখের দিকে চেয়েই আমি অবাক! এক বিপদের উপর আর এক বিপদ! গৃহস্বামী সেই—সেই পাষণ্ড সব্রিজ!!!

সব্রিজ একটা হাসির হররা তুলে বোল্লে "মেরীপ্রাইস্ যে? চেহারার যে বেশ খোল্‌তাই হয়েছে তোমার! হাঁপাও কেন? কোন মন্দ লোক বুঝি পাছে লেগেছে? ভয় কি তোমার? আমার উপর তোমার রক্ষার ভার। আমি তোমার রক্ষক। ভয় কি?"

"তুমি রক্ষক?" আরও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "তুমি রক্ষক আমার? যেই তোমাকে নিযুক্ত করুক, তুমি ত রক্ষক আমার? রক্ষা কর আমাকে, বিস্তর ধন আমার! হাজার হাজার টাকার জহরত—হাজার হাজার টাকার রেশমী পশমী পোষাক, সব তুমি নিও। সব আমি তোমাকে দিব। ঐ ধবলকুটিরেই সব আছে। তুমিই তা নিও। আমাকে বাঁচাও তুমি। ভৃগুসেনা আমার পাছু পাছু ছুটেছে।—বাঁচাও তুমি।"

"এখন নয়। দোষ পোড়বে। আমি তোমাকে বাঁচাব। সত্য সত্যই যদি ঐ সব টাকা কড়ি আমার হাতে আসে, আমি তোমাকে বাঁচাব, কিন্তু আজ নয়। ভৃগুসেনা বড় সামন্য লোক নয়। একজন পাকা মাগী।—ধাড়ী বদমায়েস। আমাদের মত লোক ওর কেয়া রেই আসে না। এখন তুমি চল্, ভৃগুসেনার কাছে তোমাকে নিয়ে যাই। এ দিকে আমার পসার থাকবে, কাজও উদ্ধার হবে।"

অন্য উপায় ভেবে পেলেম না। যদি স্বীকার না হই, জোর কোরে আমাকে হাজীর কোর্ব্বে, তা না কোরে এর কথামত কাজ করাই উচিত। স্বীকার কোল্লেম। দরজা খুলে বেরুচ্ছি, সাম্‌নেই ভৃগুসেনা! ছুটে ছুটে বুড়ীটা একবারে বেদম হয়ে পোড়েছে! কথা সোরছে না! মোটা দেহ হাঁপিয়েই সারা হয়ে পোড়েছে। অনেকক্ষণ পরে হাঁপ জিরিয়ে বুড়ীটা সহাস্য বদনে বোল্লে "মেরি! এও এক রহস্য মন্দ নয়। খুব খেলাটাই খেল্লে যা হোক। চল্, অনেক বেলা হয়েছে।" বুড়ীর কথাতে যেন কেমন ধোঁকা লাগলো। যে কাজ

কোরেছি, তাতে ভৎর্সনা ভিন্ন অন্য কি কথার আশা করা যায়? বুড়ী কিন্তু সে দিকে গেল না। বুড়ীর সঙ্গে নীরবে আবার সেই কারাগারে চোল্লেম। আমার পলায়নের আর কোন আন্দোলন হলো না।

আমার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়লেম। একটু বিশ্রাম কোরে বারান্দায় এলেম। দেখলেম, ভৃগুসেনা একখানা চিঠি লিখে তার শিরোনামা লিখছে। লক্ষ্য না কোরে অন্য আসনে বোস্‌লেম। শীরোনাম লিখে ব্লটীং দিয়ে শিরোনামের কালি চুপসে রেখে চিঠি নিয়ে বেরিয়ে গেলো। ভাবে বুঝলেম; চিঠি খানি রওনা কোত্তে গেলো। এক খান চিঠি লিখতে ইচ্ছা হলো। সরঞ্জাম সবই প্রস্তুত আছে। এখন লিখি কাকে? কাস্তিন্! হতভাগিনীর আশা ভরসা কাস্তিন্ কে? যার জন্য এত কষ্ট, সেই কাস্তিনকে চিঠি লিখবো কিন্তু তাঁর ঠিকানা জানি না। হতভাগিনী আমি, জোর কোরে তাকে প্রবাসে পাঠিয়েছি। যদি তাঁকে না যেতে দিতেম, তিনি অবশ্যই এ বিপদে উদ্ধার কোত্তেন। দুজনে এ পাপ দেশ ত্যাগ কোরে অন্যত্র চোলে যেতেম। কিন্তু এখন তিনি কোথায়? রবার্ট! তার আশা নাই! তবে উইলিয়মকে পত্র লিখি। ডাক্তার কলিন্সকে দুঃখের কথা আমার অবরোধের কথা জানাই কিন্তু পত্র ডাকে কে দিবে? কে এই হতভাগিনীকে দয়া কোর্ব্বে? পত্র লেখার আশা ত্যাগ কোল্লেম। কলম ধোরেছি, লিখতে যাব, হঠাৎ এই সব মনে হতে সব আশা ভেসে গেল। চোকের জলে কলম ছেড়ে উঠলেম। উঠেছি, ব্লটীং খানির দিকে নজর পোড়লো। শীরোনামটি ব্লটীং কাগজে স্পষ্ট স্পষ্ট উঠেছে। কিন্তু উল্‌টো উঠেছে। উঠেছে ঠিক পরিষ্কার ছাপ। উল্‌টো ভাবে পোড়লেম। বেশ বুঝতে পাল্লেম। পোড়তে কোন কষ্ট হলোনা। শীরোনাম "লর্ড হার্লসদন। হার্লসদন পার্ক।" উপরে লেখা বিশেষ গোপনীয়। ভাবছি আমার এই অবরোধের কারণ লর্ড বাহাদুর কি স্বয়ং? তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বেশী ভালবাসা বোলে তিনি কি এই প্রতিদান দিলেন? বিশ্বাস হলো না। ভাবতে ভাবতে জানালায় দাঁড়ালেম। অনেক দূর পর্য্যন্ত নজর হলো। মাঠে লোক নাই জন নাই, নির্জ্জন মাঠ খাঁ খাঁ কোচ্ছে! আমি শূণ্য প্রাণে উদাস দৃষ্টিতে সেই শূণ্য মাঠের দিকে চেয়ে আছি! একটু পরেই দেখলেম, বাগানের দরজায় একটি অশ্বারোহী! সব্রিজের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কোচ্চেন। অশ্বারোহীকে দেখেই আমার প্রাণের মধ্যে চোমকে উঠলো। বিপদের উপর আরও যেন বিপদ চেপে পোড়লো। অশ্বারোহী আর কেহ নয়,—সেই পাপাত্মা ক্লাভারিং।

বৃদ্ধা ভৃগুসেনা গৃহমধ্যে আসতেই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। জিজ্ঞাস্যের কিছুই উত্তর পেলেম না। অস্বীকার করারই কথা! বেশী পীড়াপীড়ী কোল্লেম না।

এক পক্ষ কাটালেম। এক দিন ভৃগুসেনা স্বয়ংই বোল্লে "চল মেরি! বেড়িয়ে আসি।

বড় চমৎকার দিন ! আজ পথে বরফের নামগন্ধও নাই। এইই বেড়াবার সময়। চল যাই।" কথা কইলেম না। যার হাত হতে আমি এক দিন পালিয়ে গেছি, সেই আজ আবার স্বয়ংই বেড়াতে যাবার প্রস্তাব কোল্লে।—চোল্লেম।

অনেক দূর এলেম। সেই ধবলকুটির হতে অনেক দূর এসে পোড়লেম। যাচ্চি, আপন মনেই যাচ্চি, দূরে সব্রিজকে দেখলেম। দেখলেম, সব্রিজ রুমাল সঙ্কেতে আমাকে পলায়ন কোত্তে বোল্‌ছে। বেশ বুঝলেম, পালালেম না। সাহস হলো না। সব্রিজ তার ক্ষমতা প্রকাশের জন্যই হয় ত এই কথা বোলছে। অথবা এটা হয় ত এর খেলা ! শিকারীর ছেলেরা পাখীর পায়ে দড়ি বেঁধে যেমন উড়িয়ে উড়িয়ে দিয়ে আবার ধরে, এরাও হয় ত সেই খেলা খেলছে ! পালালেম না ; কিন্তু সব্রিজ বারম্বারই সঙ্কেত কোচ্চে ! বারম্বার ইঙ্গিত কোচ্ছে। এই দেখে মনের গতি ফিরে গেল। বুড়ীটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দৌড় !—দৌড় !—দৌড় ভোঁ দৌড়। যেন উড়ে চোল্লেম। বাতাসকে পাছু রেখে যেন ছুটলেম। বুড়ীটা উঠতে না উঠতে আমি অদৃশ্য !

দুধারে বড় বড় গাছ। গাছের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে ছুটে চোল্লেম। অনেক দূর এসে একবার দাঁড়ালেম। হাঁপ জিরিয়ে নিতে দাঁড়ালেম। অমনি ঘোড়ার পায়ের শব্দ কাণে গেল ! হাঁপ জিরুতে অবসর পেলেম না। আবার—আবার ছুট ! ক্লাভারিংই আসছে, নিশ্চয় বুঝলেম। ছুটলেম। দুধারে বেড়া দেওয়া ! ঘোড়ার শব্দ ক্রমেই নিকটে এলো। আর দৌড়িতে পাল্লেম না ! হতাশ হয়ে রাস্তার এক পাশে বোসে পোড়লেম। অশ্বারোহী এসে উপস্থিত। মুখের দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেম, অশ্বারোহী সেই নরপিশাচ—সেই পাষণ্ড ক্লাভারিং !

অশ্বারোহী বোল্লেন "ভয় নাই ! ভয় কি তোমার ?" কথা শুনে—স্বর শুনে আমার চমক ভেঙে গেল। এ স্বর ত ক্লাভারিঙের নয় ! চাইতে সাহস হলো। চেয়ে দেখ্‌লেম, অশ্বারোহী ক্লাভারিং নয়, ডাইনীর রাণী ! যার কাছ হতে আমি বেলাকে ফাকি দিয়ে এনেছিলেম, জমিমার কাছে ফাঁকি দিয়ে যে লর্ড বাহাদুরের কন্যাকে চুরি কোরেছিল, তিনিই ইনি।

রাণী বোল্লেন "ভয় নাই তোমার। তোমার জন্যই আমি এসেছি। তোমাকে শীঘ্র শীঘ্র তফাৎ করবার জন্য সব্রিজ আমাকে ঘোড়া নিয়ে আস্‌তে বোলেছিল। এস, দেরী কোরোনা, ঘোড়ায় উঠে বোসো। আমার পশ্চাতেই এস বোসো। ভয় কি ?"

আমি ঘোড়ায় কখন উঠি নাই। বড় বড় লোকের ঘরেই ঘোড়ায় চড়া মেয়ের জন্ম। গরীবের মেয়ে আমি, ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস আমার কি কোরে থাক্‌বে ? তবুও চোড়লেম।

প্রাণের দায়ে ঘোড়ায় উঠলেম। ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা অগ্রসর হলেম। জন্মের মধ্যে আজ আমি এই প্রথম ঘোড় সওয়ারে!

দ্বাত্রিংশ লহরী।

ডাকিনী-চক্র!

আমরা যাচ্ছি।—দুজনেই এক ঘোড়ায় ঘোড়সওয়ারে যাচ্চি। কোথায়, তা আমি জানি না। সমস্ত পথই আমার অপরিচিত। রাণী বোল্লেন "মেরি, আমি তোমার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেছি! জানি আমি; যে দিন হার্লসদনের মেয়ে আন্তে তুমি সেই ডাকাতের আড্ডায় যাও, সেই দিনই জানি আমি; কাফ্রি বালিকা সেজে গিয়েছিলে তুমি। চমৎকার মানিয়েছিল। বেমালুম সাজ সেজেছিলে তুমি। আমি কিন্তু তোমাকে চিন্তে পেরেছিলেম। মেরী বোলে চিনি নাই, ছদ্মবেশী বোলে চিনেছিলেম। তার পরে আমি জান্তে পাই। লর্ড বাহাদুরের চাকরেরাই এ সব কথা প্রকাশ করে। যে কথা গোপন রাখার জন্য যত বেশী আয়োজন করা যায়, সেই কথাই তত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ কথাতেও ঠিক তাই হয়েছিল। তাতেই আমি তোমার নাম জানি। সেই হতেই জানি আমি, তুমি বেশ চালাক চতুর।"

প্রসংশায় বাধা দিয়ে বোল্লেম "আমি তোমাকে ক্লাভারিং বোলেই ভেবেছিলেম। এ পোষাকও আমার চেনা।—ঘোড়াটি পর্য্যন্ত আমার চেনা। এসব তুমি তবে পেলে কোথায়?'

"পেলেম কোথা?" রাণী একটু হেসে বোল্লে "পেলেম কোথা? আমি আবার পেলেম কোথা? তোমার কাছে গোপন কোর্বোনা, এসব আমি ঠকিয়ে নিয়েছি। তোমাকে উদ্ধার কর্ব্বার জন্য এসব পোষাক, ঘোড়া, আমি ঠকিয়ে নিয়েছি। সত্রিজ তোমার জন্য অনেক চেষ্টা কোরেছে। আমি তোমাকে নিরাপদ স্থানে রাখবো। আর একটু আগেই সেই নিরাপদ স্থান। ঘোড়ায় চড়া বুঝি তোমার অভ্যাস নাই? হাঁ! ঠিক তাই। বড় দুষ্ট ঘোড়া এটা। একটু এদিক ওদিক হলেই পোড়ে যাবে। সাম্নে এস তুমি। তোমাকে আমি ধোরে নিয়ে যাই।" কথা মত কার্য্য হলো। রাণীর যত্নে পশ্চাৎ হতে সম্মুখে এলেম। বিবির ঘোড়ায় চড়া!—সাম্নে বোসে একদিকে পা ঝুলিয়ে বোস্লেম। অশ্বারোহণে—অশ্বচালনায় রাণীর অতুলনীয় ক্ষমতা। ঠিক হয়ে বোসে রাণী ঘোড়ার পেটে পদাঘাত কোত্তেই!—ঘোড়া ছুটলো!

যাচ্চি, পশ্চাতে গাড়ীর শব্দ হলো! ঘোড়া দাঁড়ালো। কাণ পেতে শুনে রাণী বোল্লে "মহাগোল! ঘোড়াটা ভারি বদ! গাড়ী দেখ্‌লেই লাফিয়ে উঠে! এক দিকে ছুট দেয়! চাবুক মানে না, লাগাম মানে না, একেবারে মরিয়া হয়েই ছুট দেয়! সাবধান হও। স্থির হয়ে থাক। গাড়ী বেরিয়ে গেলে আমরা যাব।" ভয় হলো! ডাকিনীর সঙ্গে যাচ্চি আমি, ছেলেধরা বুড়ীর সঙ্গে এক ঘোড়ায় আমি, যদি কোন পরিচিত লোকই থাকেন, তা হলে সমস্ত সম্ভ্রমই নষ্ট হবে। আমি বোল্লেম "গাড়ী ত আমাদের পেছুনে, ঘোড়ার সঙ্গে গাড়ী ছুটে কথনই পার্ব্বে না। আগেই আমরা যাইনা কেন?"

"না। তা হবে না। ঘোড়া একবার যখন শুনেছে, তখন এ আর যাবে না! যদি যায়, ত এমন ছুটবে, ভয় পেয়ে এমন দৌড় দৌড়াবে যে, রাখতে পার্ব্বো না। পোড়ে গিয়ে দুজনেই মারা যাব! একদিকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাই ভাল।" আমি রাস্তার দক্ষিণ দিকে দাঁড়াতে অনুরোধ কোল্লেম, তাও হলো না। সে দিকে গাড়ীর পথ নয়। এমন ভাবে ঘোড়া দাঁড়ালো যে, আমার মুখ রাস্তার দিকে রইল। রাস্তার দিকে পা ঝুলিয়ে রইলেম। প্রতি মুহূর্ত্তে গাড়ীর আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগলেম।

দেখতে দেখতে গাড়ী এসে পোড়লো। যা ভেবে ছিলেম, তাই! গাড়ীর দুই দিক খোলা, গাড়ীর মধ্যে লর্ড ও লেডী হার্ল্‌সদন! হার্ল্‌সদন চীৎকার কোরে বোল্লেন "ক্লাভরিং! তুমি এখানে? এই যে, মেরীকে তুমি কি বিবাহ কোরেছ? বেশ সুখী—" আর শুন্‌তে পেলেম না! লর্ড বাহাদুরের কথায় আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! দুঃখে কষ্টে যেন চৈতন্য হারালেম।

কতক্ষণ পরে চেয়ে দেখলেম, ধীরে ধীরে ঘোড়া চোলেছে। রাণী আমাকে বেশ কোরে ধোরে নিয়ে যাচ্চে। যা হবার, তা হলো। লর্ডবাহাদুর জান্‌লেন, আমি ক্লাভরিংকে আত্ম সমর্পণ কোরেছি! এ কষ্ট রখবার আর আমার স্থান নাই! ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "আর কতদূরে আপনার সেই নিরাপদ বাড়ী?" সম্মুখের একটি সাদা রঙের বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে রাণী বোল্লে "ঐ বাড়ী।" দেখতে দেখতে আমরা রাণীর নির্দ্দেষিত সেই বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হলেম। দেখেই ত আমি অবাক! আবার সেই বাড়ী! আবার আমি সেই কারাগারের সম্মুখে! দরজায় দাঁড়িয়ে সহাস্যবদনে নরকদ্বারের প্রহরী সেই বুড়ী ভগুসেনা!

নাম্‌লেম। বাধ্য হয়েই নাম্‌লেম। ভগুসেনা আমার হাত ধোরে উপরে নিয়ে গেল, সুযত্নে বসালে। আমার মনে তখন যে কষ্ট, তা প্রকাশ কোত্তে পারি, এমন কথা মানুষের ভাষায় আছে বোলে বোধ হয় না! ডাকিনীর রাণী ডাকিনীচক্রে ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে আবার সেই কারাগারে নিক্ষেপ কোল্লে!

ভৃগুসেনা বোল্লেন "কেন মেরী তুমি এমন ছেলেমানুষী কোচ্চ? কেন নিজের বুদ্ধির দোষে অসুখী হও? আমার কথা শোন, স্বীকার কর। দাসী ছিলে তুমি, গরীবের মেয়ে তুমি, একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ধনবান ব্যক্তি—ব্যারণেট তোমার প্রণয়প্রার্থী, পরম সৌভাগ্য তোমার। বিবাহ কর, সুখী হও। আজ যে কাণ্ড হলো, এসবই আমাদের জানা। আমরা জেনে শুনেই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। জেনে শুনেই তোমাকে আমি বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেম। ক্লাভারিং ও লেডী হার্লসদন ঘটিত যে সব রহস্য, তা তুমিই জান; লর্ড বাহাদুরও তা জানেন। তাই এই ষড়যন্ত্র। সম্ভ্রান্ত লোক তাঁরা, তাঁদের ঘরের এ সব কাহিনী—এ সব কলঙ্ক যত গোপন থাকে, ততই ভাল। তাই ক্লাভারিঙের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে তাঁর বড় চেষ্টা। কৌশলটাও তোমাকে খুলে বলি। ক্লাভারিংকে যদি তুমি বিবাহ কর, তা হলে স্বামীর দুশ্চরিত্রতা কখনই তুমি প্রকাশ কোত্তে পার্ব্বে না। ক্লাভারিং তোমাকে বিবাহ করেছেন,—লেডীর প্রণয়—লেডীর ভালবাসা উপেক্ষা কোরে তোমাকে ক্লাভারিং ভাল বেসেছেন, একথা মনে হলেই লেডী হিংসানলে দগ্ধ হবেন! অবৈধ প্রেমের বিষময় পরিণাম বুঝবেন! আর কখনো ক্লভারিংকে মনেও স্থান দিবেন না। রাস্তায় সেই জন্যই ঘোড়সওয়ার অবস্থায় তিনি লেডীকে দেখিয়েছেন যে, তুমি আর ক্লাভারিং এক ঘোড়ায় যাচ্চো। বড় প্রণয় হয়েছে তোমাদের। কাল যে চিঠি খানা লিখেছিলেম, সেই চিঠিতে এই সব কথাই লেখা ছিল। ইচ্ছা কোরেই তোমায় আমি বেড়াতে নিয়ে যাই, ইচ্ছা কোরেই—জেনে শুনেই সব্রিজ তোমাকে পলায়ন কোত্তে ইঙ্গিত করে, ডাকিনী বুড়ীটা, পূর্ব্ব হতেই তোমাকে ধোত্তে প্রস্তুত ছিল। তার পোষাক, ঘোড়া আমরাই আনিয়ে দি। এখন বোধ হয় বেশ বুঝ্‌তে পেরেছ? ক্লাভারিংয়ের পরামর্শতেই মর্লে লর্ডবাহাদুরের কাছে চাকরী করে; সে চাকরীর উদ্দেশ্যই তোমাকে বন্দী করা। মর্লে অন্য ভিন্ন নয়—আমার সন্তান।"

বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হলো! সবিস্ময়ে বোল্লেম 'মর্লে তোমার সন্তান?'

"হাঁ! মর্লে আমারই ছেলে। পিতৃ উপাধী সে পায় নাই। সে সব কথা থাক। এদিকের সব কথাই আমি বোল্লেম। এখন স্বীকার কর। স্বীকার না কোল্লে তোমার কলঙ্ক ঢাকা পোড়বে না। স্বয়ং লর্ড বাহাদুর দেখেছেন, লেডী, যিনি তোমার পরম বন্ধু, তিনি পর্য্যন্ত তোমাকে ক্লাভারিংয়ের পাশে দেখেছেন, তিনি কি আর তোমার কথা বিশ্বাস কোর্ব্বেন? আমরা তো বোলবোই। মিথ্যা কথা নানা ছাঁদে সাজিয়ে আমরা ত পথের লোক ধোরে বোলবই। বিবাহ যদি না কর, তবে অচীরে প্রকাশ পাবে, মেরী প্রাইস ক্লাভারিংয়ের উপপত্নি।"

সর্ব্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠ্‌লো! এরা সব পারে! যে সব মেয়েমানুষ পিতা মাতার মুখে চুণকালি দিয়ে—কুলের ধ্বজা উড়িয়ে শেষে বৃদ্ধবয়সে তপস্বিনী বৃত্তি অবলম্বন করে, তারা সব পারে। অসহায়া যুবতীদের পাপ পঙ্কে ডুবিয়ে যাদের আনন্দের সীমা থাকে না, ভদ্র ঘরের সচ্চরিত্রা যুবতীদের প্রলোভনে মোহিত করা—রকম রকম কার্য্য সিদ্ধির মন্ত্রে বশীভূত করা যাদের অভ্যাস, তারা সব পারে। বড়ই ভয় পেলেম! মুখ শুকিয়ে গেল! বুকের মধ্যে কম্প!

বুড়ী ভৃগুসেনা আবার বোল্লে "অনেক কারণে এ কাণ্ডটা হয়েছে। লর্ড বাহাদুরের যোগেই একাজ হয়েছে। ক্লাভারিং নানাকারণেই তোমাকে এখানে এনেছেন। তাঁর প্রেম—ভিক্ষা প্রত্যাক্ষাণ কোরে তুমি সেই মেয়েমুখো ছোঁড়াটা—সেই হ্যাকাবোকা কান্তিনকে ভালবেসেছ! দুই প্রেমিকে একটা সকের লড়াই পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। ক্লাভারিং তোমার নষ্টামী ভাঙবেন। প্রতিজ্ঞাও তাই কোরেছেন। তাঁকে যেমন তুমি অপমান কোরেছ, তিনি তার প্রতিশোধ নেবেনই নেবেন। কান্তিনের আশা ভরসা অতল তলে ডুবাবেন, কলঙ্কিনী বোলে লোক সমাজে তোমার মাথা হেঁট করাবেন। কালই এখানে আস্‌বেন তিনি। যদি সহজে সম্মতি না দাও, অপমান হবে। কোন দিকেই তোমার রক্ষা নাই। তাই বলি, মানে মানে মত কর।" আর কি শুন্‌বো! যা শুন্‌বার, যা জানবার, তা সবই জানলেম—সবই শুন্‌লেম। অধিক শুন্‌তে আর ইচ্ছা নাই। চক্ষু কর্ণে অগ্নি প্রবাহ ছুটলো! ঘৃণায় রোষে মর্ম্মদাহে হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল! ঘরের মধ্যে পদচারণ কোত্তে লাগ্‌লেম। রাগে রাগেই বোল্লেম "ঈশ্বর আছেন। সংসারের কৌশল সংসারের ষড়যন্ত্র কতক্ষণ? সত্য যা, তা কখনই গোপন থাক্‌বেনা। ঈশ্বর এমন অন্যায় আচরণে কখনই প্রশ্রয় দেবেন না।"

এই মাত্র বোলে আমি উপরের নির্দ্দিষ্ট গৃহে এলেম। নীরবে আসনে উপবেশন কোরে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। কিছুই ভেবে পেলেম না। যত ভাবনা ভাবলেম, উদ্ধারের উপায় সে ভাবনায় একটিও না। আনী এসে দরজা খুল্লে। সংবাদ দিলে "খাবার প্রস্তুত। বিবি ভৃগুসেনা আমার জন্য অপেক্ষা কোচ্চেন।" শুনেই কেমন রাগ হলো। রাগে রাগেই বোল্লেম "আমি আবার তার সঙ্গে একত্রে আহার কোর্ব্বো?—যে পাপিনী, যে নরকের কীট সয়তানীফন্দীতে আমাকে নরকে নিয়ে যেতে তার মায়াচক্র বিস্তারিত কোরেছে, তার সঙ্গে আমি আবার একত্রে খাব? তার মুখও আমি দেখবো না। তার ছায়াও আমি আর মাড়াব না। কিছুই খাব না আমি। বিশ্বাস কি তোমাদের? সব পার তোমরা, বিষ মিশিয়ে দেবে তোমরা, মেরে ফেল্‌বে আমাকে তোমরা! তাও যদি না হয়, তবে মাদক দ্রব্য মিশিয়ে আমাকে অচৈতন্য কোর্ব্বে!—সেই সূত্রে আমার

সর্ব্বনাশ কোর্ব্বে তোমরা! যাও, আমার সম্মুখ হতে দূর হও!—মুখ দেখতে চাই না আমি।" ভয় পেয়ে আনী প্রস্থান কোল্লে। আমি আবার দরজা বন্ধ কোল্লেম। একটু পরেই আবার আনী খাবার নিয়ে উপস্থিত। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আনীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেম! দরজা বন্ধ কোরে দিয়ে শুয়ে পোড়লেম। সমস্ত রাত্রি আর দরজা খুল্লেম না। ভৃগুসেনা কত ভয় দেখালে, কতই মিত্রতা জানালে, গ্রাহ্যই কোল্লেম না। এত মন খারাপ হয়ে গেছে যে, কি বোল্‌ছি, কি কোচ্ছি,—কিছুই ঠিক পাচ্চি না।

রজনী প্রভাত হলো। জানালায় দাঁড়ালেম। আশা, যদি কোন লোক এই পথ দিয়ে যায়, আমার দুঃখের কথা জানিয়ে সাহায্য চাইব। কিন্তু সে আশায় হতাশ হলেম। এক সব্রিজ ভিন্ন, সে পথে আর কাকেও দেখ্‌তে পেলেম না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটি অশ্বারোহী দরজা সম্মুখে এসে উপস্থিত। দেখেই চিনলেম, ক্লাভারিং। আনী আর ভৃগুসেনা ছুটে গিয়ে প্রভুর সম্মান রক্ষা কোল্লে। ক্লাভারিং বারান্দায় গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কোত্তে যাব, সাম্‌নেই দেখি আনী। আনী বোল্লে "মনিব আমার বারান্দায় এসেছেন। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে চান।" আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! বেশ বোধ হলো,—মনে উঠ্‌লো,—মুখেও যেন প্রতিধ্বনি হলো, এ সব ডাকিনী চক্র!

ত্রয়োত্রিংশ লহরী।

দেখি, কি হয়!

মনে মনে বেশ বুঝ্‌লেম, রাগে কিছু ফল হবে না। উপায়ও কিছু নাই। আর এক বার বুঝিয়ে দেখি। বিপদ ত আছেই। কৃপা ভিক্ষা ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই। ভেবে চিন্তে বারন্দায় এলেম। দেখ্‌লেম, ক্লাভারিং বারান্দার পাশের ঘরে পদচারণ কোচ্চেন। আমি প্রবেশ কোত্তেই ক্লাভারিং বোল্লেন "মেরি! এসেছ?—বোস! আমি যা বলি, শোন।"

সাহসে ভর কোরে বোল্লেম "আমিও আপনাকে কিছু বোল্‌তে চাই। অসাহায়া আমি, আমার চরিত্রে কেন আপনি কলঙ্ক দিতে চেষ্টা করেন?"

"তোমার চরিত্রে দোষ!—কে এমন কথা বলে মেরি? অতি নির্ম্মল চরিত্র তোমার।"

"তবে কেন আপনি আমার সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র কোরেছেন? কেন আপনি আমার

চরিত্রে কলঙ্ক রটনা কোত্তে চেষ্টা কোচ্ছেন ? যে সব্রিজ আমাকে পাহাড় হ'তে গর্ত্তে ফেলে দিয়েছিল, তারই দ্বারা এত লাঞ্ছনা কেন ?"

"আমি সব কথাই ভৃগুসেনার মুখে শুনেছি। কাল যে সব কাণ্ড ঘোটেছে, আমি তার কিছুই জানি না। মর্লে'ই এসব কোরেছে। সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ধনী, বড় বড় লোক আমার সহায়, ক্ষমতাপন্ন অসংখ্য বন্ধু আমার, এসব সুবিধা কি তুমি চাওনা ? যদি প্রকৃতই তোমার সঙ্গে আমার বিবাদ বাধে, এক্ষেত্রে কে জয়ী হবে মেরি ?—তুমি, না আমি ? আইন আমাদের জন্য নয়। বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য আইনের সৃষ্টি নয়, সে সব তোমাদের মত লোককে জব্দ করার জন্য ! ধনী লোক যারা, তারা ত প্রতিদিন শত শত সুন্দরী বালিকা উপভোগ কোচ্চে ! সেসব কাণ্ড কত জন লোকে জানে ? এসব অত্যাচার কাহিনীর কতগুলি প্রকাশ পায় ? আমি বলি, শত অত্যাচারের একটিও সাধারণের চক্ষে পড়ে কিনা, সন্দেহ। কেন পড়ে না জান ? টাকার মোহিনীর চক্রে সব চক্র ফেঁসে যায়। মেরি, আইনের ভয় আমি রাখি না। ধনবান আমি, কোন সুখভোগই আমি বাকী রাখ্‌তে চাই না।"

"আমি ত তা বলি নাই !" কাতরতা জানিয়ে বোল্লেম "আমি ত আপনাকে তা বলি নাই। দরিদ্র আমি, পথের ভিকারী আমি, আপনাকে আইনের ভয় দেখাব,—ক্ষমতা কি আমার ? আমি কতটুকু !—আমার আবার ক্ষমতা কি ! আমি কেবল কৃপা ভিক্ষা চাই। সহায়হীনা, সম্পত্তি হীনা—অনাথা বোলে আমার প্রতি কৃপা করুন।" চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল।—কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম।

ক্লাভারিং যেন নরম হোলেন। কাতর হয়ে বোল্লেন "মেরি ! আমি ত পূর্ব্বেই বোলেছি, তোমাকে আমি ভালবাসি। মেরি ! আমার জীবন রক্ষা কর তুমি। আমাকে মের না ! আমি আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব হারিয়েছি ! মেরি ! আমি অনেক চেষ্টা কোরেছি। যত্ন কোরেও—চেষ্টা কোরেও আমি তোমাকে ভুল্‌তে পারি নাই। তুমি আমার হৃদয়ে এমন ভাবে আসন গ্রহণ কোরেছ যে, আমি শত চেষ্টা কোরেও তোমাকে স্থান চ্যুত কোত্তে পারি নাই। মেরি ! তোমার জন্য আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত। তোমাকে একবার—একবার মাত্র আমি হৃদয়ে ধারণ কোত্তে পেলে, সয়তানের হাতে আমি জীবন উৎসর্গ কোত্তে পারি। মেরি ! আমি তোমার কৃপা ভিকারী।"

"হা ঈশ্বর ! আপনি আমার কৃপার ভিকারী ? যাকে আপনি বন্দী কোরে রেখেছেন, যাকে আপনি কতই অপমান কোরেছেন, তার কাছে আপনার কৃপা ভিক্ষা ? ছি ছি ! এই কি আপনার মহত্ব ? প্রার্থনা করি, মিনতী করি, আমাকে ত্যাগ করুন। অস্পৃশ্যা আমি, দাসী আমি, আমার প্রতি আপনার এ অন্যায় অসম্ভব লোভ কেন ?"

"কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাসতে পার না কেন? কেন তুমি আমাকে ভাল বাসবে না? কেন তুমি আমার সুখসাধের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কোর্ব্বে না? যখন তুমি এখানে আস, তোমাকে অনেক জহরত, অনেক পোষাক দেখানো হয়েছিল। তোমার জন্যই আমি সে সব সংগ্রহ কোরে রেখেছিলেম। এসব কি চাও না তুমি? যৌবন কাল তোমার, যুবতী তুমি, ভোগ বাসনায় এত বিতৃষ্ণা কেন? আমার প্রণয় গ্রহণ কর তুমি, সুখী কর আমাকে তুমি, বাসনা পূর্ণ কর আমার, কালই—কালই আমি তোমাকে কোন সমৃদ্ধ সহরে নিয়ে যাব, রাজ প্রাসাদে রাখবো। দাস দাসী, চাকর নফর, যান বাহন, সবই নিযুক্ত হবে। অনুরোধ করি—সকাতরে নিবেদন করি—আমাকে সুখী কর মেরী।" ক্লাভারিং অগ্রসর হোলেন। রাগে রাগে বোল্লেম, আমার মুখ হতে আমার অজ্ঞাতে যেন উচ্চারিত হলো, "তফাৎ যাও। স্পর্শ কোরো না তুমি। আমার কথা শোন। আমি তোমাকে ভাল বাসি না। তোমাকে আমি ভালবাসতে পারি না। তোমার মত পিশাচ আমার প্রণয় পাত্রের যোগ্য নয়। তোমার মুখে ভালবাসা কথাটা আমার কর্ণে যেন বজ্রের ন্যায় আঘাত করে। ক্লাভারিং! তোমার পুত্রদের রক্ষা কোরেছি, পালন কোরেছি, তোমার প্রণয়ে উন্মাদিনী লেডী কলমন্থনা আমার বন্ধু, আমার প্রতি তোমার এই ব্যবহার? তফাৎ যাও, স্পর্শ কোরো না। নরকের কীট তুমি! সয়তানের চেলা তুমি! পাষণ্ডের অবতার তুমি! যদি আর এক পদও অগ্রসর হও, আমি তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিব! এই দেখ ছুরি।" তাড়াতাড়ি পকেট হতে ছুরি বার কোল্লেম। ভয় পেয়ে বিশুষ্ক মুখে ক্লাভারিং বোল্লেন "মেরি! তুমি পাগল হয়েছ।"

"আমি পাগল হয়েছি? পাগলামী আমি জানতেম না। তোমার কথাই আমাকে পাগল কোরেছে। আমার কথা ঈশ্বর বাক্যের তুল্য বোলে জেনে রাখ।"

"তবুও এ তোমার ছেলুমী! এসবই তোমার বড়াই!"

"আমার বড়াই? ঈশ্বরের দিব্য; আমি যা বোলেছি, তাই কোর্ব্বো! জীবন অপেক্ষা আমি মান ও সতীত্বকে মূল্যবান বোলে জানি।"

"ভেবে দেখ। বালিকা তুমি, বেশ কোরে ভেবে দেখ। ২৪ ঘণ্টা তোমাকে হীত চিন্তার সময় দিলেম।"

"এক মিনিটও না। এক মুহূর্ত্তও না।"

"এখনো বলি মেরি, ভেবে দেখ। কুড়ি আর চার, চব্বিশ ঘণ্টা সময়। যাও, আপনার ঘরে যাও। ভেবে দেখ গে।" ক্লাভারিং ইন্দ্রিয়ের দাস। কাতর নয়নে চেয়ে আমাকে এই কথাগুলি বোল্লে। কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুতপদে ঘরে এলেম। চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার চার দিক চেয়ে দেখলেম। কোন দিকেই উদ্ধারের উপায় নাই। বেশ কোরে দেখলেম,

কোন উপায়ই নাই। ক্ষুধায় বড়ই কাতর হয়েছি, সমস্ত দিন জলবিন্দুও উদরস্থ হয় নাই। ক্ষুধায়—তৃষ্ণায়—যন্ত্রণায়—অপমানে যেন পাগল হয়ে পোড়েছি। মাথার ঠিক নাই।

আনী খাবার আনলে। খেতে অনুরোধ কোল্লে।—সামান্য মাত্র চা খেলেম। রুটি, মাংস, পনীর, ফল, হাতও দিলেম না। শুয়ে পোড়লেম। ভাবনা চিন্তায় রাত প্রভাত।

প্রভাতেই জানালায় এসে দাঁড়ালেম। ভাবছি, হঠাৎ ক্লাভারিঙের কণ্ঠস্বর শুনলেম। ক্লাভারিং উচ্চকণ্ঠে রেগে রেগে বোলছেন, "যা দেওয়া হয়েছে, সেই যথেষ্ট! দশ গিণি দিয়েছি, সেই যথেষ্ট! তাতেও তার মন উঠে নাই?" ক্লাভারিং যা বোল্লেন, তার উত্তর শুনতে পেলেম না। ক্লাভারিং আবার বোল্লেন "স্পর্দ্ধাও কম নয়। তোমাকে কিছু বোলতে হবে না। আমার কাছে আন, ডেকে আন তুমি। আমি তার বন্দোবস্ত কোচ্চি। আর এক শিলিংও তাকে দিব না। বল কি তুমি? আমি বেশী দিব? কখনই না। মেরী প্রাইস কাল আমাকে সব্রিজ সম্বন্ধে অনেক কথা বোলেছে। অতি বদ লোক সেটা!" ভৃগুসেনা কি বোল্লে, শুনতে পেলেম না। বুঝলেম, সব্রিজকে তলপ হলো। শুনবার জন্য উৎফুল্ল হয়ে রইলেম।

একটু পরেই এক জন লোকের পদ শব্দ পেলেম। বুঝলেম, সব্রিজ এসেছে। সব্রিজকে দেখেই ক্লাভারিং বোল্লেন "আর কি চাও তুমি? তোমাকে যা দিবার কথা, তার বেশীও আমি দিয়েছি। এখানে আর তোমার প্রয়োজন নাই। এখানকার কাজ সব শেষ হয়েছে, যাও তুমি, এখন বিদায় পাও।"

সব্রিজ বোল্লে "তাই হবে। পাঁচ মাইল যেতে হবে আমাকে। আমি—"

"চুপ! চুপ! অত চীৎকার কর কেন?" ভৃগুসেনার এই নিষেধ আজ্ঞা।

ক্লাভারিং বোল্লেন "যদি আজ তুমি না যেতে চাও, থাক। তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে তোমাকে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল থাকবে আজ, থাক। কিন্তু এই দিনটি!"

"তাই হবে। আমি এখন বিদায় চাই। তবে আসি।" সব্রিজ প্রস্থান কোল্লে। একবারেই চলে গেল, কি আজ এখানে অপেক্ষা কোর্ব্বে, বুঝতে পাল্লেম না। আপন আসনে এসে বোসলেম। সব্রিজ আর ক্লাভারিঙের কথা বার্ত্তায় বুঝলেম, এদের দুজনের পাকাপাকি রকমের বিবাদই বাধলো। গৃহ শত্রুতায় আত্ম বিচ্ছেদে সুফলের আশা কোল্লেম। এখন এর পরিণাম কি দাঁড়ায়, তাই জানবার জন্য ব্যগ্র হলেম। দেখি, কি হয়।

চতুস্ত্রিংশ লহরী।

চিরদিন সমান যায় না।

রাত্রি ১০টা। আনী দরজা বন্ধ কোরে শয়ন কোল্লে। শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে "অনেক রাত হয়েছে, শোবে না তুমি ?"

উত্তর কোল্লেম "না। এখনো নয়, সমস্ত রাত্রেও না।"

"ভয় কি তোমার ?" আনী প্রবোধ দিয়ে বোল্লে "ভয় কি তোমার ? দরজা বন্ধ কোরে এসেছি আমি।" কোন উত্তর দিলেম না। যে কারণে আমি সমস্ত রাত জেগে কাটাতে বোসেছি, আনী তা বুঝতে পারে নাই, তাকে বুঝিয়েই বা ফল কি ? কাল যার ভাগ্যে ঘোরতর দুর্ঘটনা ঘোটবে, কাল যে তার সর্ব্বস্ব ধন হারাবে, অসহায়ে পোড়ে অরক্ষিতা হোয়ে কাল যার সতীত্ব রত্ন নষ্ট হবে, সে কি আজ স্থখে নিদ্রা যেতে পারে ? তার চক্ষে কি নিদ্রা আসে ? কিন্তু এ কথা আনীকে বুঝিয়েই বা লাভ কি ? চুপ কোরে রইলেম। কোন উত্তর দিলেম না। আনী বিরক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পোড়লো। আমি সেই আগুণের পাশে বোসে অকুল ভাবনায় ডুবে রইলেম।

ঘরে আলো জ্বোলছে, আনীর নিদ্রা হোচ্চে না। বড়ই বিরক্ত হয়েছে। আনী চিৎকার কোরে অনুজ্ঞার স্বরে বোল্লে "এখনো তুমি শুলে না ? এসব এখানে হবে টবে না! তোমার ইচ্ছা মত চালচলন এর পরে কোরো। এখনো বোলছি, কথা শোন আমার। শুয়ে পড়। কেন মিছামিছি বিরক্ত কর ? এখনো কথা আমার শোনো, তা না হলে জোর কোরে তোমাকে শুইয়ে দিব।"

"ক্ষমতা থাকে, কর।" ধীরভাবে আমি এই উত্তর দিলেম। আনী রাগে যেন জ্বলে উঠলো। অধিকতর বিরক্ত হয়ে বোল্লে "তামাশা ? আমার কথায় তামাশা তোমার ? সমস্ত রাত গেল, একবার চোকের পাতাটি পর্য্যন্ত বুঁজতে পাল্লেম না। একি অত্যাচার তোমার ? আমি আগুণে জল ঢেলে দিব।" আনী তাড়াতাড়ি উঠে বোসলো। জল ঢেলে দিতেই উঠে বোসলো। হটাৎ শব্দ হলো "রক্ষা কর!—রক্ষা কর! চোর!—চোর ডাকাত।" আনী যেন আঁৎকে উঠলো! বুকের মধ্যে আমার ধড়াস কোরে উঠলো! প্রাণ যেন কেঁপে উঠলো! ক্লাভারিং আবার চিৎকার কোল্লেন, সমস্ত বাড়ীতে ভীষণ প্রতিধ্বনি তুলে চিৎকার কোল্লেন "চোর! সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল! ডাকাত! ডাকাত!" আমরা আড়ষ্ট হয়ে গেলেম! ডাকাতদের ভারি ভারি পায়ের ভারি ভারি শব্দ, ছুটোছুটি শুনতে পেলেম। ভৃগুসেনার ঘর ঠিক আমাদের ঘরের সামনে। সেখানে শব্দ হলো,

ভৃগুসেনা কাতর কণ্ঠে চিৎকার কোরে উঠ্‌লো "রক্ষা কর! মেরো না আমাকে! ক্ষমা কর।—রক্ষা কর।"

ডাকাতের গভীর কণ্ঠ উচ্চারণ কোল্লে "চুপ! চুপ বেইমানী! ফের চেঁচাবি যদি, তোর মাথা ভেঙে দিব।"

"বেন্! মারিস নে। একটা বুড়ী মেরে আর লাভ কি? বেঁধে রাখ।" স্বর চিনলেম। যে ডাকাতের আড্ডায় আমাকে খাতির কোরেছিল। আমার হয়ে বুলডগের বিশ্বাস জন্মিয়েছিল, ধোত্তে গেলে যার কথায় আমি বেলাকে উদ্ধার কোত্তে পেরেছিলেম, এ তারই সুর! এ স্বর সেই লঞ্জুর।

আমাদের দরজায় আঘাত হলো! এক এক আঘাত যেন বজ্রের মত বুকে লাগতে লাগলো! আনী ঠক ঠক কোরে কাঁপতে লাগলো! যা হবার তা ত হবেই, মনে মনে সাহস বাঁধলেম। আনীকে বোল্লেম, "দরজা খুলে দাও।" আনী ত কেঁপেই অস্থির! দরজা খুলতে তার আরও ভয়! ধমক দিয়ে বোল্লেম "চাবী কোথায়?" আনী কাঁপতে কাঁপতে জড়ান কথায় বোল্লে "ঐ-ঐ-ঐখানে। দ—দর—দরজা"। আনীর কথা শেষ হতে না হতে দরজা খুলে দিলেম। সব্রিজ, বুলডগ, লঞ্জু, ক্রমে ক্রমে সকলেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। আনী ত আড়ষ্ট!

বুলডগ বোল্লে "মেরি! কোন চিন্তা নাই তোমার। সব্রিজকে তুমি যেসব জহরতের কথা বোলেছিলে, দেখাও সে সব। দেখাতে পাল্লেই তোমার মুক্তি, তা না হলে—"

বাধা দিয়ে সব্রিজ বোল্লে "আমার সে সব কথা এখন কেন? দেরাজটা খুলে দেখ না কেন? না থাকে, তখন সে সব কথা।"

লঞ্জু দেরাজে লাথি মাল্লে। শক্ত কাঠের শক্ত দেরাজ, সহজে নষ্ট হবার নয়।—আমার কাছে চাবি নাই। বুলডগ একখানা প্রকাণ্ড কুঠার এনে দিলে। দমাদম্ আঘাতে দেরাজ ভেঙে গেল। লঞ্জুর মুখে হাসি আর ধরে না। হাজার হাজার টাকার জিনিস পেয়ে ডাকাতেরা যেন আনন্দে ফুলে উঠলো। সব্রিজ বোল্লে "যাও মেরি, চোলে যাও তুমি। দোবরে তোমার প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল, সে সব কথা তুমি ভুলে যাও। কোন ভয় নাই তোমার। নিরাপদে তুমি এখনি চোলে যাও।" এ সময় আমার যে কত আহ্লাদ, তা প্রকাশ কর্ব্বার নয়। এ পাপ সংস্রবে—এ কুসংসর্গে এক দিনও থাকতে ইচ্ছা নাই। তখনি শুভযাত্রা ক'ল্লেম। আনী কাতর হয়ে বোল্লে "মেরি! চোল্লে তুমি? আমার জন্য একটু উপকার—?"

"চুপ। চুপ কোরে থাক মাগী। তোর আবার ভয় কি?" বুলডগের এই উত্তর শুনে বেরিয়ে এলেম। সম্মুখেই নিরয় নগরের দূতী ভৃগুসেনাকে দেখ্‌লেম।—একবার চেয়েই সে

দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেম, দ্রুত পদে—ছুটে ছুটে চোল্লেম। সামনেই হস্ত পদ বদ্ধ ক্লাং-ভারিং। চেয়েও দেখ্‌লেম না। দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেম। এক ছুটে দরজা পেরিয়ে সদর রাস্তায় পোড়লেম। সাম্‌নে যে রাস্তা পেলেম, সেই রাস্তা দিয়েই চোল্লেম! এক এক-বার পশ্চাতে চাই, আবার ছুটী। ছুটে ছুটে অনুমান ১ ক্রোশ এলেম। জনমানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। লোকালয় নাই, আশ্রয় নাই। ধূ ধূ মাঠ আর ছোট ছোট গাছ। সেই গাছের শ্রেণীর মধ্যে এই রাস্তা। দুদিন এক রকম অনাহার! তার উপর এই পরিশ্রম। বড়ই কষ্ট হলো। মাথা ঘুরতে লাগলো! কাণের মধ্যে ভোঁ ভোঁ কোত্তে লাগলো, অতি কষ্টে প্রাণের দায়েই চোল্লেম।

ভয়ানক শীত। গুঁড়া গুঁড়া বরফ পোড়ছে! হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, কিন্তু আমার গায়ে তখন ঘামের স্রোত চোলেছে। প্রায় দু ক্রোশের বেশী পথ এসে একটি গাছের তলায় বোসে পোড়লেম। ঠাণ্ডা হোলেম। ক্রমে ক্রমে শীত বোধ হলো। ক্রমে ক্রমে হাত পা সব অবশ হয়ে আসতে লাগলো; বোধ হলো, এমন ভাবে বেশীক্ষণ থাকলে বোধ হয় সমস্ত শরীর বরফ হয়ে যাবে! করি কি, উঠলেম। শীতে বাধ্য হয়েই দ্রুতপদে যেতে হলো। এত যাচ্চি, পথ আর ফুরায় না। কষ্টের পথ—ভয়ের পথ ক্রমেই যেন বেড়ে যায়। যাচ্চি, আর চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, কোথাও লোকালয় নাই। হায়! এদেশ কি মরুভূমি!

আসা হলো, ক্রমান্বয়ে প্রায় তিন ক্রোশ। এত পথ অতিবাহনের পর একটু আশা পেলেম। সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী দেখলেম। আশান্বিত হৃদয়ে দ্রুতপদ বিক্ষেপে উদ্যানের সম্মুখে উপস্থিত হলেম। অতি সমৃদ্ধ অট্টালিকা। জানালায় জানালায় আলো ফুটে বেরিয়েছে। চাঁদের আলোরা আপনার প্রতিবিম্ব দেখতে যেন সেই বার্ণিস করা শার্সি খড়খড়ির উপর প্রতিবিম্ব দিয়েছে। এমন সমৃদ্ধ অট্টালিকায় অবশ্যই আশ্রয় পাব।

প্রবেশ কোত্তে যাব, পাল্লেম না! পালিয়ে আস্‌তে হলো। বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর। আমাকে দেখেই এত ডেকে উঠলো যে, আমি পলায়ন কোত্তে বাধ্য হলেম। এত আশা, সব বিফল হলো। বড় লোকের বাড়ী, এত রাত্রে কেই বা জেগে আছে, কেই বা আমার দুঃখের কথা বিশ্বাস কোর্ব্বে।—হয় ত চোর বোলেই ভাববে। চারদিকে যেমন মেয়ে চোরের উপদ্রব, তাতে আমার ভাগ্যেও হয় ত সেই উপাধি চেপে পোড়বে। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম। শীতে দাঁড়াবার উপায় নাই, এসেই দরজার পাশে বোসেছিলেম, উঠলেম। আবার চোল্লেম। পা জড়িয়ে জড়িয়ে পোড়ছে, পায়ের তলার চামড়া ফেটে রক্ত বেরুচ্চে, জুতার তলা রক্তে ভেসে যাচ্চে, তবুও যাচ্চি। মৃত্যু পণ কোরেই চোলেছি।

বড় লোকের গৃহ অনাথ অনাথার জন্ম নয়! তাঁদের অর্থের কতক জ্ঞাতিবিরোধে মকদ্দমায়, কতক নাচ ভোজ রং তামাসায়, কতক সকে নামে খাতিরে পসারে, আর কতক ছোট ঘরের সুন্দরী মেয়েদের শ্রীচরণে। দরিদ্রের দুঃখ—ভিখারীর রোদন তাঁরা বুঝবেন কেন? বড় আশায় আশান্বিত হয়ে—বড় আশায় বুক বেঁধে এলেম, কুকুরে তাড়িয়ে দিলে। কোথায় ধনীর কৃপায় পরিশ্রমে শান্তি পাব, সমস্ত রাত হেঁটে এসে গরম বিছানায় শুতে পাব, তৃষ্ণায় জল পাব, সে সব আশাই বিফল হলো। ধনী আর দরিদ্র, বিধাতা কেন কোরেছেন? একজন সমস্ত রাত পথে হেঁটেও দাঁড়াবার স্থান পাবে না, আর এক জন সুকোমল সুখশয্যায় শয়ন কোরে—শান্তির সুকোমল ক্রোড়ে শয়ন কোরে সমস্ত রাত্রি যাপন কোর্ব্বে! বিধাতার এ নিয়ম কেন, তা ভাবতে গেলে বড় ধাঁদা লাগে।

আবার চোল্লেম। আশায় আশায় আবার চোল্লেম। বারম্বার হতাশ হচ্চি, তবুও আশা ত্যাগ কোত্তে পাচ্চি না। চোল্লেম। প্রায় আধ ক্রোশ এসে সম্মুখে একটি ছোট বাড়ী দেখতে পেলেন। আবার আশায় মন উৎফুল্ল হলো। মধ্যবিত্তরাই দরিদ্রের আশ্রয়। তাঁরাই দরিদ্রের ভরসা। দ্রুতপদে দরজার সম্মুখে গেলেম। ঘন ঘন দ্বার সংলগ্ন আবাহন ঘণ্টায় ধ্বনি কোল্লেম, উত্তর নাই। আবার ঘণ্টার ঠন্‌ঠনানী বাড়িয়ে দিলেম। এক মিনিট পরে উপরের জানালা খুলে সাদা টুপী পরা একটি মুখ জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কে তুমি?"

উত্তর পেয়েই আশা হলো। কাতর কণ্ঠে বোল্লেম "আশ্রয়হীনা অনাথা আমি, বড় কষ্টে পোড়েছি। একটু স্থান দিন আমাকে। অনাহারে পথ অতিবাহনে সর্ব্বাঙ্গ আমার অসাড় হয়ে পোড়েছে। অনুগ্রহ করুন।"

"না না। সে সব কিছু হবে না। এ দাতব্য মন্দির নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী। দেশমান্য উকিলের বাড়ী। অতিথ টতিথ, সে সব এখানে হবে না।" ভদ্রলোকের বাড়ীর সেই উপযুক্ত উকিল লোকটি জানালা বন্ধ কোরে দিলেন। জানালার শব্দে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। হা ভগবান! তোমার সৃষ্টিতে দরিদ্রের বন্ধু—অসহায়ের সহায় কি কেহ নাই? তোমার বিশ্বরাজ্যে প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করা বুঝি মহা পাপ!

ফিল্লেম। সর্ব্বশরীর বরফের মত শীতল,—পা কাঁপছে, বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্‌ কোরে উঠছে, তবুও চোলেছি। না চোলেই বা করি কি? বেশ বুঝতে পাচ্চি, একটা সরাই-খানা ভিন্ন অন্য আশ্রয় লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

সরাই পেলেম। বিনা পয়সায় সরাইতে স্থান হয় না। সানন্দে পকেটে হাত দিলেম। পকেট শূন্য! পালিয়ে আসবার সময় আনন্দে অধীর হয়ে টাকার থলিটি ভুলে ফেলে এসেছি! অঙ্গুরি আছে, তার বিনিময়েও স্থান পাব। অঙ্গুরি নাই! অভিনন্দন বা ভাল-বাসার নিদর্শন স্বরূপ লেডী কলমস্থনা যে অঙ্গুরিটি দিয়েছিলেন, সেটিও নাই! আবার

হতাশ হলেম। বিনা পয়সায় আশ্রয় নিয়ে শেষে অপমান! সে অপমান চেয়ে মরণও মঙ্গল। আবার চোল্লেম। পা আর উঠে না, তবুও চোলেছি। বরফে বরফে সমস্ত পোষাক ভিজে গেছে! পা কাঁপছে, ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পোড়ছে, তবুও চোলেছি। দুই তিনবার পদস্খলন হলো, পোড়ে গেলেম, আবার উঠে নেত্রজলে ভাসতে ভাসতে অগ্রসর হলেম।

মাঠে এসে পোড়লেম। একটু এসেই একটা খামার দেখতে পেলেম। গাদা গাদা শস্যস্তূপ! পাশেই ছোট একখানি ঘাসের কুঁড়ে। ধীরে ধীরে নিকটে গেলেম। দেখলেম, সে ঘরে কেহই নাই। বড়ই আনন্দিত হলেম। কুঁড়ে খানির মধ্যে ঘন কোরে ঘাসের শয্যা প্রস্তুত কোরে শুয়ে পোড়লেম। শুতে না শুতে নিদ্রা।—অতি সুখ নিদ্রা! মাঠের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে পরম সুখে নিদ্রা গেলেম। বেশ জানলেম, চিরদিন কখন সমান যায় না।

পঞ্চত্রিংশ লহরী।

ডাক্তার ভিন্সেণ্ট!

ঘুম ভাঙতেই লোকের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেম! গলার আওয়াজ শুনে বুঝ্‌লেম, তিনটি তারা। মনে কোল্লেম, এরা কৃষক, রাত্রে এই খামারেই প্রহরায় ছিল। গোপনে লোকের পরামর্শ শোনা আমার বদ অভ্যাস কি না, শুন্‌তে লাগ্‌লেম। সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক ব্যথা, উঠ্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না! তখনো চারদিক ফর্সা হয় নাই,—তখনো চার দিকে আঁধার আছে। শুয়ে শুয়েই শুন্‌তে লাগলেম।

একজন বোল্লে 'বন্দী আসামীকে তুমি জান কি? সব কথা শুনেছ ত?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর কোল্লে "সব জানি আমি। আমি তখন মাঠেই ছিলেম। স্বচক্ষে সব দেখেছি আমি। ধারাল ছুরি দিয়ে গলাটা কেটে দিয়েছে! সমস্ত জমিটা রক্তে ভিজে গেছে। কি ভয়ানক সাহস।"

"ফাঁসিই বোধ হয় হবে তার। এমন নির্দ্দয় হত্যায় ফাঁসি ভিন্ন অন্য শাস্তি আর কি হতে পারে?" তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠে গভীরস্বরে, মন্তব্য প্রচারিত হলো "নিশ্চয়।" অনেক কথা শুন্‌লেম কিন্তু খুনী আসামীর নাম জান্‌তে পাল্লেম না। যে খুন হয়েছে, তারও না। ফর্সা হয়ে এলো। আমি অসুখে সুখের নিলয়—সেই কৃষক কুটির—সেই ঘাসের সুখ পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ কোরে উঠ্‌লেম। আস্তে আস্তে রাস্তায় এলেম। আবার হাঁটা

দিলেম। প্রায় এক ক্রোশ এসে রাস্তার ধারে একখানি ছোট গ্রাম দেখ্‌লেম। ধর্ম্ম মন্দিরের উচ্চ চূড়া দেখ্‌তে পেলেম। আশান্বিত হৃদয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হলেম।

সম্মুখেই দেখ্‌লেম, একখানি দোকান। জুতার কালি, দেশলাই, বাতি, সুতার গুলি, সমুদ্রের লাল মাছ, চর্ব্বীর ডেক, চিনি। এই সব জিনিসে দোকান সজ্জিত। শূকরের লোনা মাংসের পরিবর্ত্তে পল্লির ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রুটি কিন্‌ছে। একটি ছোট জানালায় দাঁড়ীয়ে একটি স্থূলাঙ্গী রমণী বিক্রয় কোচ্চেন। এ হাত ও হাত কারবার। পরিমাণ দেখে বুঝ্‌লেম, বিনিময় দ্রব্যের শিকি মূল্যের রুটিও দেওয়া হ'চ্চে না। এক গুণ জিনিস দিয়ে দশ গুণ লাভ! মন্দ ব্যবসা নয়। আমিও সেই জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেম। বিপুলাঙ্গী আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ কোরে বোল্লেন "কি চাই তোমার? বিলম্ব কোরো না। চট্ পট্ বোলে ফেল। যা নিতে হয়, নাও,—অনেক খরিদ্দার আমার।"

আমি সকাতরে বোল্লেম "বড় ক্ষুধাতুর আমি। টাকার থলিটি ফেলে এসেছি। অনেক দুর হতে এসেছি আমি। সমস্ত রাত চলে চলে আমার শরীর অবস হয়ে পোড়েছে। কিছু খেতে দাও আমাকে।"

"পয়সা নাই, জিনিস দাও। কেমন স্বভাবের লোক তুমি? এ ভণ্ডামীর যায়গা নয়, তফাৎ যাও। ব্যবসা কোত্তে বোসেছি আমি, দান খয়রাৎ কোত্তে বসি নাই।" এই বোলে স্থূলাঙ্গী নাক বাঁকিয়ে—চোক ঘুরিয়ে—ঘৃণার অঙ্গভঙ্গীতে আপনার স্বভাবের পরিচয় দিয়ে—মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কাতর হয়ে তবুও বোল্লেম "একটুকরা রুটি আমাকে ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা না দাও, ধার দাও আমাকে। কয়েকটি পেনি—না হয় একটি পেনিও ধার দাও। তার পরিবর্ত্তে আমি চতুর্গুণ অর্থ পাঠিয়ে দিব। চির দিন কিছু আমার এমন যাবে না। এমন বিপদ বিষাদের বোঝা চির দিন কিছু আমাকে বইতে হবেনা। আবার বন্ধু পাব, সহায় সম্পত্তি পাব, অসময়ের ঋণ আমি সকলের আগে পরিশোধ কোর্ব্ব। বিপদে পোড়েছি, ডাকাতের হাত হোতে পালিয়ে এসেছি, এ বিপদে আমাকে রক্ষা কর। অনাহারে আমি মারা যাই।"

স্থূলাঙ্গী আবার ঘৃণা মাখা স্বরে বোল্লেন "বিশ্বাস কি তোমাকে? ভিকারী যারা, কত রকম রকম যে ভেক ধরে তারা, সে সব আমার জানা আছে। বিরক্ত কোরো না। —সরে যাও। খদ্দের দাঁড়িয়ে, কেন গোল কর?"

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। একটি লোকও দেখ্‌লেম না। যাঁকে আমার দুঃখের কথা জানাই, প্রাণের ব্যথা দেখাই, তিনিই ঘৃণার কটাক্ষ করেন।—স্বভাব অনুসারে আমার প্রতি কত রকম কথাই বলেন।—আমার

স্বভাবের সমালোচনা করেন, কিন্তু কেহই—দয়া করেন না। চোলে চোলে এক প্রকাণ্ড ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হলেম। বড় লোকের বাড়ী বোলে প্রবেশ কোল্লেম! হা কপাল!—সেটা গোরস্থান! জীবন্ত মানুষ ত সেখানে নাই! একবার মনে কোল্লেম, আমার যাতনা জীবন্ত মানুষে বুঝ্‌বে না। যাদের আত্মা কালের বাতাসে এখন সর্ব্বস্থানে উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে, তারাই—সেই সব প্রেতাত্মারাই আমার প্রাণের যাতনা বুঝ্‌বে। ভাবতে ভাবতে—কবর শ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত কোত্তে অমনি অভাগিনী জননীর কথা মনে পোড়লো। মা এখন আমার কোথায়? এত বিপদে পোড়েছি, সংসারের কুটিল চক্রে নিষ্পেসিত হয়ে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাচ্চি,—অকুল দুঃখের পাথারে পোড়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি, এ সময় আমার মা কোথায়? কতই কাঁদলেম। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম।

নিকটেই ধর্ম্মযাজকের অট্টালিকা। ধীরে ধীরে নিকটে উপস্থিত হলেম। দরজায় পাশেই গৃহস্বামিনী উপস্থিত ছিলেন। কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "এইটিই কি মাননীয় ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের আশ্রম?"

উত্তর হলো "হাঁ। কি প্রয়োজন তোমার?"

বোল্‌তে না বোল্‌তে সুপরিচ্ছদ পরিহিত একটি অর্দ্ধবয়সী ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। পোষাক দেখে, মাথার টাক দেখে চিন্‌লেম, ইনিই ধর্ম্মযাজক।

ধর্ম্মযাজক আমার আপাদমস্তক পরীক্ষা কোরে বোল্লেন "কি আবশ্যক তোমার?"

"বড়ই বিপদে পোড়েছি আমি। ক্ষুধায় মারা যাই আমি, কৃপা করুন। সামান্য—বৎ সামান্য কিছু খেতে দিন।"

"খাবার দেবার আগে আমার জিজ্ঞাস্য, তুমি ত ছদ্মবেশী নও? কোন কুমতলবে চেহারা বদল কোরে আস নাই ত? তোমার মত সুন্দরী কুমারীর পক্ষে অনাহারে থাকা নিতান্তই অসম্ভব।"

"ডাকাতের হাত হতে পালিয়ে এসেছি আমি। আমার সতীত্বনাশের অভিপ্রায়ে কয়েদ রেখেছিল। অসহায়া দেখে অত্যাচারের একশেষ কোরেছে তারা। পালিয়ে এসেছি আমি।" চোকের জলে ভাস্‌তে ভাসতে ধর্ম্মযাজকের সম্মুখে আমি এই দুঃখের আরজী দাখিল কোল্লেম। ধর্ম্মযাজক বিস্মিত হয়ে বোল্লেন "কে সে? নাম কি তার?"

"স্যর ক্লাভারিং।"

"ক্লাভারিং?" ধর্ম্মযাজক যেন বিস্মিত হয়ে বোল্লেন "ক্লাভারিং? স্যর আবরী ক্লাভারিং?"

হটাৎ দরজা খুলে গেল। সেই নৃশংসহৃদয় ভণ্ড ডাক্তার ভিন্সেণ্ট দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমার দিকে চেয়েই বোল্লেন "কে, মেরী প্রাইস?" আমার বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠলো! হায়! অভাগিনীর বিপদ কি পদে পদে? . . .

ধর্ম্মযাজক ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "তুমি চেন না কি এ কে ডাক্তার ?"

"বেশ চিনি।" সহাস্যবদনে ডাক্তার ভিন্সেণ্ট বোল্লেন "বেশ চিনি। লর্ড হার্লসদনের বাড়ী এ মেয়েটি আগে চাকরী কোত্ত। এক পক্ষ কি তিন সপ্তাহ এ সেখান হতে পালিয়ে যায়। ক্লাভারিঙই একে বিবাহ করেন। মেরী ক্লাভারিঙের প্রণয়িনী। লর্ড ও লেডী অতি জঘন্য লজ্জাস্কর অবস্থায় ক্লাভারিঙের কোলে মেরীকে দেখেন। আপন চক্ষে দিবালোকে স্পষ্ট স্পষ্ট দেখেছেন তাঁরা।"

আমার ত মুখ শুকিয়ে গেল! ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল! দুরাচার যে অভিসন্ধিতে ডাকিনীর রাণীকে আমার সহায়তায় পাঠিয়েছিল, ডাকিনী পাপিনী যে জন্য ক্লাভারিং বেশে সেজে-ছিল, তার বিষময় ফল আমি হাতে হাতে পেলেম। মিথ্যা কলঙ্ককালিমায় অভাগিনীর মুখ এতদিনে রঞ্জিত হলো। এ চেয়ে মরণও যে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর!

ধর্ম্মযাজকের নাম পামর। পামর ঘৃণার হাসি হেসে বোল্লেন "তবে এ ছদ্মবেশী! ভয়ানক লোক এ। যাও, তফাৎ যাও।" পামর দরজা বন্ধ কোরে দিলেন।

ফিরে আসছি, কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছি, একটি বৃদ্ধার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। বৃদ্ধার বেশভূষা দেখে বোধ হলো, তিনি কোন সম্ভ্রান্তগৃহের গৃহিনী। বৃদ্ধা অতি করুণ স্বরে বোল্লেন "কুমারি! এখানে বুঝি তোমাদের কোন আত্মিয় আছেন ?"

বৃদ্ধার করুণবচনে আমার দুঃখের সাগর যেন উথলে উঠলো। কেঁদে কেঁদে বোল্লেম "না মা, এখানে আমার কেহই নাই। এখানে কেন, এ জগতে আমার আপনার বোলতে কেহই নাই, আমি দুঃখিনী। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আশ্রয় নাই, বন্ধু নাই, ত্রিজগতে কেহই নাই আমার।"

দয়াময়ীর যেন দয়া হলো। করুণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে দয়াময়ী বোল্লেন "এস তুমি। আমার সঙ্গে এস। সব পাবে তুমি। আর কেঁদো না মা, আর কেঁদো মা।"

আমি দয়াময়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম। ছোট একটি বাড়ীতে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। বাড়ীটি ছোট, কিন্তু অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। প্রবেশ কোরেই দয়াময়ী আহারের আয়োজন কোত্তে আদেশ দিলেন। তখনি তখনি টাটকা টাটকা খাবার সব প্রস্তুত হলো। তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার কোল্লেম। মনে হলো, এমন তৃপ্তি যেন আমার এ জীবনে এই প্রথম।

চিম্নীর পাশে এসে বোস্‌লেম। দয়াময়ী সহস্তে আমার পোষাক খুলে দিলেন। আগুণের উত্তাপে সমস্ত কষ্ট দূর হলো। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বারম্বার প্রীতি ভরে দয়াময়ীর কর চুম্বন কোল্লেম। দয়াময়ী বোল্লেন "বড়ই কষ্ট হয়েছে তোমার। একটু বিশ্রাম কর। নিদ্রা যাও। তার পর সুস্থ হোলে তখন অন্যান্য কথা হবে।"

আজ্ঞা লঙ্ঘন কোল্লেম না, শয়ন কোল্লেম। পৃথক নির্জ্জন ঘরে পরিষ্কার সুকোমল শয্যায় শয়ন কোত্তেই নিদ্রায় অভিভূত হলেম।

কতক্ষণ ঘুমুলেম, জানি না। অপরাহ্ণে নিদ্রা ভঙ্গ হলো। হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বোসলেম। আমার নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাত্রীও এসে বোসলেন। আমি আমার জীবনের দুর্ভাগ্য ইতিহাস বিবৃত কোত্তে যাচ্ছি, এমন সময় দ্রুতপদে সেই নিষ্ঠুর ক্রুর ভিন্সেণ্ট এসে উপস্থিত। দেখেই ত আমি অবাক! কটমটে চাউনীতে আমার দিকে চেয়ে ডাক্তার ভিন্সেণ্ট বোল্লেন "বিবি হিল্‌তনা! একে স্থান দিয়েছেন আপনি? এর এখানে কি কাজ?"

তাড়াতাড়ি মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত হয়ে বোল্লেম "মহাশয়! আর কেন আমার সর্ব্বনাশ করেন! আমার নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাত্রীর কাণে সেই সব মিথ্যা কথা তুলে কেন আমার সর্ব্বনাশ করেন আপনি?"

"তুমি চুপ কর। তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নাই। আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কোত্তে কারও অনুরোধ উপরোধ গ্রাহ্য করি না।" এই পর্য্যন্ত বোলে পাপিষ্ঠ বিবি হিলতনাকে বোল্লে "আমি আপনাকে জানাচ্ছি, এ মেয়েটা বড়ই বদ। হার্লস্-দনের রাজসংসারে এর চাকরী ছিল। রাতারাতি চাকরী ছেড়ে উপপতির সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। ক্লাভারিং নামে একটা লোক এর উপপতি।"

"সবই মিথ্যা! এসবই বদমায়েসী নাটকের মিথ্যা অভিনয়। এক বিন্দুও এর সত্য নয়।" রাগে ঘৃণায় যেন পাগল হয়েই এ কথা গুলি বোল্লেম।

"মিথ্যা কথা আমি জানি না। স্বয়ং লর্ড বাহাদুর উপপতির পাশে একে দেখেছেন। জঘন্য অবস্থায় তিনি দুজনকেই দেখেছেন।"

"ক্লাভারিং জোর কোরে রাতারাতি আমাকে চুরী কোরে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে তার হাত হতে উদ্ধার হয়েছি। লর্ড বাহাদুর তার সঙ্গে আমাকে দেখেন নাই। সকলই সেই নরপশুর চাতুরী। একটা চোর মেয়েমানুষ, ডাকাতের দলের একটা ছেলেধরা মেয়ে মানুষকে ক্লাভারিং বেশে সাজিয়ে আমার এই সর্ব্বনাশ কোরেছে সে। মহাশয়! ধর্ম্মের দিকে একবার চেয়ে দেখুন। আমি আপনার কন্যা! কন্যার অন্যায় কলঙ্ক কেন রটনা করেন!"

"তোমার মত কলঙ্কিনী কন্যা হলে আমি তাকে গুলি কোত্তেম। বিবি হিলতনা! এখনো শুনুন, বুঝে দেখুন, এমন লোককে আশ্রয় দিলে আপনারও পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক পোড়বে। সমৃদ্ধবংশের কলঙ্ক—বড়ই ভয়ানক কথা! তাড়িয়ে দিন এখনি। অবিলম্বে একে বিদায় কোরে দিন।"

ধীরভাবে দয়াময়ী হিলতনা বোল্লেন "মেরী যা বলে, শুনুন না কেন! বুঝে দেখুন, ভ্রম হতেও ত পারে?"

"আমার ভ্রম ?" নিষ্ঠুর ডাক্তার যেন কতই গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে বোল্লে "আমার ভ্রম ? অসম্ভব। জীবনে আমার কখনো ভ্রম ঘটে নাই। আমার কথা ঈশ্বরবাক্য হতেও মূল্যবান এবং অভ্রান্ত। এক দণ্ডও একে স্থান দিবেন না। কলঙ্ক হবে, বিপদে পোড়বেন। ভয়ানক ভয়ানক সংস্রবে এর কাজ! সে সব প্রকাশ করার আবশ্যক নাই। কৌশলে যেটুকু বোল্লেম, তাতেই বুঝে দেখুন।"

বিবি হিলতনার প্রশান্ত মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে এল। মনের ভাব বুঝলেম। উঠে দাঁড়ালেম। কাঁদ কাঁদ হয়ে বোল্লেম "বিবি হিলতনা! আমি চোল্লেম তবে। আমার এ জগতে কেহ নাই, কিন্তু ঈশ্বর আছেন। তিনিই এ সকলের বিচার কোর্ব্বেন: আপনি অসময়ে আমার প্রাণ রক্ষা কোরেছেন, জীবনদাত্রী আপনি আমার, সে কৃতজ্ঞতা দেখাবার আমার কিছুই নাই।"

দয়াময়ী-হিলতনা বোল্লেন "অনিচ্ছাতেই তোমাকে আমি বিদায় দিলেম। তোমার উপর আমার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু কি করি বল। অগত্যাই তোমাকে নিরাশ কোত্তে হোচ্চে, কিন্তু তোমাকে নিঃসম্বলে যেতে দিব না। এই কিঞ্চিৎ গ্রহণ কর।"

"না। ক্ষমা করুন আমাকে। একটি পেনিও আমি চাই না।" দ্রুতপদে রাস্তায় এসে পোড়লেম। আবার আমি, সহায় সম্পত্তি শূন্য পথের ভিখারী। আবার পৃথিবীর বক্ষে আমি ভিখারিণী হয়ে ঘুরতে বেরুলেম। মনে কোল্লেম, এবার এমন দেশে যাব, যেখানে এ জীবনে আর এই পাষণ্ড ভিন্সেণ্টকে না দেখতে হয়। যাচ্চি, কত ভাবনাই ভাবছি, সেই ভাবনা সাগরের মধ্যে এক একবার ভেসে উঠছে, মনে পোড়ছে, পাষণ্ড আততায়ী শত্রু ডাক্তার ভিন্সেণ্ট।

ষটত্রিংশ লহরী।

এইবার আমি মোলেম!

সদর রাস্তা দিয়ে চোল্লেম। সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে, ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাসে হাত পা অবশ হয়ে আসছে, তবুও চোলেছি। থাকবার স্থান নাই, দাঁড়াবার স্থান নাই, কাজেই চোলেছি। গ্রাম ছেড়ে প্রায় দুক্রোশের উপরও এলেম। শীতের শীতল বাতাস প্রবাহিত হোচ্চে, শরীর গরম রাখবার জন্য বাধ্য হয়েই দ্রুতপদে চোলেছি। দুক্রোশ আসতে কোন কষ্ট হলো না।—বেশ এলেম।

যাচ্ছি, কিন্তু কোথায়, তা ঠিক কোত্তে পাচ্ছি না। কলঙ্কের হাত হতে অব্যাহতি লাভই এখন আমার ব্রত হয়েছে। সংসারে কলঙ্কিত জীবন যার, তার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর! জীবন কদিনের জন্য? মনুষ্যজীবন ক্ষণিক, যশ অমর। যশ সুনামই মরা মানুষকে জীবিত রাখে। সুনামের মহিমায় লোকে মরা মানুষকে সম্মুখে দেখে। আমার সেই সুনামে কলঙ্ক! এ কলঙ্ক যদি দূর না হয়, তবে মৃত্যুতেও আমার সুখ হবে না। এ কলঙ্কের মূল লর্ড আর লেডী হার্লসদন। তাঁরাই এর সাক্ষী। তাঁদের দোহাই দিয়েই ক্লাভারিঙের দল এই কলঙ্ক কথা রটনা কোচ্ছে। সুতরাং লেডী হার্লসদনের কাছে যাওয়াই উচিত। তাঁকে সব কথা ভেঙে বোলে বিশ্বাস জন্মাতে পাল্লেই সব দিক রক্ষা হয়। স্থির কোল্লেম; হার্লসদন প্রাসাদেই যাব আমি।

বিপদে পোড়লেই আত্মীয় লোকের কথা মনে পড়ে। জানি না কেন, সর্ব্বদাই কান্তিনের কথা মনে হোচ্ছে। মনে হোচ্ছে, তিনি থাকলে যেন আমাকে এত বিপদের বোঝা বইতে হতো না, তিনি থাকলে হয় ত এ কলঙ্ককালিমা মুখে মেখে সংসারের পদাঘাত সহ্য কাত্তে হতো না। কেন?—তিনি আমার কে?

সম্মুখেই এক পল্লি। পল্লির সদর রাস্তায় একখানি ছক্কড় গাড়ী। বেতো ঘোড়া যোতা ভাঙা গাড়ীখানিতে এক কৃষক দম্পতি উপবিষ্ট। দ্রুতপদে নিকটে গেলেম। সম্মান জানিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "মহাশয়! বোলতে পারেন কি, হার্লসদন উদ্যান এখান হতে কতদূর?"

সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে কৃষক উত্তর কোল্লেন "পাকা আঠার মাইল। বেশ জানি আমি, এর একটুও কম নয়।"

"কোন্ রাস্তা দিয়ে সহজে যাওয়া যাবে?"

"ঠিক এই পথ। অন্য পথে যাবেন না, বাঁকা পথে যাবেন না, ঠিক সোজা রাস্তা। কাকেও জিজ্ঞাসা কোর্ব্বেন না। ঠিক সোজা যাবেন।"

কৃষক আমাকে কোন সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা বোলেই বিবেচনা কোরেছে। কথাবার্ত্তায় বোধও হলো তাই। আমি দ্রুতপদে অগ্রসর হলেম।

কিন্তু আঠার মাইল! একটু নয় আধটু নয়, পাকা ১৮ মাইল!—৯টি ক্রোশ! রাত্রে কি কোরে যাই? আশ্রয়ই বা পাই কোথা? ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হলেম। আর একখানি গ্রামে উপস্থিত হলেম। গ্রামে প্রবেশ কোত্তেই দেখলেম, একটি স্ত্রীলোক। একটি ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। স্ত্রীলোক দেখে সাহস হলো। জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, এখনো ১২ মাইল যেতে হবে। রমণী আমাকে সাদরে বসালেন, তৃষ্ণা পেয়েছিল—জল দিলেন, পান কোরে ঠাণ্ডা হলেম। আশ্রয় পেলেম।

রমণী সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "হার্লসদন উদ্যানেই বোধ হয় আপনার নিবাস? সেই বাড়ীতেই বোধ হয় থাকেন আপনি?"

"পূর্ব্বে সেই খানেই আমি ছিলেম। কার্য্যগতিকে আমাকে এখন নানা স্থানে ঘুরতে হয়েছে। অনেক দিন সেখানে আমি থাকি নাই।"

"তবে খুনের খবর বোধ হয় রাখেন না?"

"খুন!" ভয়ে বিস্ময়ে অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "খুন! কিসের খুন? সেখানে কে খুন হয়েছে?"

'নামটা আমার স্মরণ নাই!" চিন্তা কোরে রমণী বোল্লেন "নামটি আমার ঠিক মনে আস্‌ছেনা, লর্ড বাহাদুরের শিকারী ছিল সে। নামটি কি ভাল, হাঁ! মনে পোড়েছে। হার্পার!—জেকব হার্পার।"

আরও আমার ভয় হলো। সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে ভয়। ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেম "খুনে লোকটির নাম? যে খুন কোরেছে, তার নামটি কি?"

"লিওনার্ড পার্শ্ববল। খুনে এখন গারদে। একদিন পরেই তার বিচার।"

মুহূর্ত্তের জন্য যেন অজ্ঞান হলেম। পার্শ্ববল খুন কোর্ব্বেন? জীবহত্যা কোর্ব্বেন তিনি?—অসম্ভব। বিশ্বাসই হলো না। বিশ্বাস না হোক, তিনি কয়েদ ত হয়েছেন! তাঁর সব জানি। বাঁচাব আমি তাঁকে। হার্লসদন উদ্যানে যাবার আগে দর্বি সহরের আদালতেই আমাকে যেতে হবে। কেদারায় শুয়ে শুয়েই এই মতলবটি আঁটলেম। শুয়ে শুয়েই মনে মনে এই পরামর্শ স্থির কোল্লেম।

রমণী বিস্মিত হয়ে বোল্লেন "শুনেছি, পার্শ্ববল একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সেই বালিকার মাতামহীও ছিল। পালিয়ে যেতে যেতেই এই খুন। জেকবের কাছে ১০০ পাউণ্ডের নোট ছিল। পার্শ্ববল সেই টাকার লোভেই নাকি তাকে খুন করেছে। টাকা পর্য্যন্ত তার কাছে নাকি পাওয়া গেছে!"

এই কথায় আরও বিশ্বাস হলো, উদ্ধার হবে। লর্ড বাহাদুর যে ১০০ পাউণ্ড সেই রাত্রে জেকবকে দিয়েছিলেন, যবনিকার অন্তরালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—আড়িপেতে সে সবই শুনেছিলেম। সব কথাই বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট মনে হলো; আশা পেলেম, পার্শ্ববল রক্ষা পাবেন। তখনি বেরুলেম। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত না হতে পারি, তা হলেই নিরপরাধীর জীবন নষ্ট হবে। দরিদ্র সহায়হীন দম্পতির অসংখ্য শত্রু। যে সে শত্রু নয়! দেশের রাজা রাজড়ারা এই ক্ষুদ্র দম্পতি মাত্তে—শাস্তি দিতে—জব্দ কোত্তে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার কোরেছেন। বিলম্ব হলে জীবনই নষ্ট হবে।—তখনি বেরুলেম।

তিনঘণ্টা ক্রমাগত চোল্‌লেম। বড়ই কষ্ট হোচ্চে, পদতলে রক্তের স্রোত চোলেছে,

ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পোড়েছি, চোক কাণ দিয়ে যেন আগুণের হল্‌কা বেরুচ্ছে,—হাঁট্‌তে গেলে পা ঠিক পোড়ছে না—সব অবশ অসাড় হয়ে গেছে,—তবুও চলেছি। রাত আর অধিক নাই।

এক গ্রামের সদর রাস্তা দিয়ে চোলেছি। জনমানব নাই, সাড়া শব্দ নাই, সেই ঘুমন্ত গ্রামের মধ্যে জীবন্ত একটি জীবও দেখ্‌তে পেলেম না। যাচ্চি, সম্মুখে এক খানি ভাঙা ঘরে একটি ভাঙা চিম্‌নীতে আলো জ্বোল্‌ছে। অবশিষ্ট রাত টুকুর জন্য আশ্রয় ভিক্ষা কোত্তে দাঁড়ালেম। আমার পায়ের শব্দ শুনেই একটা বেজায় বেমানান মোটা লোক বেরিয়ে এসে জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লে "কে তুমি?—মেয়ে মানুষ! বাহয়াঃ—কাবাৎ! চমৎকার সুন্দরী তুমি। এস, ভিতরে এস। পথে—দাঁড়িয়ে তুমি! হুরূরে! দেখ্ দেখ্।—"প্রাণের মধ্যে কেঁপে উঠ্‌লো! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও ছুটি ঠিক সেই ধরণের মাতাল এসে উপস্থিত হলো। আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো! একটি রোগা চস্‌মা নাকে মাতাল পূর্ব্ববৎ জড়ানে জড়ানে কথায় বোল্লে "শীতে কেন বাইরে কষ্ট পাও? ঘরে এস। গরম গরম একটু মদ খাও, ছুটো তাজা তাজা আলু সিদ্ধ খেয়ে দেহে বল কোরে নাও। তিনটি মাত্র আমরা, ভয় কি তোমার?"

তৃতীয় ব্যক্তি একজনকে একটা সজোরে ধাক্কা দিয়ে বোল্লে "চালি! তুই অতি বোকা! মেয়ে মানুষের সঙ্গে তুই আদপে কথা কইতেই জানিস্ না। মেয়ে মানুষের সাম্‌নে তুই আদপে দাঁড়াতেই জানিস্ না।" এই বোলে লোকটা ভঙ্গীভরে আমার সম্মুখে এসে দাড়ালো। এদিকে ধাক্কা খেয়ে লোকটা পোড়ে গেল। সেই অবকাশে দৌড় দিলেম! মরি বাঁচি কোরে দৌড়!—প্রাণপণেই ছুটে চোল্লেম। মাতাল-গুলো মদের নেশায় বেইক্তার হয়ে গেছে,—একটু এসেই সব হাঁপিয়ে গেল। মোটা মাতালটা ত রাস্তায় পোড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌লো। ছুটে দৌড়ে অনেক দূর এসে পোড়লেম। একটা ভয় গেল।

প্রভাত হলো। একটা রাত দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোলে গেল! আমি তখনো অনা-হারে, তখনো পথে। তিনটা বাজতে না বাজ্‌তে চারদিকে আঁধার ছিটিয়ে পোড়লো। প্রকৃতি যেন পৃথিবীর পাপীগণের বিভৎস ব্যবহার দর্শনে ক্ষুব্ধ হয়ে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন টেনে দিলেন। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর যেন বরফ হয়ে উঠ্‌লো। অন্ধকার যেন ক্রমেই জমাট বেঁধে গেল! রাস্তা খুজে পাই না, নজর চলেনা। সব চেয়ে ভয় পাচ্ছে, পাছে পথ হারিয়ে ফেলি,—পাছে যথাসময়ে আদালতে পৌছিতে না পারি। কুয়াশায় চারদিক, ঘোর অন্ধকার!

দূরে একটি আলো দেখতে পেলেম। আলোটি দেখেই বোধ হলো,—ঐটিই যেন

আমার হৃদয়ের আনন্দ দীপ হয়ে আমার বাসনা পূর্ণ কোর্ব্বে। যত দূর পারি, দ্রুতপদে অগ্রসর হলেম। ছোট একটি রাস্তা পেরিয়েই সেই আলোক সম্মুখে উপস্থিত হলেম। বাড়ীটি বেশ। সেই বাড়ীর নীচের ঘরে চিম্‌নীতে আগুণ জ্বোল্‌ছে। একটি স্ত্রীলোক আর একটি পুরুষ সেই চিম্‌নীর পাশে বোসে অগ্নি সেবা কোচ্ছেন। ভাবে বোধ হলো, এরাই এ বাড়ীর অধিকারী। দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হলেম, দুঃখের কথা জানালেম, দম্পতির বিশ্বাস হলো না। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন কোরে আমাকে অবসন্ন কোরে দিলেন। খুনী মকদ্দমার আসামীদেরও বোধ হয়, এত সওয়ালজবাব কোত্তে হয় না, এত জেরার উত্তর দিতে হয় না। অনেক কথার পর তাঁদের বিশ্বাস হলো, আমি নিরপরাধী। গৃহিণী আমাকে সযত্নে উপবেশন করালেন। গৃহস্বামী গাড়ী প্রস্তুত কোত্তে গেলেন। তিনি স্বয়ংই আমাকে দর্ব্বিতে পৌছে দিবেন, স্বীকার কোল্লেন।

আহার হলো। গৃহস্বামী দরজায় গাড়ী রেখে পোষাক পোরে এসে উপস্থিত। আমি গৃহস্বামিনীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উঠ্‌তে যাব, সম্মুখেই এক অশ্বারোহী। পশ্চাতে এক সইস। ঘোড়া হতে অবতরণ কোরেই অশ্বারোহী দ্রুতপদে গৃহস্বামীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। চঞ্চল হয়ে বোল্লেন "শীঘ্র—শীঘ্র আমাকে এক পাত্র ব্রাণ্ডি দাও, চাকরটাকেও এক পাত্র।"

গৃহস্বামী দ্রুতপদে মদ এনে হাজীর কোল্লেন। সসম্ভ্রমে বোল্লেন, লর্ড মিলটন! চমৎকার মদ এ। আপনি যা ভালবাসেন, এ তাই।"

একটা হাসির তরঙ্গ তুলে লর্ড বাহাদুর বোল্লেন "হাঁ, ঠিকই তাই। এই দুরন্ত শীতে এই সব মদই আমার ভাল লাগে! এটি কে?—চেনা মুখ যেন বোধ হোচ্চে! হাঁ, তাই হবে।। ওঃ—মেরী প্রাইস্।" মেরী প্রাইস্, এই কথাটার সঙ্গে সঙ্গে; আমার বুক যেন কেঁপে উঠ্‌লো। দেখেই চিনেছি, লুকুতে চেষ্টা কোরেছি, পাল্লেম না, নিষ্ফল হলো।

মিলটন বোল্লেন "মেরি! তোমার ক্লাভারিং এখন কোথায়? বেশ প্রণয় হয়েছে তোমাদেরত! তা পালিয়ে গেলে কেন?"

কাঁদ কাঁদ হয়ে বোল্লেম "একথা আর বোল্‌বেন না। দুঃখিনী বোলে অপমান কোর্ব্বেন না—মিথ্যা কথা——"

"মিথ্যা কথা? লর্ড চার্লসদন সস্ত্রীক স্বচক্ষে তোমাকে ক্লাভারিঙের কোলে দেখেছেন। এখন মিথ্যা কথায় গোপন কেন আর? বেশ সৌখীন লোক তোমরা। এক ঘোড়ায় দুজন সওয়ার!" মিলটন তীব্র হাস্য কোরে তাঁর শ্লেষ উত্তর সমাধা কোল্লেন। মদের দাম চুকিয়ে দিয়ে অশ্বারোহণে প্রস্থান কোল্লেন।

আমার আশা প্রদীপটি এক কথায় নির্ব্বাণ কোরে মিলটন প্রস্থান কোল্লেন। আর

কত সহ্য হয়? আর কত দুঃখ কষ্ট সহ্য কোর্ব্বো? একথা শুনে আর কি কেহ যত্ন করে?—দ্বিচারিণী, কুলটাকে কে কবে যত্ন করে?—কেইবা সমাদরে তাদের আশ্রয় দেয়? বাধ্য হয়ে—কাঁদতে কাঁদতে তখনি প্রস্থান কোল্লেম। এ সময়ে আমার মনের যে অবস্থা, তা কেহ হয়ত অনুমানেও আন্‌তে পার্ব্বেন না।

যাচ্চি।—দ্রুতপদেই চোলেছি। ঘৃণায়—লজ্জায়—অপমানে যেন অবসন্ন হয়ে পোড়েছি। ভাবতে ভাবতে যাচ্চি, হটাৎ যেন কার পদশব্দ পেলেম। ফিরে চাইলেম, কেহ কোথাও নাই। সন্দেহ হলো,—ভয় হলো,—তবুও চোল্লেম। আবার একটু পরেই আবার সেই শব্দ!—স্পষ্টই বোধ হলো, কে যেন আমার নাম ধোরে ডাক্‌ছে! ভয় পেলেম,—ছুট! ছুটে ছুটে একটা প্রকাণ্ড বাগান বাড়ীর সাম্‌নে এসে উপস্থিত হলেম, সবলে দরজায় আঘাত কোল্লেম, দরজা বন্ধ! খুল্‌তে পাল্লেম না। চারদিকে লোহার মোটা তারের বেড়া ধোরে ধোরে উপরে উঠে, ওপারে যাব, স্থির কোল্লেম। একটি তারে পা দিয়ে আর একটিতে পা দিতে না দিতে পোড়ে গেলেম। পোড়েই অজ্ঞান! ভয়ে—আঘাতে একেবারেই অজ্ঞান! অজ্ঞানের পূর্ব্বে যেন আমার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল,—এইবার আমি মোলেম।

সপ্তত্রিংশ লহরী।

এঁরা যথার্থই দেবতা।

চৈতন্য পেলেম। চেয়ে দেখ্‌লেম, আমি এক অপরিচিত স্থানে! যে ঘরে শুয়ে আছি, সেটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি রুগ্ন শয্যায়, পাশেই এক বৃদ্ধা ধাত্রী। সম্মুখে অসংখ্য ঔষধের শিশি। অনেকক্ষণ ভাবলেম, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। উঠ্‌তে গেলেম, মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো, পাল্লেম না। ধাত্রী ধীরে ধীরে বোল্লে, "উঠ্‌তে চেষ্টা কোরো না, চুপ কোরে থাক।"

উৎকণ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম 'আমি কোথায়? কতক্ষণ এখানে আছি আমি?'

ধাত্রী তখনো ধীর ভাবে বোল্লে "কেন এত ব্যস্ত হও? সুস্থ হলে সবই শুন্‌তে পাবে।—"

'আমি বেশ সুস্থ হয়েছি। কোন অসুখই নাই আমার, বল তুমি, আর আমাকে সন্দেহে রেখোনা। সন্দেহে সন্দেহে আমি বড়ই ব্যাকুল হয়েছি। বল তুমি। আমি উঠে বোস্‌লেম।

ধাত্রী বোল্লে 'এবাড়ীর নাম নর্ত্তন প্রাসাদ। কাপ্তেন কলদার এইবাড়ীতে থাকেন।

নৌবিভাগের ভাল চাকরীতে অনেক টাকা তিনি উপার্জ্জন কোরেছেন। এড ওয়ার্ড নামে একটি মাত্র ছেলে। কাল ভোর ৫ টার সময় বাগানের দরজায় তোমাকে অজ্ঞান অবস্থা পাওয়া যায়। পরম দয়ালু কলদার তখনি তখনি ডাক্তার দেখান। ডাক্তার স্কটও প্রাণপণ চিকিৎসায় তোমাকে আরোগ্য কোরে তুলেছেন।"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে—ধাত্রীকে অনুরোধ কোরে বোল্লেম "বেশ সুস্থ হয়েছি আমি, কোন অসুখ নাই আর, আমার জীবনদাত্রীকে ডাক তুমি।"

তিন মিনিট পরেই ধাত্রীর সহিত শ্রীমতী কলদারা এলেন। শ্রীমতী কলদারার বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ। চেহারা বেঁটে, একটু মোটা। শরীরের লাবণ্য বয়সের অনুরূপ, চেহারা দেখ্‌লেই ভক্তি হয়। দৃষ্টি যেন স্নেহদয়া মাখা।

শ্রীমতী কলদারা প্রফুল্ল বদনে বোল্লেন "বড় সন্তুষ্ট হলেম। আর ভয় নাই, তুমি বেশ সেরে উঠেছ। তোমার পরিচয় আমি জানি না, কিন্তু চেহারায়—তোমার দৃষ্টিতে যেন সরলতা আর নির্দ্দোষীতার বিকাশ পাচ্চে। বড় কষ্টেই তুমি পোড়েছ, নয়? আহা! কত কষ্টই না জানি তুমি ভোগ কোরেছ।"

কৃতজ্ঞতায় উৎফুল্ল হয়ে বোল্লেম "যথার্থই আপনি অনুমান কোরেছেন। বড়ই দুঃখিনী আমি। এ সংসারে আমার কেহই নাই। পিতৃমাতৃহীনা হয়ে আমি পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি। কেহ জিজ্ঞাসা কর্ব্বার নাই, প্রাণের ব্যথায় ব্যথিত হবার কেহ নাই, সংসারে আমি নিতান্তই একাকী।" কথার প্রসঙ্গে অকপটে সমস্ত কথাই খুলে বোল্লেম। শ্রীমতী সমস্তই বিশ্বাস কোল্লেন। তাঁর কথার ভাবে—চেহারার ভাবে আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম; তিনি আমার কথা বিশ্বাস কোরেছেন। কেবল বিশ্বাসই করেন নাই, আমার প্রতি তাঁর যত্নও যেন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপন্ন পার্শ্ববলের বিপদের কথাও বলা হয়েছে। আমি না গেলে বেচারা বিচার চক্রে পোড়ে প্রাণ হারাবে, তাও বোলেছি। আমি যেতে পার্ব্বো কি না, জান্‌বার জন্য শ্রীমতী তখনি ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠালেন, ডাক্তার সমস্ত ঘটনা শুনে যেতে অনুমতি দিলেন। বিচারালয় পর্য্যন্ত সঙ্গে যেতেও সম্মত হোলেন। তখনি রোগীর উপযুক্ত পথ্য প্রস্তুত হলো; পথ্য পেয়ে পোষাক পোরে সভাগৃহে এলেম। সভাগৃহে কাপ্তেন কলদার আর তাঁর উপযুক্ত পুত্র এডওয়ার্ড উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী তাঁদের সঙ্গে পরিচয় কোরে দিলেন। আমার সংক্ষেপ ইতিহাস তিনিই প্রকাশ কোল্লেন। পিতাপুত্রে যথেষ্ট সহানুভূতি জানালেন। কাপ্তেন কলদারের চমৎকার স্বভাব। অতি সরল, অতি ভদ্র, অতি পবিত্র চরিত্র। এডওয়ার্ডের বয়স অনুমান কোল্লেম তেইস। তিনিও সুরূপ, সুবিদ্বান, এবং সদ্‌গুণের আধার। এক কথায় তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র।

তখনি গাড়ী প্রস্তুত হ'লো। গাড়ীর মধ্যে বালিসে ঠেস দিয়ে বোস্‌লেম। আমার পাশেই শ্রীমতী কলদারা, সম্মুখে ডাক্তার, এডওয়ার্ড গাড়ীবানের পাশে বোস্‌লেন। বড় লোকের বড় বড় ঘোড়া যোতা গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটলো। কাপ্তেন কলদারেরও বিশেষ ইচ্ছা, এই রহস্যময় মকর্দ্দমা দেখেন, কাজে কিন্তু তা হলো না। বিশেষ কোন কার্য্যের প্রতিবন্ধকতায় তিনি যেতে পাল্লেন না। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটলো।

সংসারে এমন পরিবার—এমন সুখী পরিবারই স্বর্গসুখ ভোগ করে। বারম্বার দুঃখ কষ্টে পোড়ে ধারণা জন্মেছিল, এ সংসারে সহৃদয়তা নাই, দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, মমতা নাই; কিন্তু এখন আমার সে ভ্রম গেল। কাপ্তেন কলদারের সংসার দেখে, এতদিন আমার সে ভ্রম ভেঙে গেল। প্রত্যয় হলো, এঁরা যথার্থই দেবতা।

অষ্টত্রিংশ লহরী।
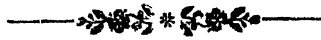
বিচার।

বেলা ১০ টা। বিচারালয় লোকাকীর্ণ। পার্শ্ববল ম্লানমুখে বন্দী অবস্থায় আসামীর কাটরায় দণ্ডায়মান। গুরুতর মকর্দ্দমা। পার্শ্ববল টাকার লোভে জেকবকে খুন কোরেছেন। সঙিণ্ মকর্দ্দমায় আদালত লোকারণ্য। উকিল, মোক্তার, বেলিফ, পেয়াদা, চাপরাসীর হাট লেগে গেছে। প্রধান বিচারপতি সম্মানিত বেলী, পাশেই ৫টি অকালকুষ্মাণ্ড জুরী। জুরী মহাশয়েরা যথাক্রমে ভুঁড়ী, টাক, পোষাক, খোস্‌নাম, আর চেন অঙ্গুরীর সহিত জজের এজলাস জৌলস কোচ্ছেন। ভয়ানক মকর্দ্দমা! খুনী মকর্দ্দমা! একজন খুন হয়েছে, আর একজন খুন হবে! তারই বিচার ভার জুরীদের উপর, কিন্তু জুরীদের চেহারা দেখে, ভাব দেখে তাঁরা যে এ মকর্দ্দমার কিছু গুরুত্ব বুঝেছেন, তা ত বোধ হলো না। জুরীরা কেবল সাক্ষীগোপাল মাত্র। জুরীর বিচার, ওটা কেবল একটা লোক ঠকান ভেক। প্রকৃত পক্ষে সেই জজেরই বিচার, জুরীরা জজের সইতে সই মারেন মাত্র।

লর্ড হার্ল্‌স্‌দনও এসেছেন। প্রধান সাক্ষী তিনি। সদ্বংশে জন্ম, সম্ভ্রান্ত লোক, জুরীগণের পার্শ্বেই তাঁর আসন। উপযুক্ত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত নিমকের ভৃত্য মর্লেও এসেছে। সেও এ মকর্দ্দমার একজন পোক্ত সাক্ষী।

পার্শ্ববল ধীরভাবে দণ্ডায়মান। মুখে তাঁর বিষাদের কালিমা নাই, দৃষ্টিতে ভয়ের

আবিল্য নাই, মুখে তোসামদের কথা নাই। যদি এখানে কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ থাকতেন, তাহলে পার্শ্ববলের মুখ দেখেই তিনি বুঝতেন, পার্শ্ববল নির্দ্দোষী।

যথা নিয়মে মকর্দ্দমার আরজী পেস্ হলো। পেস্কার মকর্দ্দমার হাল উচ্চকণ্ঠে আদালতকে জ্ঞাপন কোল্লেন। সাক্ষীর তলপ হলো। প্রথম সাক্ষী একজন বেহারা। বেহারা দস্তুর মত ধর্ম্মপুস্তক চুম্বন কোরে এই জবানবন্দী দিলে ;—

বেহারার জবানবন্দী।

২২শে ডিসেম্বর প্রত্যুষে আমি আর দুজন লোক হার্লসদন উদ্যান হতে নিকটেই এক গ্রামে যাচ্ছিলেম। তখনো খুব অন্ধকার ছিল। পাশে কি একটা পোড়ে আছে দেখতে পাই। প্রথমে অন্ধকারে ঠিক কোত্তে পারি নাই, পরে বিচক্ষণতার সহিত দেখলেম, জেকব পোড়ে আছে। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত! তাড়াতাড়ি নিকটে গেলেম, গায়ে হাত দিয়ে দেখলেম, শরীর শীতল। ছোরা দিয়ে খুন হয়েছে, দেখেই বুঝতে পাল্লেম। তখনি উদ্যানে সংবাদ দিলেম। তখনি জানতে পাল্লেম, পার্শ্ববল পালিয়েছে। তাকেই আমাদেব সন্দেহ হয়। তাকে ধোত্তে লোক ছোটে ; তার পর কি হলো, জানি না।

ডাক্তারের জবানবন্দী।

আমি উদ্যানের নিকটেই থাকি। সংবাদ পেয়ে আমি শব পরীক্ষা করি। ছুরি দিয়ে খুন হয়েছে। ক্ষতস্থান তের ইঞ্চি প্রশস্ত ৫ইঞ্চি গভীর। সাংঘাতিক আঘাত। সেই আঘাতেই মৃত্যু।

হার্লসদনের জবানবন্দী।

২১ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় পার্শ্ববল চুরী অপরাধে নীত হয়। জবানবন্দীর সময় পার্শ্ববল জেকবের দিকেই বেশী বেশী শ্লেষ করে। জেকবই তাকে ধরে, তাতেই তার এত রাগ। বিচার শেষে তাকে আমার পরিত্যক্ত আস্তাবলে কয়েদ রাখা হয়। সেই রাত্রে আমি জেকবকে একশ পাউণ্ডের একখানি নোট দি। তারই অর্দ্ধেক মর্লের প্রাপ্য। ভাঙাতেই জেকব নিয়ে যায়। তারপর আর কোন সংবাদ জানি না। প্রভাতেই জেকবের মৃত দেহ দেখি। ছুরির ধারায় তার মৃত্যু।

মর্লের জবানবন্দী।

রাত্রে আমার মুকাবেলাতেই লর্ড হার্লসদন জেকবকে টাকা দেন। জোন্সের বাড়ীতে ঘাস কিন্‌তে সেই টাকা পাই। জেকব টাকা ভাঙাতে বাড়ী যায়। কথা থাকে, সে টাকা নিয়ে ফিরে আসবে। বোসে থেকে থেকে যখন দেখলেম, জেকবের আর আসার সম্ভাবনা নাই, তখন করি কি, জোন্সের বাড়ীতেই সে রাত কাটালেম, সকালে এসে দেখি, এই।

মরুসেনার জবানবন্দী।

রাত ১১টার সময় অলিনা আর বিবি বক্রা আমার বাড়ীতে আসেন। আমরা তখন শুয়ে। আসতেই দরজা খুলে দিলেম। পার্শ্ববলের কয়েদের কথা শুন্‌লেম। তিনি এখনি খালাস হয়ে আস্‌বেন, তিন জনে একদেশে চিরদিনের মত নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, এই সঙ্কল্প। রাত ১টার সময় পার্শ্ববল এসে উপস্থিত। তাঁকে তখন খুব বেশী বেশী আনন্দিত বোলে বোধ হলো। আনন্দিত হয়ে আমাকে পাঁচ গিণি দান করেন। বলেন, কোন বন্ধু তাঁকে একশ পাউণ্ড দান কোরেছেন। পার্শ্ববলের কাপড়ে, হাতে, রক্তের দাগ দেখি; জিজ্ঞাসা করি; তিনি বলেন, যিনি তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁরই দৈবাৎ আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল, সেই রক্তই তাঁর কাপড়ে লেগেছে। তাতেই আমরা বিশ্বাস করি। পার্শ্ববল তখনি অলিনা আর বিবি বক্রাকে নিয়ে বিদায় হন।

শান্তিরক্ষকের জবানবন্দী।

অকুস্থান হতে বিশ মাইল দূরে পার্শ্ববলকে আমি গেরেপ্তার করি। তার সঙ্গে অলিনা ও বিবি বক্রা ছিল। পার্শ্ববলের কোটের বোতামে আর কামিজের হাতাতে রক্তের দাগ দেখি। পকেট অনুসন্ধান করে কিছু কম একশ পাউণ্ড পাই।”

বিচারপতি অলিনা ও বিবি বক্রার কোন দোষ প্রমাণ অভাবে আসামী শ্রেণী হতে তাঁদের নাম খারিজ কোরে দিলেন। এখন পার্শ্ববলের মকর্দ্দমাই বলবৎ হলো। কথার প্রসঙ্গে অলিনার প্রতি জেকব আশক্ত ছিল, প্রকাশ হলো। তাতে পার্শ্ববলের পক্ষে আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ালো। জুরীরা অনেকক্ষণ ধোরে বিবাদ কোরে—তর্ক বিতর্ক কোরে শেষে মহা গোল আরম্ভ কোল্লেন। রহস্যবিদ্রূপেও অনেক সময় অতিবাহিত হলো। এসব জুরীদের জ্ঞানে একটি মনুষ্য জীবন, কুকুরের জীবন হতে অধিক মূল্যবান নয়। বিচারে দোষই সপ্রমান হলো। উভয় পক্ষীয় উকীলের সওয়াল জবাবে যে সব কথা প্রকাশ হলো, আমার নামও তাতে আছে। আমিও সব জানি, একথাও প্রকাশ হলো, কোন ফল হলো না।

অপরাহ্ণ। আদালতের বড় ঘড়ির ধাতু মুদ্গর অয়স্ চক্রে সবলে আঘাত কোরে অপরাহ্ণ ৩টে বোলে ঘোষণা কোল্লে। বিচারপতি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান কোল্লেন। একটা নিঃশব্দ হাহাকার—একটা নীরব হৃদয়োচ্ছ্বাস যেন আদালতের গৃহমধ্যে সমুত্থিত হলো! সকলেরই হৃদয়ে যেন একটা বিষাদের তরঙ্গ উঠলো! আমার প্রাণ যেন কেঁপে উঠলো! বুঝলেম, আর রক্ষা নাই। হতভাগিনী অলিনার ভাগ্যে সুখ নাই।

“বিচার পতি!” গম্ভীর স্বরে অচল অটল ভাবে দাঁড়িয়ে পার্শ্ববল বোল্লেন “বিচার

পতি! আমি নির্দ্দোষী। সংসারের বিচারে যা হয় হোক, আমি জানি, ঈশ্বর সেই সর্ব্ব-শক্তিমান পরমপিতার কাছে আমি নির্দ্দোষী। আমি তাঁর দরিদ্র নির্দ্দোষী সন্তান। সেখানে জুরীর বিচার নাই, উচ্চ নীচ নাই, মান অপমান নাই, সে ন্যায়ের রাজ্য। পদের গৌরব সেখানে নাই। বিচারপতি! যদি আমার তেমন অবস্থা হতো, যদি একবার আমি জুরীর আসনে বোস্‌তে পেতেম, তা হলে আমিও হয় ত এই রকমই বিচার কোত্তেম। আমি জানি, আমি বোল্‌ছি, অধীন নির্দ্দোষী। আমার এ রহস্য আর কেহই জানে না; জানেন, কেবল সেই দয়াময়ী। জানেন, কেবল সেই করুণাময়ী মেরী প্রাইস। কিন্তু হায়! তিনি এখন কোথায়? আপনি একজনকে হত্যা কোল্লে আর একজনও ইহলোক পরিত্যাগ কোর্ব্বে। যে আমাকে পবিত্র প্রীতির বন্ধনে বেঁধেছে, যে হতভাগিনী আমাকে ভাল বেসেছে, সে কি আমার মৃত্যুর পরও জীবিত থাক্‌বে? মেরি!—মেরী প্রাইস! কোথায় তুমি? বিনা অপরাধে আজ তিনটি জীবন কালের স্রোতে ভেসে যায়। যদি তুমি বেঁচে থাক, সংসারের এই রকম কঠিন কঠোর নিয়মে—অত্যাচারের ভীষণ কীটে যদি তোমার জীবন কুসুম ছিন্ন কোরে না থাকে, একবার এস। অনুরোধ করি, উদ্দেশে চরণে ধোরে ভিক্ষা করি, একবার এস তুমি। অভাগাকে বাচাও। অভাগিনীর প্রাণ দান কর! যদি জীবিত থাক, ঈশ্বরের দিব্য, একবার এস তুমি; আর যদি তোমার মৃত্যু হয়ে থাকে, তা হলেও বলি, এই দুর্ভাগ্য জীবন দুটি রক্ষা কোত্তে তুমি সমাধী হতেও একবার উঠে এস।"

"এই যে—এই যে আমি এসেছি।" শ্রীমতী কলদারা ও এডওয়ার্ডের সাহায্যে আমি বিচারকের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেম। আদালতের মধ্যে যেন একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশ হলো। সকলের দৃষ্টিই আমার দিকে পতিত হলো।

পার্শ্ববল আনন্দে যেন উন্মত্ত হোলেন। আনন্দ অশ্রু প্রবাহে ভেসে ভেসে বোল্লেন "এই যে তিনি এসেছেন। ধন্য ঈশ্বর! অপার মহিমা তোমার। জান্‌লেম, বুঝলেম, দরিদ্রের—তাপিতের—মর্ম্মাহত জনের করুণ আবাহন দয়াময়! তোমার চরণে নিশ্চয়ই উপস্থিত হয়।"

আমি সমস্ত কথাই বোল্লেম। বিচারপতি হুকুম দিলেন "দরজা বন্দ কর। এক প্রাণীও যেন বেরিয়ে না যায়। মর্লেকে গেরেপ্তার কর।" বিচারপতির চক্ষে যেন আগুনের কণা ছুটলো।

আমি সমস্ত কথাই অকপটে—একটুও বাদ না দিয়ে বিচারপতির নিকট নিবেদন কোল্লেম। জেকব কর্ত্তৃক বিনা দোষে পার্শ্ববলের বন্দী, লর্ড মিলটন, ডাক্তার ভিন্সেটের কুব্যবহার, যথাশ্রুত অলিনার প্রভৃতি জেকবের আশক্তি, লেডী কলমন্থনার একশ পাউণ্ড

১৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

দান, ছুরিতে হাত কাটা, রক্তের দাগ, সমস্তই খুলে বোল্লেম। আমার এই অকপট জবানবন্দী বিচারপতির বিশ্বাস হলো।

মর্লে বিচারপতির সম্মুখে জানু পেতে করযোড়ে বোল্লে "দোষী আমি। বিচারপতি! ধর্ম্মাবতার! আমি স্বীকার কোচ্চি, দোষী আমি,—পাপী আমি। ঈশ্বর আমার শাস্তির জন্যই মেরীকে পাঠিয়েছেন।"

আর শুন্‌তে পাল্লেম না। অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীর, বেশী বেশী অবসন্ন হলেম। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেম। বেরিয়ে এলেম জানি, তার পর কি হলো, জানি না। তবে জেনে রাখলেম, যথার্থ বিচার হয়েছে। এরই নাম বিচার।

ঊনচত্বারিংশ লহরী

সুখের সময়!

চেতন হলেম। অজ্ঞান হয়েছিলেম, জ্ঞান পেলেম। চেয়ে দেখলেম, আদালতেরই পাশের একটি ঘরে সুখপর্য্যঙ্কে আমি শুয়ে আছি। ডাক্তার স্কট ধাতু পরীক্ষা কোচ্চেন, করুণাময়ী শ্রীমতী কলদারা, তাঁর পুত্র এডওয়ার্ড, পার্শ্বল, অলিনা, বৃদ্ধা বিবি বক্রা, সকলেই আমাকে ঘেরে দাঁড়িয়েছেন। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে—চারদিকে পরিচিত মুখের সহানুভূতি-সূচক ভাব দেখতে দেখতে আমি উঠে বোসলেম। সকলের মুখেই আনন্দের হাসি দেখা গেল!—আনন্দিত হলেম।

পার্শ্বল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বোল্লেন "মেরী প্রাইস! তুমি আমার জীবন দান কোরেছ। আমার কেন, তিনটি হতভাগ্য জীবন রক্ষা কোরেছ তুমি। ভগ্নী তুমি আমার। স্নেহময়ী ভগ্নী তুমি আমার। আমার তেমন ক্ষমতা নাই যে, যাতে তোমার এই অমানুষী উপকারের কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি। তোমার পরিচর্য্যায় জীবন উৎসর্গ কোত্তেও আমি কুণ্ঠিত নই। মেরি! তোমার জন্য আজীবন আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কোর্ব্বো।"

অলিনা প্রীতিভরে আমার কর চুম্বন কোরে বোল্লে "যথার্থই তুমি আমাদের ভগ্নী। ঈশ্বর প্রেরিত ভগ্নী তুমি আমাদের। আমার প্রিয়তমকে রক্ষা ক'রে আমার প্রাণ রক্ষা কোরেছ, আর বৃদ্ধা মাতামহী—যিনি আমা ভিন্ন কাহাকেও জানেন না, তাঁরও প্রাণ দান দিয়েছ তুমি।"

সংবাদ এলো, বিচারক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চান। তখনি সম্মতি জানালেম। বিচারক বিচারকের বেশেই আমার সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেন। উঠে সসম্মানে অভিবাদন

কোত্তে গেলেম, নিবারণ কোল্লেন। সহাস্যবদনে বোল্লেন "মেরি! ধন্যবাদের পাত্রী তুমি। তিনটি লোকের প্রাণ রক্ষা কোরেছ, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের মহিমাও বৃদ্ধি কোরেছ তুমি। পার্শ্ববলের কাছে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। নূতন সংসারে প্রবেশ উন্মুখ তারা, তাদের সেই সংসার-পথের পাথেয় বোলে আমি নিজেও কিছু দিতে চাই।" কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পার্শ্ববলের পক্ষ হয়ে স্বীকার কোল্লেম। তখনি বিচারক বাহাদুর সে ব্যবস্থা কোল্লেন।

সুস্থ হয়েছি। গাড়ী প্রস্তুত। অন্য কোথাও যেতে প্রস্তুত হলেম, লেডী হার্লসদনের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ কর্ব্বার মানস কোল্লেম, হলো না। বিবি কলদারা বিশেষ আগ্রহ জানিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। অগত্যা পুনর্ব্বার মর্ত্তন অট্টালিকার উদ্দেশে যাত্রা কোল্লেম।

অট্টালিকায় এলেম। পরদিনই লেডি কলমন্থনাকে পত্র লিখলেম। তখনি লোক দিয়ে পত্রখানি পাঠান হলো। বৈকালেই লোক ফিরে এলো। শুনলেম, লর্ড বাহাদুর সপরিবারে গত কল্য ইতালী ভ্রমণে গেছেন, তাঁর নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা কিছু নাই। পত্র দিবার কোন উপায়ই নাই। হতাশ হলেম। কাতর হয়ে বিবি কলদারাকে বোল্লেম "বড়ই দুর্ভাগ্য আমার। অপনি আশ্রয় দিয়েছেন, দয়া কোরেছেন, স্নেহ করেন, আপনাকে বোলতে আমার লজ্জা নাই।"—

"সব কথাই আমি শুনেছি। আমার তাতে বিশ্বাস হয় নাই। কাপ্তেনের সহিত লর্ড মিলটনের সাক্ষাৎ হয়। কথার প্রসঙ্গে তোমার নামও তিনি করেন। কাপ্তেনের এতে অবিশ্বাস। আমি জানি, তুমি নির্দ্দোষী।" বিশ্বাসের জন্য যে পত্রখানি লেডী কলমন্থনাকে লিখেছিলেম, সেই খানি খুলে দেখালেম। পাঠ কোরে শ্রীমতী কলদারা বড়ই সন্তুষ্ট হোলেন। হেসে বোল্লেন "এ সব দেখা বেশীর ভাগ। মনের যে বিশ্বাস, তাতেই আমি বলি, তোমার চরিত্র নির্ম্মল।" অনুরোধ কোরে—আশা পেয়ে অনুরোধ কোরে কাপ্তেন কলদারকে দিয়ে এ সম্বন্ধে মিলটন ও ডাক্তার ভিন্সেণ্টকে পত্র লেখালেম। বিবি কলদারা স্বয়ং বিবি হিল্‌তনাকে পত্র লিখলেন। মিলটন আর ডাক্তারের কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বিবি হিল্‌তনা আক্ষেপ কোরে পত্র লিখলেন। ধর্ম্মযাজক পামরকেও তিনি সে পত্র দেখিয়েছেন। আমার উপর আর তাঁদের সন্দেহ নাই, বরং কুব্যবহারে বিশেষ লজ্জিত হয়েছেন। মাথার ভার অনেকাংশে নেমে গেল! যদি এ সম্বন্ধে লেডী কলমন্থনা তাঁর ভাইকে কিছু লিখে থাকেন, যদি কাস্তিন আমাকে অবিশ্বাস করেন, সেও এক চিন্তা। সন্ধান নিলেম, কাস্তিন সহরে নাই। মনে একটা ধোঁকা লেগে থাকলো!

মর্লের বিচার হলো। সংবাদপত্রে তার জবানবন্দী পর্য্যন্ত প্রকাশিত হলো। সে জবানবন্দীতে অনেক রহস্য প্রকাশ হলো। সে জবানবন্দী এই ;—

মর্লের জবানবন্দী।

(টাইম্‌স্ হইতে)

রাত্রে লর্ড বাহাদুর যে একশ পাউণ্ডের নোট দেন, তার ৫০ পাউণ্ড আমাকে দিবার কথা। 'ঘাসওয়ালা জোন্সকে দিবার জন্যই সে টাকা আমার লওয়া। জেকবকে সেই টাকার কথা বলায়, বোল্লে, বাড়ী হতে সে খুজরা টাকা এনে দিবে। সে আমাকে টাকা আর নোট সুদ্ধ ক্যাম্বিস্ ব্যাগ দেখিয়েছিল। তার নিজের টাকার সঙ্গে লর্ড বাহাদুরের দেওয়া ১০০ পাউণ্ডের নোট খানিও ছিল। টাকার কথায় বচসা হয়। ব্যাগে দু শ পাউ-ণ্ডের উপরেও ছিল। অতটা টাকা দেখে আমার লোভ হয়। লোভ সম্বরণ করা অসাধ্য হলো। পকেট হতে ছুরী বার কোল্লেম। অলক্ষ্যে একেবারে বুকে বসিয়ে দিলেম। অস্ফূট চিৎকার মাত্র কোরেই জেকবের প্রাণ বেরিয়ে গেল। ব্যাগে যা ছিল, সব নিলেম। আমার জন্য ডাকগাড়ী অপেক্ষা কোচ্চিল। ছুটে ছুটে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেম। রাস্তাতেই গাড়োবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পরেই মেরী প্রাইসকে ধরি। প্রলোভন দিয়ে ভয় দেখিয়ে মেরীকে ডাক গাড়ীতে তুললেম। ১৩ মাইল তফাতে ধবল-কুটিরে তাকে রেখে তখনি ফিরে আসি। ডাক গাড়ী ছেড়ে ভোর ৩টার সময় জোন্সের বাড়ী যাই। অনেক রাত আছে বোলে সেইখানেই শয়ন করি। আমি অপরাধী, ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

মর্লের অন্যান্য কথায় লর্ড হার্লসদন, লেডী কলমস্থনা ও ক্লাভারিং সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পোড়লো। সে সব বড় ঘরের কথা এখানে অনাবশ্যক।

মর্লে সমস্তই স্বীকার কোল্লে। বিচারপতি তার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। অভাগিনী ভৃগুসেনার কষ্টের সীমা রইল না।

কিছু দিন পরেই পার্শ্ববল ও অলিনার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। নবদম্পতি পরম সুখে পৈত্রিক বিষয় উপভোগ কোত্তে লাগলেন। বিচারপতির কৃপায় অপহৃত পৈত্রিক সম্পত্তির সমস্তই পার্শ্ববল প্রাপ্ত হলেন। মূল ধন তিনশ পাউণ্ড। লেডী কলমস্থনা একশ, বিচারপতি একশ, আর সহৃদয় কাপ্তেন কলদার প্রদত্ত এক শ, এই তিন শ পাউণ্ড মূলধনে পার্শ্ববল যৎসামান্য একটি ব্যবসা আরম্ভ কোল্লেন। এই নবদম্পতির দিন পরম সুখে অতিবাহিত হতে আরম্ভ হলো। এতদিন দুঃখে কাটিয়ে এখন সুখের সময় এসে উপস্থিত হলো। নব দম্পতির পক্ষে এই সময়টিই—সুখের সময়।

চত্বারিংশ লহরী।

প্রণয় বহ্নি।

মর্ত্তন অট্টালিকায় পাঁচ সপ্তাহ কাটালেম। ডাক্তারের সুচিকিৎসায় আমি এখন বেশ আরোগ্য লাভ কোরেছি। আছিও বেশ সুখে।—দয়াময় কলদার ও দয়াময়ী কলদারা আমাকে পরম যত্নে রেখেছেন, কিন্তু সুস্থ শরীরে বিনা কাজে এক জনের গলগ্রহ হতে আমার বড়ই বিরক্ত বোধ হলো। স্থানান্তরে যাবার প্রস্তাব কোল্লেম। বিবি কলদারা সে কথা গ্রাহ্যই কোল্লেন না। আগ্রহ সহকারে বোল্লেন "কেন এ কথা বল মেরি? তোমার কি কষ্ট হয়েছে? কিসের কষ্ট তোমার?—অভাব কি তোমার? আছ, থাক; আমরা তোমার সমস্ত ব্যয়ভার বহন কোত্তে কষ্ট বোধ কোর্ব্বো না।"

অনেক বুঝিয়ে—অনেক তর্ক বিতর্ক কোরে মত করালেম। কৃপাময়ী কলদারা তাঁর গৃহকর্ত্রী হচিসেনার সহকারিণী হতে বোল্লেন। কিন্তু সেটা কেবল আমাকে রাখার কৌশল মাত্র। যে কাজ তাঁর গৃহকর্ত্রীকে সম্পন্ন কোত্তে হয়, তাতে সহকারিণীর কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। এক লজ্জা ঘুচাতে আর এক লজ্জা হলো।—গোপনে গোপনে চাকরীর অনুসন্ধানে রইলেম।

সন্ধানে আছি। এক দিন দর্ব্বি পত্রিকার বিজ্ঞাপন স্তম্ভে একটি কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখ্‌লেম। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে,—

অনুসন্ধান!

"কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লেডীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য একজন ধর্ম্মভীতা, পরিশ্রমী, সূচীকর্ম্মদক্ষা যুবতীর প্রয়োজন। বালকগণের পোষাকের তত্ত্বাবধারণ, ছিন্ন পোষাকে রফুকরণ, এবং নূতন নূতন পোষাক প্রস্তুত করণই তাঁহার নিয়মিত কার্য্য। বয়স একবিংশ বর্ষের অধিক না হয়। যিনি বালক বালিকার প্রিয়া, এবং বালকবালিকার প্রাণে যাঁহার স্নেহদয়া আছে, তাঁহারই আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

কুমারী নম্রকর্ণা।

মগুপলীলা কুটীর—দর্ব্বি।

বিজ্ঞাপনটি বিবি কলদারাকে দেখালেম। কুমারী নম্রকর্ণা তাঁদের পরিচিত। তাঁর বিদ্যালয়ে যথেষ্ট নাম সম্ভ্রম আছে। আমার বিশেষ যত্ন দেখে কলদারা কোন বাধা দিলেন না। সন্ধ্যার সময় কলদার দম্পত্তির সহিত অনেক কথা হলো। সরল হৃদয়ে তাঁরা অনেক উপদেশ দিলেন, অনেক ভালবাসার কথায়—স্নেহমমতার কথায় পরিতুষ্ট কোল্লেন।

আমি এ বাড়ী ত্যাগ কোত্তে বড় বেশী বেশী চেষ্টায় আছি। তার প্রধান কারণ এডওয়ার্ড। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, এডওয়ার্ডের দৃষ্টি আমার প্রতি পতিত হয়েছে। যদি অধিক দিন থাকি, তবে পরিণামে নিস্ফল প্রণয়ে এডওয়ার্ড অনেক কষ্ট পাবেন। অনুরাগের প্রথমেই বিচ্ছেদ হলে ততটা ক্ষতি হয় না। এই জন্যই এ সংসারের সংশ্রব পরিত্যাগ কোত্তে আমার এত অধিক যত্নচেষ্টা।

পরদিন আহারাদি সেরে নম্রকর্ণার বিদ্যালয়ে চোল্‌লেম। ১ টার সময় পৌছিলেম। বাড়ীটি প্রকাণ্ড। লাল রংয়ের ইটে গাঁথা—ধারে ধারে—দুখানা ইটের সংযোগ স্থলে লাল রংয়ের রেখা টানা, বাড়ীটি প্রকাণ্ড। সম্মুখে বাগান,—তার পর বিস্তৃত খেলাবার স্থান, বাড়ীটি বেশ। ফটক পেরিয়েই দরজায় ঘণ্টা ধ্বনি কোল্লেম। একটি রুগ্না কুমারী এসে দরজা খুলে দিলে। বালিকার রূপলাবণ্য যেন শুকিয়ে গেছে! ছিল,—কিন্তু এখন নাই। বালিকা তাড়াতাড়ি চুপি চুপি বোল্লে "কাজ কোত্তে এসেছ তুমি? সোরে যাও। ভয়ানক দুষ্ট লোক মাগী! বজ্জাতের জড়। কৃপণ, খিট্‌খিটে, বদমায়েসের এক শেষ! সব দোষ! স্বীকার করো না।" বালিকার কথার কোন রহস্য বুঝ্‌লেম না। নম্রকর্ণার সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেম।

একটি সুসজ্জিত গৃহে—নম্রকর্ণা উপবিষ্ট আছেন। চেহারা দেখেই বালিকার কথার সত্যাসত্য বুঝ্‌লেম। নম্রকর্ণার দেহ বেমানান লম্বা, নাক্‌টা চেহারার মাপে সমান। সুদীর্ঘ নাসিকার মধ্যভাগ আবার বেমানান উঁচু। ঠোঁঠ দুখানিতে সাদা সাদা দাগ। কাণ দুটি বড় বড়—কর্ণাভরণে ললিত, চুল ছোট, শরীর ক্ষীণ। চেহারা দেখ্‌লেই গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

কুমারী নম্রকর্ণা আমিরী নজরে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "চাকরীর জন্য এসেছ বুঝি তুমি? বয়স কত? পূর্ব্বে কোথায় ছিলে?—নাম কি তোমার?"

আমি সমস্তই উত্তর কোল্লেম, বয়স বোল্লেম, পূর্ণ আঠার।

"তোমার চরিত্রের প্রশংসা পত্র আছে?"

"লেডী হার্লসদন প্রবাসে গেছেন।"

"যাক, তাতে আটক হবে না। বিবি কলদারা যখন পত্র দিয়েছেন, তাঁর পরি-

চিত যখন তুমি, তখন সে ভাবনা আমার নাই। কাজ বড় বেশী নয়। ৩০টি মাত্র ছাত্র আমার। এদেরই তত্বাবধারণ! কাজ অতি সামান্য! বেতন ও বেশ মোটা!—বাৎসরিক ৬ পাউণ্ড! বেশ সুখে থাক্‌বে। তোমাকেই আমি বাহাল কোল্লেম। কালই এস তুমি। আমি স্বয়ং তোমাকে দেখ্‌বো।" স্বীকার হয়ে—অভিবাদন কোরে ফিরে এলেম। সমস্ত কথা কলদারাকে জানালেম, শুনে তিনি সুখী হ'লেন।

সন্ধ্যার পর আমি উপবে আসছি, পথেই এডওয়ার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দেখেই একটু সঙ্কুচিত হলেম; দাঁড়ালেম। এডওয়ার্ড কম্পিত কণ্ঠে বোল্লেন "ভয় কি মেরী তোমার? অপমানিত কোর্ব্ব? তেমন জঘন্য স্বভাব আমার নয়। কেবল এই ইচ্ছা—এই অনুরোধ আমার, আমার প্রাণের কথা তুমি একবার বুঝে দেখ। আমার আকাশ কুসুম আশালতাটি তুমি নিরাশ সাগরে ডুবিও না। যেওনা তুমি। সামান্য কাজ কোত্তে কেন তোমা এত ইচ্ছা? এখানে সুখে থাক্‌বে।"

কি করি,—কি বলি,—কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। ছুটে পালালেম। এডওয়া পশ্চাতে পশ্চাতে আমার নির্দ্দিষ্ট ঘর পর্য্যন্ত এলেন। শেষে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন. একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন "এতদিনে জান্‌লেম, স্ত্রী জাতী পাষাণের জাতী! কে বলে রমণী দয়াময়ী?—কে বলে রমণী সংসার-উদ্যানের ছায়াময়ী কল্পলতা?"—এড-ওয়ার্ড প্রস্থান কোল্লেন। বেশ বুঝ্‌লেম, এডওয়ার্ড তাঁর হৃদয়ে নিস্ফল প্রণয়ের আগুণ জ্বেলেছেন। হয় ত হতভাগ্য এই বহ্নিতেই দগ্ধ হবেন! কিন্তু আমি কি কোর্ব্বো? আমার এতে হাত কি? স্থির কোল্লেম, প্রস্থান করাই উচিত, এডওয়ার্ড যে আগুণ জ্বেলেছেন,—তারই নাম,—প্রণয় বহ্নি!

একচত্বারিংশ লহরী।

স্কুলবাড়ী।

পরদিনই স্কুলবাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেম। সেই দিনই কাজে নিযুক্ত হলেম। নম্রকর্ণার মিতব্যয়িতা দেখে আমি ত অবাক হয়ে গেছি! ত্রিশটি দুষ্ট ছেলের কাপড়ে তালি লাগান, বড়ই কষ্টের কথা। যে ছেলের যে কাপড় খুপু হবে, তা আগে তাঁকে দেখাতে হবে। তিনি বিচক্ষণতার সহিত পরিদর্শন কোরে তবে তা সারতে হুকুম দিবেন। এক কাপড়ের তালি দিতে যদি অন্য কাপড় দেওয়া হয়, নম্রকর্ণা তখনি উভয়

কাপড়ের গজের দাম হিসাব কোরে—তারই পড়্‌তা হিসাব কোরে সেই তালির নূতন কাপড়ের দাম স্থির কোত্তে মাথা খারাপ কোরে বসেন।—তালির কাপড় গজ ফিতে দিয়ে মাপা হবে। যত সুলভে হতে পারে, দেশের অতি দরিদ্র লোকে উলঙ্গের পরিবর্ত্তে যে সব কাপড় ব্যবহার করে, তারই তালি। তালি দিবার জন্য বাজার হতে পরা কাপড়ও খরিদ হয়! যদি সেই তালি ছিঁড়ে যায়, তার দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়ে। আমার সেলাইয়ের দোষেই যে তালি ছিঁড়ে গেছে, এইটুকু প্রমাণ কোত্তে নম্রকর্ণা—প্রমাণ শাস্ত্রটা তন্ন তন্ন কোরে বুঝাতে চেষ্টা করেন। এক পেনীর একশ ভাগের এক ভাগ লোকসান একদিনে হলে, তাবৎ বাৎসরিক হিসাব কোরে একটা বেশী টাকার চাপ আমাদের মাথায় চাপাতে তাঁর সমস্ত দিনটা কেটে যায়। চল্লিশ বৎসরের কুমারী নম্র-কর্ণার মিতব্যয়িতার আর অধিক পরিচয় কি দিব? তার শীর্ণ দেহই তার দিব্য প্রমাণ!—তার শীর্ণ দেহে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সহ্য হয়?

প্রত্যহ সেই ত্রিশটি ছেলেকে নাইয়ে কাপড় পরিয়ে দিতে হয়, ১টার সময় সকলকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে হয়, আহারের পর হাত মুখ ধুইয়ে দিতে হয়, রাত ৭টার সময় সব ছেলে-গুলির পরা কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। শনিবারে শনিবারে প্রধান স্নান। ত্রিশটি ছেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে নাইয়ে তুল্‌তে হবে। পাছে আমি বেশী সাবান নষ্ট করি, এই জন্যই এত তাড়াতাড়ি। যদি কেহ পীড়িত হয়, তাদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থার ভারও আমার উপর। ছেলেদের রুটি কেটে দেওয়া, মাখন মাখিয়ে দেওয়া, সে ভারও আমার। আধসের মাখনে ৬০ টুকরা রুটি ভিজান, বড়ই কষ্টের কথা! কুমারীর মুখে কিন্তু শুনি, "যত মাখন তত রুটি" তিনি ছেলেদের খেতে দেন। ছেলেরা দুধ খেতে পায়। দুধ ভাগ করার ভারও আমার উপর। প্রতি সের দুধে ৪ সের গরম জল মিশিয়ে কি কোরে যে দুধের রং ঠিক রাখতে হয়, তারই মিমাংসা কোত্তে আমার সপ্তাহ কেটে গেল। দুধের জোগান আছে। এক সেরের দর ধার্য্য আছে দু পেনী। সুতরাং স্কুলবাড়ীতে আমার আগেই দুধওয়ালা লাভের অঙ্ক বজায় রাখতে অবশ্যই সে কৌশল প্রদর্শন কোত্তে ছাড়ে না। ছেলেরা কিন্তু দুগ্ধ পায়। কুমারী বলেন, দুধ না খেলে ছেলেরা মারা যায়। তাই এই বহুব্যয়ভার তিনি অগত্যা বহন করেন। মাংস গুলি ভাল রকম সুসিদ্ধ কোত্তে কুমারীর নিষেধ, কেন না ভাল সিদ্ধ হলে ছেলেমেয়েরা বেশী বেশী খেয়ে অচিরে তাঁকে দেউলে কোরে দিবে। ধন্য ঈশ্বর! যে এত কষ্টেও ছেলেমেয়েগুলি আজও এখনও জীবিত আছে।

পড়া শুনা ভাল হয়। যে সব লোক সামান্য লেখাপড়া শিখে পেটের দায়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোরে বেড়ায়, সেই ভিক্ষোপজীবি লোকগুলি বহু সম্মানিত শিক্ষক উপাধি লাভ

কোরে এই সব ছেলে মেয়েদের পরকালের পথে কাঁটা দিয়ে থাকেন। শিক্ষকের মধ্যে বেশীর ভাগই পেট খোরাকি। যা দু একজন বেতন পান, সে বেতনের পরিমাণ অবশ্য সইস, খানসামা, বা খিদ্‌মদগারের বেতন হতে অধিক নয়। সদানন্দ শিক্ষক মহাশয়েরা তাতেই তুষ্ট।

এক দিন স্কুলবাড়ীর নীচের তালায় বোসে একটা কর্ম্ম কোচ্ছি, উপরের ঘরের ঘণ্টায় তিনবার আঘাত হলো। বুঝলেম, আমাকেই ডাক পোড়েছে। দ্রুতপদে উপরে গেলেম, দেখলেম, দুটি স্ত্রীলোক। একটি যুবতী, অপরটি প্রৌঢ়া। আমি যেতেই কুমারী নম্রকর্ণা বোল্লেন "মেরি! দুটি মেয়েকে দেখতে এসেছেন এঁরা। ডেকে আন তাদের। প্রমীলা, আর অরবিলাকে ডেকে আন। বেশ কোরে হাত মুখ ধুইয়ে এনো। অরবিলা বেশ শান্ত মেয়ে—চমৎকার স্বভাব তার!"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেম। আসছি, এমন সময় যুবতী বোল্লেন "তুমিই মেরী প্রাইস? সে দিন তুমিই সেই খুনে আসামী খালাস কোরেছিলে বটে! বেশ বেশ।"

বৃদ্ধার শ্রবণ-শক্তির কিছু বিপর্যয় ঘোটেছে। বৃদ্ধা বোল্লেন, "কি বোল্লে. মেয়েরা এখানে নাই?"

প্রৌঢ়া উচ্চৈস্বরে বুঝিয়ে দিলেন। আমি বিদায় হলেম। এসেই দেখি, প্রমীলা সর্ব্বাঙ্গে কালি মেখে বোসে আছে, আর সেই শান্ত মেয়ে অরবিলা সমবয়সী একটি বালিকার সহিত তুমুল বিবাদ বাধিয়েছে। ধমক দিয়ে—বিবাদ ভেঙে দিয়ে হাত মুখ ধুইয়ে ভাল কাপড় (ছাত্রার কাপড়ে প্রস্তুত) পরিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত কোল্লেম। সহাস্য বদনে কুমারী বোল্লেন "দেখুন; মেয়েদের চেহারা খুলে গেছে। পরীর মত চেহারা হয়েছে এদের। চমৎকার! ছেলেরা সুখে থাকে, তাদের কচি কচি মুখে হাসির ফোয়ারা ফুটে উঠে, এই দেখতেই আমার অপার আনন্দ!"

আগন্তুক রমণী দুটি যথেষ্ট প্রশংসা কোল্লেন। কৃতজ্ঞতা জানালেন। শেষে আমার কথা উত্থাপন হলো।

যুবতী বোল্লেন "মেরি! বড় ভাল কাজ কোরেছ। সে যেমন অত্যাচারী, ঠিক তার উপযুক্ত প্রতিফলই তুমি দিয়েছ।" কথা শেষ হতে না হতে বৃদ্ধা বোল্লেন "কি বোল্লে? অঁ্যা! কলেরা! সে বড় ভয়ানক!"

ধমক দিয়ে শ্রীমতী নবলী বোল্লেন "সে কথা হ'চ্চে না। মেরী প্রাইসের কথা হ'চ্চে। শুনতে পাও না, কথা কইতে আস কেন? বুদ্ধিও তোমার লোপ হয়েছে। চুল পাকিয়ে ফেলেছ, তবু—"

"অ্যাঁ! বল কি? মেরীর এমন দশা হয়েছে? চুল কাটিয়ে ফেলেছে? কিসে গেল।

আপনিই? না না, বুঝেছি, কলেরাতে মাথার চুল সব উঠে গেছে। ঠিক ত এই! তা যায় অমন! কঠিন রোগ!" একে আর বুঝে বৃদ্ধার এই উত্তর।

অনেক কথার পর মেয়েদের কথা হলো। মেয়েরা কুমারীর ভ্রুকুটিতে ভ্রুক্ষেপ না কোরে, আপনার মাতা ও মাতামহীর কাছে সমস্ত কথাই বোল্লে। কথার ভঙ্গিতে কুমারী সেটা সেরে নিলেন। শ্রীমতী নবলী ও তাঁর মাতা বিদায় নিলেন।

বিদায় নিয়ে তাঁরা দরজা পার হতে না হইতেই মেয়ে দুটির পিটে গুটিকতক শব্দশীল মুষ্টির আঘাত হলো। মেয়েরা কেঁদে উঠলো। আমার উপর ধমক দিয়ে নম্রকর্ণা বোল্লেন "এতে তোমারও দোষ আছে। যে পরিমাণে থাবার ব্যবস্থা কোরেছি, তাই যথেষ্ট; তুমি মেয়েদের খাবার চুরী কোরে কোরে খাও, কাজেই তারা এই সব কথা বলে। নিশ্চয়ই বোলছি, তাই কর তুমি। সাবধান হও! চোর ছ্যাঁচড় আমি রাখি না।"

অভিমানে কেঁদে ফেল্লেম। মেয়ে দুটিকে নিয়ে নীচে নেমে এলেম। বেশ বুঝলেম, এরই নাম চাকরী।—এরই নাম স্কুলবাড়ী।

দ্বিচত্বারিংশ লহরী।

রোদনই আমার সম্বল।

দেখতে দেখতে ৬ মাস কেটে গেল। নম্রকর্ণার অযথা গালি সহ্য কোরে, যথেষ্ট তিরস্কার ভোগ কোরে আমি ৬টি মাস কাটালেম। আসফোর্ডের পত্র পেয়েছি। উইলিয়ম, জেন ও সারা, সকলেই ভাল আছে, খবর পাই নাই কেবল রবার্টের। তার জন্যই আমার অধিক চিন্তা। শ্রীমতী কলদারাও অনেকবার আমাকে দেখে গেছেন। প্রত্যেক বারই কিছু না কিছু উপঢৌকন দিয়ে তাঁর স্নেহদয়ার পরিচয় দিয়েছেন।

এক দিন বৈকালে জানালার পাশে বোসে দুটি ছেঁড়া জামা জুড়ে একটি গোটা জামা প্রস্তুত কোচ্চি, এমন সময় একখানি গাড়ী এসে দরজায় লাগলো। উৎফুল্ল হয়ে চেয়ে দেখলেম, কাপ্তেন কলদার ও বিবি কলদারা। তখনি আমাকে ডাক পোড়লো। নির্জ্জন ঘরে সাক্ষাৎ কোল্লেম। উভয়েই সস্নেহ বচনে কুশল জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমিও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিলেম।

দম্পতির মুখের ভাব দেখে যেন বড়ই বিষণ্ণ বোলে বোধ হলো! যেন কোন গভীর দুঃখে দম্পতি ডুবে আছেন। যেন কোন গভীর শোকের ঝড় এই দম্পতির বুকের মধ্যে প্রবাহিত হোচ্চে! বড়ই ভয় পেলেম।

বিবি কলদারা বোল্লেন "মেরি! বুঝতে পেরেছ কি, আমরা আজ কি জন্য তোমার এখানে এসেছি? তোমার নির্ম্মল চরিত্র, সৎস্বভাব, সরলতা, সবই অপূর্ব্ব। তাতেই তোমার কাছে আমরা একটি ভিক্ষা চাই! আমাদের হতভাগ্য সন্তান—দুরাশা-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে। আমার এডওয়ার্ড তোমাকেই হৃদয় আসনে বসিয়েছে। তোমাকে সার কোরেছে সে। তোমার অভাবে সে হয় ত মারা যাবে! এই কদিন মাত্র এসেছ তুমি, এরই মধ্যে এডওয়ার্ড আমার কাঁটা হয়ে গেছে! তার হাসি মুখে আর হাসি নাই! হতভাগ্য সন্তান আমাদের আর বুঝি বাঁচবে না! রাখ তাকে তুমি। তার প্রাণদান দাও তুমি। একটি মাত্র পুত্র আমাদের, তুমি তার প্রাণ রক্ষা কর।" নেত্রজলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে শ্রীমতী কলদারা তাঁর দুঃখের কাহিনী বিবৃত কোল্লেন।

কাপ্তেন কলদার বোল্লেন "সেইই এই বৃদ্ধ বয়সের ভরসা আমার। অন্য সন্তান নাই। সেইটিই মাত্র আমাদের সম্বল। এই বৃদ্ধ বয়সের আশা ভরশা—সহায় সম্পত্তি সবই সেই। মেরি! দয়াময়ী তুমি, কৃপা কর। তুমি দয়া না কোল্লে আমরা বৃদ্ধ বয়সের সম্বলে বঞ্চিত হই। কন্যা নাই, তুমি আমাদের কন্যা হবে। কন্যার ন্যায় স্নেহ আদরে রাখবো। আমাদের সর্ব্বস্ব তোমার হাতে অর্পণ কোর্ব্বো। তাতেও কি তুমি সম্মত হবে না? তাতেও কি তুমি আমাদের বঞ্চিত কোর্ব্বে? জানি আমি, এডওয়ার্ড দুরাশা সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে; জানি আমি, তার এ আশা নিতান্তই দুরাশা, কিন্তু কি কোর্ব্বো মেরী, যা হয়ে গেছে, তার ত আর উপায় নাই? দুষ্প্রবৃত্তির বশে যে কাজ এড-ওয়ার্ড কোরেছে, তার উপায় কি? তাকে রক্ষা কর্ব্বার এখন উপায়?"

স্বামীর কথা শেষ হলেই আবার শ্রীমতী বোল্লেন "এডওয়ার্ডের আর সে লাবণ্য নাই, সে হাসি নাই, সে উৎসাহ নাই। এডওয়ার্ড আমার যৌবনেই বৃদ্ধ সেজেছে! আমা-দের চরণে ধোরে তার প্রাণের কথা জানিয়েছে। এখন করি কি? মেরি! রক্ষা কর! একটি জীবের প্রাণ রক্ষা কোরেছ, আর একটিকে রক্ষা কর। সেই সঙ্গে এই হতভাগা হতভাগিনীর জীবনও রক্ষা করা হবে। চল মেরি! তোমাকে নিয়ে যাই!"

সমস্তই শুন্‌লেম। নীরবে নির্নিমেষে চিত্রিত পুতুলের মত সব কথাগুলি একে একে শুন্‌লেম। এডওয়ার্ডের দুঃখে বড়ই দুঃখিত হলেম। এডওয়ার্ডের মাতাপিতার রোদনে বড়ই ব্যথা পেলেম। কেঁদে—চরণ ধোরে সমস্ত কথাই অকপটে বোল্লেম। আমার জীবন আমি কান্তিনকে অর্পণ কোরেছি, আমার জীবনে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই, সব কথাই খুলে বোল্লেম। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে কাপ্তেন কলদার উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত উচ্চারিত হলো, "তবে তুমি যাবে না? হায়! সকলি দুরাশা।" গম্ভীর বদনে তিনি প্রস্থান কোল্লেন। শ্রীমতীও কাঁদতে কাঁদতে আমার অসময়ের আশ্রয়-

দাত্রীর চরণে ধোরে অপরাধের মার্জ্জনা চাইব, পাল্লেম না। আমিও কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম।

এসে বোসে‍ি অমনি তলব। ছুটে আবার উপরে গেলেম। নাকে চস্‌মা এঁটে কতই গর্ব্বে—কত বড় মানুষী চালে কুমারী নম্রকর্ণা বোসে আছেন। আমি যেতেই দশটি সিলিং দিে বোল্লেন "এই তোমার এ মাসের বেতন। আমি দেনা পাওনা বুঝি না, সব কারবার আমার নগদ নগদ। এতটা টাকা বেতন তোমার, অন্যে হলে দশ দিন না ঘুরিয়ে দিত না। বিশেষ জরিমানা আমার সংসারে একেবারেই নাই। যদি তেমন তেমন ঘরে চাকরী কোত্তে, গৃহিণী যদি একটু হাত টান হ'তেন, মনিব যদি রাগী কি বদমেজাজী হ'তেন, তা হলে তুমি যেমন কুড়ে, যেমন তোমার পদে পদে দোষ, তাতে সমস্ত বেতনটা তোমাকে জরিমানা দিতেই ফুরিয়ে যেত।"

মনের তখন আমার ভয়ানক অবস্থা। কুমারীর এ বক্তৃতা আমার তত ভাল লাগলো না। উত্তর কোল্লেম "আগামী মাসে বোধ হয় আমার পরিবর্ত্তে আপনি অন্য বন্দোবস্ত কোরে আমাকে সুখী কোর্ব্বেন?"

নম্রকর্ণা যেন আগুণ হয়ে উঠলেন। রাগে যেন ফুলে তিনটে হয়ে উঠলেন। লম্বা নাক বাঁকা কোরে—ছোট ছোট কোন্ বশা চোকদুটি পাকিয়ে বোল্লেন "এত বড় স্পর্দ্ধা তোর? অপমান আমাকে? মুখে মুখে উত্তর? বাঁদী তুই, দাসী তুই, ক্রীতদাসী তুই, তোর এতবড় স্পর্দ্ধা?—সমান উত্তর?"

কাতর হয়ে বোল্লেম "অপমান আপনাকে কখন কোল্লেম? কেন আমাকে অন্যায় ভৎ'সনা কোচ্চেন?"

অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে—তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে কুমারী বোল্লেন "আমি তোকে মিথ্যা ভৎ'সনা কচ্চি? মিথ্যা বলি আমি? অন্যায় আমার? বাঁদী তুই, তোর কাছে বুঝি আমাকে ন্যায় অন্যায়ের বিচার শিখতে হবে? ইচ্ছা হয়, এখান চোলে যা, দূর হ তুই! সম্ভ্রান্ত বিদ্যালয় আমার, কতলোক এ চাকরীর জন্য লালায়িত। এমন সুখের চাকরী কার ভাগ্যে ঘটে? তবে তোর মত কুড়ের কাজ এখানে নয়। তুই কাজ করিস্ কম, বেতন চাস্ বেশী। তাও কি কখনো হয়? পরিশ্রমীর সুখের স্থান এ। জরিমানা নাই ভৎ'সনা নাই, খা‍ার সোবার কষ্ট নাই, মাসে মাসে নগদ নগদ বেতন, কোথায় এমন আছে?"

উত্তর কোল্লেই আরও রাগ বাড়বে। বুঝলেম, ধীরে ধীরে প্রস্থান কোল্লেম। জানি না, আর কত কষ্ট অভাগিনীর অদৃষ্টে এখনো অবশিষ্ট আছে।

তিনদিন পরেই শ্রীমতী কল্যদারার পত্র পেলেম। শ্রীমতীর মর্ম্মভেদী পত্রে হৃদয়ে বড় ব্যথা পেলেম। তিনি লিখেছেন,—

মর্ত্তন, বিষাদ-কুটীর
২৬শে মে, ১৮২৯।

প্রিয়তমে মেরি!

অদ্য আমরা প্রবাসে রওনা হইলাম। আমার পুত্রের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তার স্কট অবিলম্বে স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা দক্ষিণ ফ্রান্স এবং সম্ভবতঃ ইতালী পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিব। বিশেষ ব্যস্ততা প্রযুক্ত আমরা তোমার সহিত স্বয়ং যাইয়া সাক্ষাৎ ও বিদায় লইতে পারিলাম না। সে জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত, ক্ষমা করিও। আমরা তোমাকে কখনই ভুলিব না। যেখানে বেশী দিন থাকিব, সেই স্থান হইতে তোমাকে পত্র লিখিব। ভরসা করি, সরলতা ও ন্যায়পরতা গুণে তুমি তাহার উত্তর দিতে ভুলিবে না। যদি তুমি দর্ব্বি সহর ত্যাগ কর, তবে ডাকঘরে তাহা জানাইয়া রাখিও, তাহা হইলে আমাদের পত্র তুমি যেখানে থাকিবে, সেই খানেই পাইবে। আমার স্বামী আনন্দের সহিত তোমার যে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তাহাও এতৎসহ পাঠাইলাম। বোধ হয় উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবে।

আর সময় নাই। গাড়ী প্রস্তুত। আমরা চলিলাম। ঈশ্বর জানেন, আমরা কত দিনে আবার ফিরিয়া আসিব। ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। এক্ষণে বিদায়।—

তোমার নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী
উমা কলদারা।

বড় দুঃখেই কলদারা পত্রখানি লিখেছেন। যার কোন অপরাধ করা যায়, সে যদি ভর্ৎসনা করে, তবে সেই ভর্ৎসনা স্মরণ কোরে অনুতাপ মর্ম্মদাহ দূর হয়, আর যদি সে অপরাধ গ্রাহ্য না কোরে অধিকতর ভালবাসা জানায়, তা হলে সে অনুতাপ সে যন্ত্রণা—অসহ্য। কলদার দম্পতির সর্ব্বনাশ কোরেছি আমি, আমার জন্যই এডওয়ার্ড দারুণ যন্ত্রণার ভার হৃদয়ে বহন কোচ্ছেন। যে কলদার দম্পতির সর্ব্বনাশের—প্রবাসের মূলই আমি, তিনিই এমন স্নেহ দয়া পূর্ণ পত্র লিখেছেন! পত্রখানি যেন ভালবাসায় মাখা। বড়ই অনুতপ্ত হলেম। চক্ষের জলে পত্রখানি ভিজে গেল। হায়! অভাগিনী আমি, আমার আর কি আছে! কি দিয়ে আমি এ ভালবাসার প্রতিদান দিব?—রোদনই আমার সম্বল।

ত্রিচত্বারিংশ লহরী

ছুটির সময় পত্র লেখার নিয়ম আছে। অবসর সময়ে ছেলেমেয়েরা তাদের পিতা-মাতাকে পত্র লিখতে অনুমতি পায়। সে পত্রের মুসৌবিদা কুমারী স্বয়ংই কোরে দেন, ছাত্রছাত্রীরা কেবল তাই দেখে নকল কোরে দেয় মাত্র। আমি যে ছুটির সময় উপস্থিত ছিলেম, সেই ছুটির পত্রের একখানির অনুলিপি এই,—

মণ্ডপলীলা কুটির, দর্ব্বি
১লা জুন, ১৮২৯।

পূজনীয় পিতৃমাতৃসমীপে

আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমরা আজি নূতন বৎসরে পদার্পণ করিলাম। এক বৎসর উত্তমরূপ শিক্ষা পাইয়া পুনর্ব্বার সুস্থশরীরে উচ্চশ্রেণীর জন্য প্রস্তুত হইতেছি। এখন বাড়ী যাইয়া পড়া ক্ষতি করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তবুও একবার যাইব। আমাদিগের কর্ত্রীর যত্নে আমরা সুস্থশরীরে নীতিশিক্ষাও প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি আমাদের মাতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। অধিক আর লিখিবার নাই। আপনারা আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন, ভ্রাতাভগ্নীদিগকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। ইতি

আপনাদিগের প্রিয়তমা কন্যা
কুমারী—

এই হলো সাধারণ পত্রের বিষয়। একটি ধেড়ে মেয়ে এই চিঠির পরিবর্ত্তে আর একখানি চিঠি গোপনে লিখে ডাকে দিতে দিয়েছিল। দৈবাৎ সেখানি পথে পোড়ে যায়। স্বয়ং নম্রকণাই সেখানি কুড়িয়ে পান। তাতে লেখা ছিল,—

বাবা গো!

আমী এ পত্্রো খানী লুকিয়াইয়া নিখিলাম, পুব্বে যে চিটীখানী লাখিয়াছি, তাহা কুমারী নমরকির্না লাখিআ দিআছিল। য়ামী যে কস্্টে আছী, তাহা পত্রীও নহে। এহিবার ছুটীতে যাইআ ম্যার আসীব নাই। একানে না খয়ীআ বরিল মাটি হইয়া গিআচে। ছোট নোকের সঙ্গে সোআ বসা করিতে হইয়াছে। য়াপনী এশব সুনীলে কক্কনই ফিতে দিবে নাই। পড়া মোটে হয় নাই। কিচুই শিখিতে পারি না। ইতি

সায়া-ব্রজা।

একেবারেই যে বালিকারা কিছুই শিক্ষা পায় না, এমন নয়। নিম্ন শ্রেণীর ৭।৮ বৎসরের মেয়েরা সারাব্রজা অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। ১৩ বৎসরের সারাব্রজা আজও সামান্য একখানি পত্র লিখতে প্রত্যেক কথায় বানান ভুল করে। সারা ব্রজা প্রকৃতই ধেড়ে মেয়ে। এই পত্রখানি পাঠ কোরে কুমারী নম্রকর্ণা আজ্ঞা দিলেন, এই কার্য্যের শাস্তির দরুণ তিনদিন কাল সারাব্রজা রুটি আর জল ভিন্ন অন্য কিছুই খেতে পাবে না। নম্রকর্ণা হাতে না মেরে পেটে মারতে আরম্ভ কোল্লেন।

ছুটির সময় হলো। বালিকাদের ও তাদের পিতামাতাকে সন্তুষ্ট কোত্তে নূতন বেশ ভূষায় সজ্জিত কোরে পাঠান হবে। ৩০টি বালিকার নূতন পোষাক প্রস্তুত করার ভার আমার উপর। রাত দিন পরিশ্রম কোরে সারা হয়ে গেলেম। অল্প সময়ে এত কাজ নির্ব্বাহ করা, বড়ই কষ্টের কথা।

কষ্টেশ্রেষ্ঠে এক রকম কোরে কার্য্য নির্ব্বাহ কোরে দিলেম। মেয়েরা সব চোলে গেল। সকলেই সহাস্য বদনে আমাকে অভিবাদন কোরে বিদায় নিয়ে প্রস্থান কোল্লে। থাকার মধ্যে থাক্‌লো, কেবল ৬টি মেয়ে। যাদের পিতা মাতা আছেন, তারা সকলেই প্রস্থান কোল্লে। সকলের জন্যই গাড়ী অপেক্ষা কোচ্ছিল, মনের আনন্দে সকলেই প্রস্থান কোল্লে। যে মেয়েরা থাক্‌লো, তাদের কেহ নাই। দূর সম্পর্কে যাঁরা আছেন, তাঁরা এদের কোন খোজই রাখেন না। এদের মনোকষ্টের সীমা নাই। সকলেরই প্রফুল্ল মুখ, যা কষ্ট এদের। বড়ই কষ্ট হলো। বেতন পেয়েছিলেম, সে সব কাছেই ছিল, অবস্থা বুঝে ২।১ টি সামান্য সামানা খেলেনা, সামান্য সামান্য ২।১ রকম খাবার কিনে দিলেম, মেয়েরা বড়ই খুসী।

বিবি বক্রা ও অলিনা একদিন সাক্ষাৎ কোত্তে এলেন। তাঁদের নিতান্ত ইচ্ছা, আমাকে সঙ্গে কোরে বাড়ী নিয়ে যান। এখন আর তেমন বেশী কাজ কর্ম্ম নাই, ছুটি পেলেও পেতে পারি। ছুটি চাইলেম, পেলেম, পার্শ্ববল গাড়ী কোরে দরজায় এসে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বে কথাও ছিল তাই। আমরা সেই গাড়ীতেই রওনা হলেম। দরিদ্র পরিবার সমাদরে আমাকে গ্রহণ কোল্লেন। মাংস, ঘরে প্রস্তুত রুটি, সদ্য দুগ্ধ, টাট্‌কা ডিম, খাবার পরিপাটি আয়োজন। অনেক দিন এমন খাদ্য আমার উদরস্থ হয় নাই। আমোদ আহ্লাদে—কথায় বার্ত্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত কোরে সন্ধ্যাবেলা ফিরে এলেম। পার্শ্ববল আর অলিনা সঙ্গে সঙ্গে এসে রেখে গেলেন। এই নব দম্পতির সুখ দেখে বড়ই সুখী হলেম।

পরদিন বোসে আছি,—সংবাদ পেলেম, দুটি ভদ্রলোক আমার জন্য অপেক্ষা কোচ্চেন। কুমারী নম্রকর্ণা বাড়ী নাই। আগন্তুক দুটি বারান্দায় আছেন, কার্ড দিয়েছেন। চঞ্চল

হস্তে নামলিপি দুখানি নিয়ে পোড়ে দেখলেম। একখানিতে লেখা আছে,—"মিষ্টর ফিজর-বার্ট রেজিনণ্ড তমলিন্সন।" আর একখানি,—"মিষ্টর হোরেশিও মর্ত্তিমার স্তান্‌লী। দুটিই আমার অপরিচিত। দুটিকেই আমি চিনি না। সন্দেহে সন্দেহে উপরে গেলেম। দেখলেম, আনন্দে অধীর হয়ে দেখলেম, আগন্তুকের মধ্যে একটি অপরিচিত, আর একটি আমাদেরই রবার্ট!

রবার্ট আমাকে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বোল্লে "মেরি! বহু দিনের পর আমাদের সাক্ষাৎ। এ সাক্ষাতে বড়ই সুখ। এটি আমার পরম বন্ধু।"

রবার্টের বন্ধুর সহিত আমার পরিচয় হতে না হতে তিনি সগর্ব্বে সালঙ্কারে—বড়মানুষী জানিয়ে বোল্লেন "মেরী তোমার নাম? বেশ! যেমন নাম, তেমনি চেহারা। বড় সুখী হলেম। এখানে আমরা ৬ সপ্তাহ হলো এসেছি। একটা থিয়েটর কোরেছি। তোমার ভাই রবার্ট তার নায়ক অভিনেতা। বড়দরের থিয়েটর। এখানকার থিয়েটর-বাড়ী ভাড়া নিয়েছি আমি। প্রথম শ্রেণী তিন সিলিং,—দ্বিতীয় শ্রেণী দু সিলিং আর তৃতীয় শ্রেণী ১ সিলিং। সাড়ে সাতটার সময় দরজা খোলা হয়, ঠিক কাঁটার কাঁটায় ৯টা বাজলেই অভিনয় আরম্ভ হয়ে থাকে।"

"আঃ! কি বেশী বোকছো?" রহস্যের ধমক দিয়ে রবার্ট বোল্লে "বেশী কথা কও কেন? অভিনয় পত্র খানা ফেলে দিলেই ত সব গোল চুকে যায়?"

সহাস্য বদনে বন্ধুর বাক্যে অনুমোদন কোরে থিয়েটরের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় উত্তর কোল্লেন "এই দেখ আমাদের অভিনয় পত্র। আজ নূতন নাটক অভিনয় হবে। নাটকের নাম "ন্যায়বান নৃপতি ও জবরদস্ত অত্যাচারী।" আমি রাজার অংশ এবং রবার্ট অত্যাচারীর অংশ অভিনয় কোর্ব্বেন।"

"সে সব এখন যাক। কাজের কথা বল। আমরা ৬ সপ্তাহের জন্য থিয়েটর ভাড়া নিয়েছি। কাগজে তোমার নাম পোড়েছি। সেই সন্ধানে সন্ধানেই এখানে আসা। মকর্দ্দমায় তুমি বেশ যশ নিয়েছ। তোমাকে আর আমি এমন [illegible] আমাদের থিয়েটরে চল তুমি। থিয়েটরের বড় বড় নামজাদা [illegible] দের, রাজারাজড়ার সঙ্গে বিবাহিত হন! কেমন হে! সত্য কি [illegible]

কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি কোরে বোল্লেন "নিশ্চয়ই [illegible] সন্দেহ কর্ব্বার নাই।"

বড়ই ব্যথা গেলেম। ব্যথিত স্বরে বোল্লেম "রবার্ট! একি কথা বল তুমি? কেন তুমি আমাকে অপমানিত কর? তোমার ভগ্নী আমি, আমি থিয়েটরে গেলে তোমারই কি এতে মান বৃদ্ধি হবে?"

"কেন নয় ?" চঞ্চল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রবার্ট বোল্লে "কেন নয় ? কার্য্যাধ্যক্ষ বন্ধু আমার, তিনি তোমার জন্য বিশেষ চেষ্টা কোর্ব্বেন। পদ বৃদ্ধি হবে তোমার। তোমার জন্যই এক নাটক লেখা হয়েছে। নাটকের নাম "শিকারী-হত্যা বা-ধর্ম্মাধিকরণের নায়িকা।" তোমার নামে আমাদের পসার বাড়বে।—বড় মজাই হবে।—সুখে থাক্‌বে তুমি।"

কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় মাথা নেড়ে বোল্লেন "অনুষ্ঠান পত্রে—অভিনয় পত্রে নাম থাক্‌বে নায়িকা—কুমারী মেরী প্রাইস। চিত্রিত আলোকে তোমার ছবি তোলা থাক্‌বে। ছোট ছোট বড় বড় অক্ষরে—নানা রংয়ের কালিতে—সহরের সর্ব্বত্রই তোমার নাম শোভা পাবে। সৌভাগ্য তোমার।"

"রবার্ট! এদিকে এস তুমি। গোপনে আমার গুটিকত কথা শুনে যাও।" রবার্টকে পৃথক ঘরে এনে চক্ষের জল উপহার দিয়ে বোল্লেম "রবার্ট! একি চরিত্র তোমার ? এতে তোমারও যে অপমান, তা তুমি কি জান্‌তে পার নাই ?"

"আমি সব বুঝ্‌তে পারি। দুর্ব্বুদ্ধিতে তুমি যে নিজের উন্নতির পথ নিজেই বন্ধ কোর্ত্তে চেষ্টা পাচ্চ, তা আমি বুঝি। নাম হবে, সম্ভ্রম হবে, প্রধান অভিনেত্রী বোলে সম্মান পাবে, এ তোমার ইচ্ছা নয়। দুর্ভাগ্য আমার।" রবার্ট বিরক্তির সহিত এই কথা কয়েকটি যেন উচ্চারণ কোল্লে।

কথাটা পরিবর্ত্তন কর্ব্বার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম "রবার্ট! তোমরা নাম পরিবর্ত্তন কোরেছ কেন ? পিতৃনামে পরিচয় দিতে তোমাদের বুঝি লজ্জা বোধ হয় ?"

"না না, তা নয়, এ থিয়েটরের দস্তুর। নামটা একটু জাঁকালো না হলে অনুষ্ঠান পত্রে ভাল মানায় না। ভেবে দেখ, যদি এমন লেখা থাকে,—

অদ্য রজনী! অদ্য রজনী! অদ্য রজনী!

সেক্ষপীরের অলৌকিক নাটক

দেনমার্ক নৃপতি—হামলেট !

হামলেট—মিষ্টর প্রাইস।

এ কি মানায়,—এ কি দেখতে ভাল হয়, না শুনতে ভাল হয় ? আগে নাম, তার পর ভাল মন্দের বিচার। যে জিনিস দেখতে খারাপ, দেখতেই যার প্রতি অভক্তি জন্মায়, ভাল হলেও তার কোন লাভ নাই। আর যদি এই রকম লেখা থাকে ;——

অদ্য রজনী! অদ্য রজনী! অদ্য রজনী!

সেক্ষপীরের অলৌকিক নাটক

দেনমার্ক নৃপতি—হ্যামলেট!

হামলেট—মিষ্টর হোরেশিও মর্টিমার স্তান্‌লী।

দেখ দেখি, কেমন দেখায়? কার্য্যাধ্যক্ষের নামও এই রকম বদল করা হয়েছে।”

“এসব কথা এখন থাক। রবার্ট! কেন তুমি সেই মাতালের দলে মিশেছিলে? এ সবই বা কেন? থিয়েটরে তোমার প্রবৃত্তি কেন? যত বদ লোকের সমাগম যেখানে, সেখানে একটিও ভদ্রলোক থাকে না, বেশ্যাশক্ত, মাতাল, বদমায়েশের যেখানে আড্ডা, সেই দলে কেন তুমি ভর্ত্তি হয়েছ? রবার্ট! তোমার জন্য কত রাত যে আমি কেঁদে কাটিয়েছি, কত ভাবনা ভেবেছি, তা তুমি হয় ত জান না। রবার্ট! ছেড়ে দাও এসব, পৈত্রিক কাজ কোরে—ধর্ম্মের উপর নির্ভর কোরে কাল কাটান কি উচিত নয় তোমার? কতদিন এ দলে নাম লিখিয়েছ তুমি?”

ম্লান হয়ে রবার্ট উত্তর কোল্লে “৬ মাস আছি। বেশ শিক্ষা পেয়েছি আমি। নাম বেরিয়েছে। চল তুমি। বাধা কি তোমার? বেশ সুখে থাকবে। তোমার কর্ত্রীকে ভয় কোচ্চ? সেই দীর্ঘকর্ণা না কির্ঘকর্ণা—সেই ছুঁড়ী সাজে বুড়ী মাগিটাকে বুঝি তোমার ভয়?” হো হো হাসির তরঙ্গ তুলে—অনর্থক হাসি হেসে বেইক্তার হয়ে রবার্ট তার প্রলোভন পূর্ণ বক্তৃতা শেষ কোল্লে।

অনেক কথা বার্ত্তার পর আমাকে তখনো স্বীকৃত হতে না দেখে, রবার্ট উঠে দাঁড়ালো। আরও একটু অপেক্ষা কোত্তে বোল্‌লেম, সে কথা কাণেও স্থান দিলে না। বোল্লে “না, আমি আর এক তিলও দাঁড়াতে পারি না। আমার জন্য সকলেই অপেক্ষা কোচ্চে। কুমারী অরমণ্ডা আমার অপেক্ষায় আছেন, আর কি আমি দাঁড়াতে পারি?”

অধৈর্য্য হয়ে বোল্লেম “রবার্ট! এখানে আর হয় ত সাক্ষাৎ হবে না। ২।১ দিনের মধ্যে আমি কেণ্টে যাব। এসব দল ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গে সেইখানে দেখা কোরো। গাড়ী ভাড়া দিব আমি। অবশ্য অবশ্য যেও। আর যেন আমার মনে কষ্ট দিও না। আমি চেষ্টা কোরে তোমাকে কোন সম্মানিত পদে—”

বাধা দিয়ে রবার্ট বোল্লে "সম্মানিত পদ? এ হতে অন্য কিছু সম্মানিত পদ আর আছে নাকি? ভুল তোমার! পাগল হয়ে গেছ তুমি! দাসী-গীরি, চাক্‌রাণী গীরি, এই সব সম্মানের পদ বুঝি? তোমার বুদ্ধি সব পরিপাক পেয়ে গেছে।" বিদ্রূপের হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে রবার্ট প্রস্থান কোল্লে, আবার গভীর দুঃখের সাগরে আমি ডুবে গেলেম। দুঃখে কষ্টে কাঁদতে লাগলেম।

আবার রবার্ট ফিরে এলো। ধীরভাবে বোল্লে "কেন কাঁদ তুমি মেরি? বড় দুর্ব্বল মন তোমার। সংসারে যে ক দিন বাচা যায়, আমোদে আহ্লাদে কাটাতে পাল্লেই সুখ। তুমি কেণ্টে গেলে গাড়ীভাড়া দেবে বোলছো? আচ্ছা, আগে আমাকে কেন সেই ভাড়াটা দাও না। তিন পাউণ্ড মাত্র ভাড়া।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তখনি ৩ পাউণ্ড দিলেম। বাকী এক পাউণ্ড আমার কাছেই থাক্‌লো। টাকা পেয়ে রবার্ট সহাস্যবদনে বোল্লে "তবে এখন ছুটি!" আমি সম্মতি জানালেন। রবার্ট দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লে।

পাঠক! আমিও এখন আপনাদের কাছে করযোড়ে বলি, তবে আপাততঃ আমারও ছুটি! আমার জীবনী চারি পর্ব্বে সম্পূর্ণ। তারই এক পর্ব্ব শুন্‌লেন। আমার দুঃখময় জীবনীর এটুকু কেবল উপক্রমণিকা মাত্র। এতে মোহিত হবার,—ভাল বল্‌বার, প্রশংসা কর্ব্বার কিছুই নাই। তবে যদি দুঃখিনী বোলে কৃপা করেন, অনুগ্রহ কোরে পাঠ করেন, তবে ক্রমান্বয়ে সব পর্ব্ব গুলিই আপনাদের শোনাব। প্রথম পর্ব্ব শেষ, দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হবার মধ্যে, একটু বিশ্রামের জন্য আমি করযোড়ে বলি, আপাততঃ আমার ছুটি।

প্রথম পর্ব্ব সম্পূর্ণ।